মেয়ে পার্লেমেণ্ট

বা

ভগ্নীতন্ত্ররাজ্য

(ভগ্নীরাজ্যের একটুকরা ইতিহাস)

প্রথম খণ্ড

শ্রী কোন এক ঐতিহাসিক
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

(আমূলতঃ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

"শম্ভুস্বয়ম্ভুহরয়ো হরিণেক্ষণানাং
———সততং গৃহকর্ম্মদাসাঃ॥"

২।১৩ নন্দকুমার চৌধুরির লেন হইতে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা
২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন
কালিকা যন্ত্রে,
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০০ সাল।

যে

উদারহৃদয়া ও বিশ্বপ্রেমিকা

ভগ্নীগণের

উন্নতিকৌশলে

উনবিংশ শতাব্দি পালিয়ে পার এবং
বিংশ শতাব্দি আগতপ্রায়,

তাঁহাদের স্মরণার্থে

এই

অপৌরুষেয় পুস্তকখানি

গ্রন্থলেখক

কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত

হইল।

"জীয়ন্ত ভূমিবলয়ে প্রবন্ধোমহান্"

ভূমিকা।

এই গ্রন্থ ভগ্নী মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ, সুতরাং ইহা অপৌরুষেয়। প্রায় ৮ বৎসর হইল, এ জগতে ইহার উদয় ও যথাকালে ইহার প্রচার হয়।

পরে এই ধরণে ষ্টার থিয়েটারে তাজ্জবব্যাপারের অভিনয় হয় এবং শুনিতে পাই নাকি, সেখানেও গোপনে গোপনে আমাদের ফিল্ড মার্সাল পদীর মা সেনাপত্নীত্ব করিয়া থাকেন। মার্সাল মহাশয়ার পক্ষে যে ইহা সমূহ অন্যায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

অপৌরুষেয় হইলেও, যথা নিয়মে ইহার অবশ্য এক জন দ্রষ্টা আছেন। দ্রষ্টা যিনি, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, এ অযোগ্য জগতে আর ইহার প্রচার থাকে; যতশীঘ্র ইহার লোপ হয় ততই ভাল। কিন্তু বর্ত্তমান প্রকাশকদের জ্বালায় তাহা হইতে পাইল না। ইত্যবসরে দ্রষ্টা মহাশয় আরও কতকগুলি নূতন বিষয় দৃষ্ট করায়, এ গ্রন্থ সুতরাং আমূলতঃ পরিবর্ত্তিত ও অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইল। এমন কি, প্রথমবারের মুদ্রিত গ্রন্থ অপেক্ষা এবার ইহাকে সম্পূর্ণ নূতনগ্রন্থ বলিলেও চলে।

অতঃপর ইহার প্রকাশে নিন্দা বা সুখ্যাতি এ দুয়ের যাহাই ঘটুক, তাহা সমস্তই প্রকাশকের প্রাপ্য। এরূপ আত্মারাম সরকার সকল কাজেই একজন করিয়া পাইতে পারিলে, এ সংসার নিঃসন্দেহ বড়ই সুখের স্থান হইত।

সূচিপত্র

সপ্তম বৈঠক।

অষ্টম বৈঠক।

জন্মতিথি পূজা।

নবম বৈঠক।

মেয়ে পার্লেমেণ্ট

বা

ভগ্নীতন্ত্র রাজ্য

প্রথম খণ্ড।

অবতরণিকা।

সাবেক,—"সমত্ব, স্বাধীনত্ব, ভ্রাতৃত্ব।"

হাল,—"সমত্ব, স্বাধীনত্ব, ভগ্নীত্ব।"

জেনারল বিপিনকৃষ্ণ কিরূপে ইংরেজদিগকে হটাইয়া ভারত উদ্ধার করেন, তাহা আমার প্রিয় সুহৃৎ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক নানা রসাধার ভারত-উদ্ধার কাব্যে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। জেনারলের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহারও আভাস উক্ত গ্রন্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেওয়া আছে, কিন্তু সমস্ত দেওয়া নাই। অতি আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমি অনেক চেষ্টা করিয়া ও অনেক ঘুষঘাস খাওয়াইয়া সেক্রেটেরীয়েট হইতে সরকারী কাগজপত্র বাহির করাইয়া দেখিয়াছি যে, সন্ধিটা লম্বাও বটে, চৌড়াও বিস্তর এবং সর্ত্তও অনেক। যাহা হউক, তাহার সমস্ত বর্ণন বা বয়ান করিবার এখানে আবশ্যক নাই; যেহেতু কালে সকলই লোকের গোচরে আসিবে, এমন আশা আছে। উপস্থিত ব্যাপারে কেবল আমার যে টুকু আবশ্যক, আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

উক্ত সর্ত্ত সকলের ভিতরে গভীর গবেষণা ও সমালোচনার দ্বারা দেখা যায় যে, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বচনাবর্ত্ত বলিয়া যে বৃহৎ অংশ আছে, তাহা জেনারল বিপিনকৃষ্ণ কোনমতেই ইংরেজের হাতে একচেটিয়া রাখিতে সম্মত হয়েন নাই। ইংরেজও বুঝিয়াছিল যে, জেনারলপ্রমুখ ভগ্নীগণ যখন বিরূপ, তখন তাহা সম্পূর্ণ একচেটিয়া রাখা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং ঐ অংশের মায়ামমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ইংরেজেরা উহা জেনারলকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সন্ধির সর্ত্ত এই যে, জেনারল উহা লইয়া যেরূপে ইচ্ছা, সেইরূপে ব্যবহার করিতে ও চালাইতে পারেন। কিন্তু জেনারল বিপিনকৃষ্ণ তেমন পাত্র নহেন যে, যে ইংরেজকে হারাইয়াছে, সে যে মার্কিন ওয়াসিংটনকেও লজ্জা দিবে, এ কোন্ ছার কথা?

ওয়াসিংটন, ইংরেজদিগকে দূর করিয়া দিয়া, স্বদেশে সাধারণ তন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক, আপনার মিলিটারীকমিসন পরিত্যাগ করিয়া, জগতে আপন মহত্ত্ব দেখাইয়াছিল। ভগ্নীসেবক গ্যালাণ্ট জেনারল বিপিনকৃষ্ণ সে রকম ত করিলেনই, বাড়ার ভাগ ভগ্নী-তন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। ওয়াসিংটন যে সাধারণতন্ত্র করে, তাহা পুরুষজাতি লইয়া; স্ত্রীজাতির কথা তাহার একটি বারও মনে পড়ে নাই; বিশেষ মার্কিনের স্ত্রীজাতি কেবল আজি কালি একটু একটু বিখ্যাত হইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু জেনারল বিপিনকৃষ্ণ যাহা করিলেন, তাহা বড়ই অদ্ভুত! তাহার তুলনা কখনও হয় নাই, হইবে কিনা তাহাও বলিতে পারি না। তিনি যে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন করিলেন, তাহা ভগ্নীগণকে লইয়া, ভ্রাতাগণের নামগন্ধও ইহার ভিতরে নাই; সুতরাং সাধারণতন্ত্র নামের পরিবর্ত্তে নাম রাখিলেন, 'ভগ্নীতন্ত্র রাজ্য'। স্ত্রীজাতির যে উন্নতি, মার্কিন হেন স্ত্রীলোকেও এতকাল ধরিয়া করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাও তিনি একমুহূর্ত্তমাত্রে সাধন করিয়া ফেলিলেন। বল দেখি পাঠক, জেনারল বিপিনকৃষ্ণের ইহাতে জিত কি না?

এবং মার্কিন ওয়াসিংটন ইহাতে সত্য সত্যই লজ্জা পায় কি না?

চাঁদেও কলঙ্ক আছে, তাই বলিতে লজ্জা করিলেও বলিতে সাহসী হইলাম যে, আমাদের জেনারল প্রভূতকীর্ত্তি ভগ্নী রাজ্যস্থাপন করিলেও, সে স্থাপনব্যাপারে তিনি একেবারে যে স্বার্থশূন্য ছিলেন, তাহা বোধ হয় না। মার্কিন-সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পরেই, মার্কিনেরা নাছোড়বান্দা হইয়া ওয়াসিংটনকে প্রেসিডেণ্ট করিয়াছিল। সেইরূপ জেনারলেরও আশা ছিল যে, ভগ্নীরাজ্যে যদিও তাঁহার নিজের প্রেসিডেণ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই বটে, তথাপি সকলে মিলিয়া তাঁহার পত্নীকে অবশ্যই প্রেসিডেণ্ট পদে বরণ করিবে। কিন্তু হায়! অনেক আশায় অনেক ছাই! অকৃতজ্ঞ ভগ্নীরাও তাহা করিল না এবং তাঁহার পত্নীও তাহাতে সম্মত হইল না। সম্মত হইলেও বা একরকম বেয়ে চেয়ে দেখা যাইত। যাহা হউক, এই ডবল মনের দুঃখে বিজ্ঞ জেনারল বিপিনকৃষ্ণ, ওয়াসিংটনের ন্যায়, শেষে পাড়াগাঁয়ে ঘরে গিয়া চাষবাস আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতেই মনের দুঃখ মাটি করিয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন।

জেনারলের যে কেবল এই একটি মনোদুঃখ, তাহা নহে। তিনি পাড়াগাঁ-গত হইলে পর, যখন তাঁহার পৈত্রিক চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া স্বক্ষেতোৎপন্ন গুড়ুকযোগে বিবিধ বিজ্ঞানগর্ভ গল্প এবং বিগত মহাযুদ্ধের অভূতপূর্ব্ব সংবাদ সকল তাঁহার মুখমধু চক্র হইতে ক্ষরিত হইয়া তৃষিত শ্রোতাগণের শ্রবণমন পরিতৃপ্ত করিতে থাকিত, সেই সময়ে, ভগ্নীদিগের প্রতি তাঁহার আরও একটি অনুযোগ শুনিতে পাই। কিন্তু ভগ্নীগণ বলেন, জেনারলের সেটা বুঝিবার ভুল; খেতাবে বিলম্ব হইলেও, ফলে আমরা অকৃতজ্ঞ নহি। মার্কিন্ স্বাধীন হইলে পর, হৃদয়ের আদরে ওয়াসিংটনকে খেতাব দিয়াছিল—'সরকারী বড় বাবা' অর্থাৎ মার্কিন সাধারণের 'গ্রেট ফাদার।' মার্কিন সরকারী

অছিলায় খেতাব দিয়াছিল একটা, আর আমরা হৃদয়ের প্রেমে, জেনারলকে দিয়াছি ডবল। ভাইভগ্নীমাত্র সম্পর্কবিশিষ্টরাজ্যে, কাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অত্যুচ্চ খেতাব, ভগ্নী সাধারণের 'সরকারী বড় দাদা'; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় খেতাব আপনিই আসিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বসাধারণের—'সরকারী বড় কুটুম্ব।' একটায় টান দিতে আর একটা আপনিই আসিয়া পড়ে; তাই ভগ্নীগণ সগর্ব্বে বলেন,—'একে ডবল, তায় এমন কৌশল, ইহা কি স্বপ্নেও কখনও মার্কিনের মোটা মাথায় প্রবেশ করিয়াছিল? অহো! সর্ব্ব সাধারণের বড়কুটুম্ব, সোজা খেতাব? যাহাহউক এতদিনে যে কৃতজ্ঞ ভগ্নীরাজ্যের দ্বারা জেনারলের অনুযোগ নিরাকৃত হইয়াছে, ইহাতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

আমারও শেষ কথাটি লেখা শেষ হইয়াছে কি হয় নাই, এমন সময়ে, সেই শুভক্ষণে, সমবেত ভগ্নীমণ্ডলীর মধ্য হইতে গগনভেদ করিয়া তারস্বরে জয়ধ্বনি উঠিল; সে ধ্বনি শুনিতে,

পুলকে শরীরে কাঁটা, কর্ণে লাগে তালা,—
"জয় জেনারল বিপিনকৃষ্ণ, সরকারী———॥"

সে যাহাহউক, আমার ইচ্ছা ছিল, জেনারলের নিজমুখে সারেওয়ার শুনিয়া, ভগ্নীতন্ত্ররাজ্য স্থাপনের আমূল বিবরণটা পাঠকবর্গের সম্মুখে ডালি দিই; কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। জেনারল আজি কালি বড় ব্যস্ত, তাঁহার ফুরসৎমাত্র নাই। বচনাবর্ত্তের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে একটা ভয়ঙ্কর শত্রু দেখা দেওয়ায়, ভগ্নীরাজ্য যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া আত্মরক্ষার্থ নানাবিধ আয়োজন করিতেছেন। ভগ্নীরাজ্যের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, আমাদের জেনারল, বরাবরই কমিসারিয়েটের রসদ যোগানর ঠিকাদারী ভারটা পাইয়া থাকেন। এজন্য এবারও, পাঁচকাহন বেগুণ, দুই কাহন কাঁচকলা, সাতবুড়ি পাত, পাঁচ থান সিঁন্দুর, দুই সের আল্‌তা, দুই গাঁইট জলতরঙ্গ ও নেঙ্‌টাডুরে কাপড়,

তিন পাত মিশি, দশকৌটা তামাক পোড়া, এই সকল আঞ্জাম করিবার অর্ডার প্রাপ্ত হইয়া, জিনিসের যোগাড়ে হন্যা হইয়া বেড়াইতেছেন ;—যেহেতু নানা ক্ষেতখামারে তল্লাশ ভিন্ন এ সকল যোগাড় হওয়া সুকঠিন।

অতঃপর ভগ্নমনোরথে আর অধিক আড়ম্বর না করিয়া, ভগ্নীরাজ্যের পার্লেমেণ্টের হাল বৈঠকের যে সকল কার্য্যবিবরণ, যাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহারই যথাযথ রিপোর্ট পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। বলা বাহুল্য যে, সে সকল মহার্হরত্ন আলোচনা ও অনুধ্যান করিলে, পাঠকদের পক্ষে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। বঙ্গীয় সমালোচক-সিংহগণ, যাঁহারা 'পৈতৃক 'সৌন্দর্য্য সৃষ্টি' ও 'চরিত্র গঠন' খুঁজিয়া ও বুঝাইয়া থাকেন, তাঁহারা এ সাদাসিদে রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টি-পাত না করিলেই, আমার সমস্ত শ্রম সফল বোধ করিব।

প্রথম বৈঠক।

"সম্বাদ।"

উন্নাদাম্বুদবর্দ্ধিতান্ধতমসপ্রভৃষ্টদিঙ্মণ্ডল ঘোর অন্ধকারময়ী জোনাকি-টীপ্‌টীপে রজনী ; কিন্তু তা বলিয়া কাজ কাহারও আটকাইয়া থাকে না। অদ্য রাত্র ৮ টার সময় পার্লেমেণ্টের নূতন সেশন্ বসিবে। সকালে সকালে আহারান্তে, ছুটোছুটী করিয়া ব্ল্যাকরড মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়া পার্লেমেণ্ট গৃহে পৌঁছিলাম এবং দর্শকের স্থানাধিকার করিয়া বসিলাম। আমার এ সুবিধা ও সৌভাগ্যের কারণ, অনেক গৃহপতির সুপারিশে একজন মেম্বরী অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি দর্শকের অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

পার্লেমেণ্ট হাউসটি অতি অপূর্ব্ব! ইহা অবশ্যই কোন রোডসেস্ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্লানিত ও নির্ম্মিত; নতুবা এমন সুন্দর আর কোন রকমে কখনই হইতে পারিত না। দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত স্তম্ভাবলি সদৃশ বংশাবলি-সমারূঢ় ছাপ্পরছটা, বাঁশের চাটায়ে চারিদিক অাঁটা সাঁটা, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব! বর্ণনায় তাহা আসে না! এবং অভ্যন্তর ভাগে গ্যাসলাইট অনুকারী কেরোসিন টেমিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত! হায়! আমি সামান্যশক্তি মানব, হাউসের সে নিরুপম শোভা সকলের বর্ণনা আমি কেন করিতে পারি না, অথবা কেমন করিয়া ও ফতথানিই বা করিব? আগে যদি জানিতাম যে, এ পার্লেমেণ্টদর্শনরূপ মহাসৌভাগ্য ঘটিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই, বর্ণনামার্গে কি কখনও এমত উপ-সর্গ ঘটিতে দিতাম? আবশ্যই না! অবশ্যই উপযুক্ত সমাস অনু-প্রাস দিয়া এ হাউসটি বর্ণনা করিবার জন্য, একজন বঙ্গীয় সাহিত্য-সিংহকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতাম এবং তাহা হইলেই ইহার উপযুক্ত বর্ণনা যাহা, তাহা হইবার সম্ভাবনা হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

হলটি অতি বিস্তীর্ণ। উহার দূরপ্রান্তে এক মনোহর উচ্চ বেদী; ঐ বেদীর উপরে 'ঠিক-সম্মানার্হ' প্রেসিডেণ্টের স্থান, কিন্তু অদ্য রাত্রে তিনি অনুপস্থিতা। কথা ছিল, তিনি স্বয়ং পার্লে-মেণ্ট খুলিবেন, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না; কেন? সে একটা বিষম দুর্ঘটনার কথা, তাহা পরে প্রকাশ হইবে। বেদীর দক্ষি-ণের শ্রেণীতে মন্ত্রীবর্গের বেঞ্চ, তাহার পরে মন্ত্রীবর্গের পক্ষসমর্থন-কারী সানুকুলা মেম্বরীবর্গের স্থান। বেদীর বামভাগের বেঞ্চেতে বিপক্ষীয় মেম্বরীকুল বিরাজ করিতেছেন। বামের উচ্চ গ্যালারীতে পরদা আচ্ছাদনে দর্শকভ্রাতাগণ; ঐ গ্যালারী প্রায়ই মন্ত্রী ও সানুকুলা এবং প্রতিকুলা, উভয়বিধ মেম্বরীগণের গৃহ-পতিগণ শোভান্বিত করিয়া থাকেন। আমি ভাগ্যবলে সেই গ্যালারী মধ্যেই একটি স্থানাধিকার করিয়া, পর্দ্দানসিন্ হইয়া

পার্লেমেণ্টের কার্য্যকলাপ দর্শন করিতে লাগিলাম। দক্ষিণের উচ্চ গ্যালারীতে ভগ্নীদর্শকের স্থান। নিম্নস্থ গ্যালারী সমুদয় সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার ও অন্যান্য রাজকীয় কারপরদাজের জায়গা। লবীতে গার্টার-কিং-অ্যাট-আরম্‌স্ এবং প্রেসিডেণ্টের বেদীর পার্শ্বে ব্ল্যাকরডের স্থান। তদ্ভিন্ন আরও কত কত বিষয়ের জন্য যে কত কত স্থান নিরূপিত রহিয়াছে, তাহা কে বর্ণনা করিয় শেষ করিতে পারে ?

মেম্বরীগণের বেশভূষা যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া উচিত। ইহাঁদের সে মোহিনীরূপ, সে ঝলমলাইত চারুচিক্কণ লাবণ্যলহরী ও বেশভূষার পারিপাট্য, বর্ণনা করা কি আমার সাধ্য ? হায় আমি ! আমার আবার আপসোস্ যে, কোন বঙ্গীয় সাহিত্য-সিংহকে কেন সঙ্গে করিয়া আনি নাই। যাহা হউক, আমার যাহা ক্ষমতা, আমি তাহাই বলি। মেম্বরী-গণের গায়ে প্রায়ই আংরাখা, কণ্ঠে চিক, তাম্বুলরাগে ঠোঁট দুখানি টুক্ টুক্ করিয়া যেন পাকা তেলাকুচোর ন্যায় ফাটিয়া পড়িতেছে, যেন সাধের বুল্‌বুল্ ঠোঁঠ ঘুরাইয়া ঠোকর মারে আর কি ! কাহারও পরণে পায়-ঝুলান জামার উপর ঢাকাই শাড়ী, কাহারও ঘাঘ্‌রা, কাহারও গৌণ, কাহারও বা পায়জামার উপর বেণারশী ঘেরাল হইয়া রহিয়াছে। পায়ে নীলে কাল শাড়ী মোজা, এবং গরাণহাটার বার্ণিস করা জুতা। কাহারও খোঁপার উপরে তেরছা করিয়া শাম্‌লা বাঁধা, কাহারও মাথা ফুলবসান চাদরে ঢাকা, কাহারও বা আনিতম্ববিলম্বিতলেজপরিশোভিত কারু-খচিত চেপ্‌টা টুপি ভঙ্গীভরে ঝলমল্ করিতেছে ; আবার কাহারও খোলা মাথায় চিল প্রজাপতি উড়িব উড়িব করিয়াও, রসরঙ্গে পাখাচোথায় আবদ্ধ হইয়া উড়িতে পারিতেছে না। খোঁপারই বা রকম কত ? আরমানি, বিবিয়ানা, ফিরিঙ্গিয়ানা, পরচুলোয়ানা; আরও যে কত 'য়ানা', তাহা কে গণনা করিতে পারে ? কাহারও কাণে দুল, কাহারও বা এয়ারিং, গলায়

কাহারও সুস্পষ্ট দৃষ্টভাবে ঘড়ির চেইন ও ঘড়ি; চেইনে ঝুলিতেছে কাহারও লকেট এবং লকেটে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, ফুলহারে ও ফুলবাসরে মনোমোহনের মধুর ফটো! এ সকলের মধ্যে কেবল একটি মেম্বরীকে কিছু বিশেষ ভাবাপন্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি সেই অসভ্য কালের মত এখনও খালি পা, খালি গা, খালি মাথা, কস্তাপেড়ে শাড়ী ও শাঁখা হাতে বসিয়া রহিয়াছেন। আর যে অপূর্ব্ব বেশবৈচিত্র্য আমাদের ফিল্ডমার্সাল মহাশয়াতে, তাহা কথায় কি বলিয়া, বা কি বর্ণনা করিয়া শেষ করিব?—সে বেশ, যাহা একাধারে সহজ অথচ অতি বৃহৎ, সরল অথচ অতি গভীর, সামান্য অথচ অতি সাধারণ! তাঁহার পরণে সাদা শাড়ী, গায়ে গেলাপ, এবং ফিল্ডমার্সালের বেটনরূপে হাতে হীরাবাধান ক্ষয়িতাগ্র শতমুখী, মণিবন্ধে দোদুল্যমান; বামকরে একটি কৌটা, দেখিতে দিব্যপদার্থ তামাক পোড়ার দিব্যাধার রূপে প্রতীয়মান।

পার্লেমেণ্টের এখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং এই অবসরে মন্ত্রী এবং মেম্বরীগণের মধ্যে, আগে আসন অধিকারের হুড়াহুড়ি, তাহার পর কাহার ঘড়ি, কাহার চেইন বা গহনা ভাল, কে পোষাকের বস্তায় বড়াইবুড়ী সাজিয়াছে, কে পূর্ব্বরাত্রে কোথায় ছিল, কে কি করিয়াছে, কে কি খাইয়াছে, কাহার গৃহপতি রাঁধেন কেমন, কার্পেট বুনেন কেমন, বা কাজ করেন কেমন, সেই সকলের কথাবার্ত্তা ফুস্‌ফাস্ করিয়া চলিতেছে; কেহ চোক্ ঠারিয়া মুচ্‌কে হাসিতেছেন, কেহ অতর্কিতে আর একজনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন, কেহ বা ঠোঁট মুখ উল্টাইতেছেন, কেহ বা নাক সিট্‌কাইয়া অপর হইতে আপনার উচ্চরুচি ও উচ্চ প্রকৃতির পরিচয় দিতেছেন। এইরূপ চলিতেছে, অমনি মাঝে মাঝে এক একবার হুঙ্কার রবে হাসির গট্‌রা উঠিতেছে, আবার তাহা নিবিয়া যাইতেছে; আবার ফুস্‌ফাস্ করিয়া একথা সেকথা চলিতেছে। ইহার মধ্যে সহসা একবার একটু গোল হইয়া উঠিল। সবারই চোখ্ ও কাণ সেই দিকে ফিরিল, তখন শুনিতে

পাইলাম, মন্ত্রীবর্গের বেঞ্চ হইতে একজন রাগে গরগর করিয়া ফুলিতে ফুলিতে বলিয়া উঠিলেন,—"মর্ পোড়াকপালিরে! আমার যেন কেউ নেই, তাই পেয়ে বসেছেন; অমন করিস ত আমি এখনই মন্ত্রীগিরিতে রিজাইন দিব, আর কখনও হাউসে আসিব না।" সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, তাঁহার চোখ দুইটিও যেন কিছু ছল্ ছল্, টস্ টস্ করিতে লাগিল। আমারও দেখিয়া একটু দুঃখ হইল।

আমিও এই অবসরে রাজ্যের রাজন্যবর্গ কে কে, তাহার একটু পরিচয় দিয়া রাখি। বলা বাহুল্য যে, রাজ্য স্ত্রীতন্ত্র,—উহা আকারে যদিও অসভ্য জাতিদের সাধারণতন্ত্রের অনুরূপ। নিম্নে প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গের তালিকা দেওয়াগেল। অপরাপর ক্ষুদ্র-রাজন্যগণের তালিকা দিতে গেলে স্থানে কুলায় না।

প্রেসিডেণ্ট বা সভা-পত্নী

ঠিক-সম্মানার্হ শ্রীমতী মনোমোহিনী জোলা।*

ডিপুটী প্রেসিডেণ্ট বা সভা-উপপত্নী †

সম্মানার্হ শ্রীমতী মিস্ কামসুন্দরী দাস।

সেনা-পত্নী

জবরদস্ত শ্রীযুক্তা ফিল্ডমার্সাল পদীর মা।

* প্রেসিডেণ্টের একটু সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দেওয়া উচিত। ইনি বস্ত্রবয়নকারী ও জগতের আবরুদার মন্‌শারাম জোলার গৃহ উজ্জ্বল করিয়া কন্যারূপে অবতীর্ণ হয়েন। ছেলেবেলা হইতেই ইনি সুগঠন ও সুরূপের অধিকারিণী ছিলেন। ইঁহার শৈশবেই সেই পাড়াপড়শীর আঁদাড় পাঁদাড় ভ্রমণে আলা পালা ও চাল কলাটার অতর্কিত লাভ; সেই কোজাগরের ভুজোভিক্ষা ও বালক মিশালে হলুই গাওয়া, সেই শূকরবাচ্ছার সঙ্গে বিবিধ ক্রিড়া কৌতুক; সেই কটিবদ্ধ টেনা পাতিয়া পথিকের নিকট পয়সা আদায়: সেই নাকে পোঁটা ঝুঁটিমাথায় এবং নলি নলি পায়ের উপর টগর যেন পেট ঘুরাইয়া নৃত্য; এসকলে যে বুদ্ধিকৌশলের ছটা প্রকাশ পাইত, তাহাতে যে

† আদর করিয়া ইঁহাকে সকলে ছোটগিন্নী এবং কখনও প্রেসিডেণ্টকেও বড়গিন্নী বলিয়া ডাকে।

মন্ত্রীসভা।

প্রধান মন্ত্রী	মিস্ অবলা খাসনবিশ।
রাজস্ব মন্ত্রী	ভেনারেবল রামার মা।
বৈদেশিক মন্ত্রী	মিস্ কামিনী দাস।
স্বদেশিক মন্ত্রী	মিসেস্ পাঁচুমণি জলাপাত্র।
যুদ্ধমন্ত্রী	কর্ণেল চণ্ডিমণি গাঙ্গুলি।
যানমন্ত্রী	মিস্ ক্ষুদিরাম।
বচন মন্ত্রী	মিসেস্ পদ্মমণি সেন।
মন্ত্রীসভাধ্যক্ষ	মিস্ রেবেকা মজলিস্ কামিনী ঘোষাল।
শিক্ষা মন্ত্রী	মিস্ শ্যামাসুন্দরী লাহিড়ি।
স্ত্রীস্বত্ব মন্ত্রী	মেজর জেনারল দিনতারিণী মুখোপাধ্যায়।
দাম্পত্য মন্ত্রী	মিসেস্ হরমণি গুড়ে।
বেশভূষা ও নেত্রপানী ...	মিসেস্ পুঁটীমণি চাকী।

কেহ দূরদর্শী লক্ষ্য করিয়াছে, সেই তাঁহার ভাবী মহত্বের আভাস লাভে স্তম্ভিত, শঙ্কিত ও চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে। ;বয়সে যাহা হইবে, শৈশবেই তাহার ছায়া পাত হইয়া থাকে, একথা প্রকৃতই সত্য। কিন্তু হায়! অবোধ মন্‌শারাম কিন্তু তাহার কন্যাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই; নতুবা সে যদি ভাবী প্রেসিডেণ্টের উত্তরকালীয় ইতিহাসের খণ্ডেক টুক্‌রা মাত্রও সুণাক্ষরে টের পাইত, তাহা হইলে সে কখনই সেই স্বাধীনচেতা ও সভ্যতার আদর্শনায়িকা মনোমোহিনীকে, নিজের অপেক্ষা আরও অবোধ একজন জোলার করে বিবাহরজ্জুতে বন্ধন করিতে সাহস পাইত না। হায়! মানুষ কি অবোধ! এ বিবাহে যে থালির ভিতর হাতি পূরিবার চেষ্টা করা হইল, তাহা সেই মূর্খ মন্‌শারাম কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিল না। কিন্তু এ অসম্ভব কত দিন সম্ভবরূপে তিষ্ঠিতে পারে?—বিশেষতঃ যখন আলোকপ্রাপ্তা সভ্যতা সুন্দরী তাহার বাদিনী? যেমন মনোমোহিনী বয়স্থা হইলেন, অমনি

এই দ্বাদশ জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রীসভা অর্থাৎ ক্যাবিনেট-কাউন্সিল বসিয়া থাকে। এক্ষণে লিবারল দলের মন্ত্রিত্ব। কন্সারবেটিবেরা প্রতিকূলে রহিয়াছে।

ক্রমে হাউস সরগরম হইয়া উঠিল। মেম্বরীগণ সকলেই একে একে উপস্থিত হইয়া যাঁহার যে স্থানাধিকার করিয়া বসিলেন। হাউসের কার্য্য আরম্ভ হইল। হাউসের প্রথম কার্য্য, নিজেদের একজন বচনবাগীশ অর্থাৎ স্পীকার মনোনীত করা; তাহার পর প্রেসিডেণ্টের বেদী হইতে পার্লেমেণ্টের প্রতি প্রেসিডেণ্টের সংবাদ অর্থাৎ স্পিচ্ শুনা। দেখিতে দেখিতে বচনবাগীশ মনোনীতের মহাধূম পড়িয়া গেল, কিন্তু যাহোক

অধীনতাশৃঙ্খল কুট্ করিয়া কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন; আর যে অবোধ জোলা ধৃষ্টতাপূর্ব্বক তাঁহার বিবাহে মাতিয়াছিল, সে হাতে কাটা শিকলি লইয়া ভেকো হইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! বলিতে কি, সেই শুভক্ষণে মনোমোহিনীরও ভাবী গৌরবের সূত্রপাত হইল। এমন অসাধারণচিত্ত কখনই অধীনতাকে স্থান দিতে পারে না। এজন্য, তিনি বরাবরই স্বাধীন প্রেমের নেতা ও উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন, এবং এজন্য সাধারণ দলভুক্ত একজন উন্নতিশীল ভ্রাতার সাহায্যে ইনি কলিকাতায় আসিলেন। আসিবামাত্রেই পসার, যেহেতু আগুণ কদিন কাপড়ে ঢাকা থাকে? শেষে ইঁহার মনোমোহিনী আকর্ষণে ইঁহারি আলয় নিত্য নিরন্তর নির্ম্মল আনন্দের আকরস্থান হইয়া উঠিল এবং যখন যে ষ্ট্রীটে, যখন যে খানে থাকিলেন, তখন তাহাই ইঁহার তেজ ও প্রতিভায় হৈ হৈ রৈ রৈ করিত এবং কত পুরুষপতঙ্গ যে সে তপ্ত আগুণে বলি হইতে আসিত, তাহার কে ঠিকানা করিতে সমর্থ হয়? তাঁহার আর যত কীর্ত্তিকলাপ, তাহা এ সামান্য ফুটনোটে বর্ণনা করিয়া শেষ করা সম্ভবপর নহে; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইংরেজ রাজত্ব থাকিলে, অবশ্য ইনি এতদিন মহারাণী অথবা কে সি, এস, আই, খেতাব প্রাপ্ত হইতেন। সে কথা যাউক। তাহার পর যখন এ দেশে ভগ্নীতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হইল, তখন প্রেসিডেণ্টনিয়োগের আবশ্যক হওয়ায়, সকলেরই দৃষ্টি যে একদৃষ্টে মনোমোহিনীর উপর পতিত হইল, তাহা বলাই বাহুল্য এবং মনোমোহিনী নির্ব্বিবাদে প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হইলেন। দেখ, কি সামান্য অবস্থা হইতে ইনি কত উচ্চেই না উঠিয়াছেন? অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত লেখক যদি অনুগ্রহ করিয়া এ মহাত্মারও জীবনচরিত লিখিতেন, তাহা হইলে বচনাবর্ত্ত তাঁহার নিকট নিঃসন্দেহ চিরকৃতজ্ঞ থাকিত। যাহা হউক, তিনি যদি নাইই লেখেন, কালে ইহা আটকাইয়া থাকিবে না।

বিশেষ গোল হইল না; কারণ সকলেই দেখিলাম যে, একমতস্থ হইয়া মিস্ খেঁদী ম.নচটকককে বচনবাগীশের আসন প্রদান করিলেন।

বচনবাগীশ মহাশয়া আসনস্থ হইয়া, মেম্বরীগণের শপথ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একে একে মেম্বরীগণ কেহ নব-বিধানী, কেহ সাধারণী, কেহ ভগ্নী, ইত্যাদি বিধান অনুসারে শপথের কথা ঠোঁটে করিয়া বচনবাগীশের টেবিলের ধারে আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। হিন্দু ইহার মধ্যে একটাও দেখা গেল না; কেবল শাঁখাশাড়ী-পরা খালি-গা খালি-পা-ওয়ালা যে মেম্বরীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিল। তাহার খালি গা, খালি পা দেখিয়া অনেক মেম্বরীই মুচ্‌কে হাসিলেন ও কেহ বা মূর্চ্ছা গেলেন, কেহ কেহ বা হাহু-তাশ করিতে লাগিলেন; আবার কেহবা এ রাজ্যে এমন কুরুচি-সম্পন্ন অসভ্য মেয়েমানুষ থাকিতে পারে ও মেম্বরী হইতে পারে, ইহা ভাবিয়াই অবাক হইলেন। মেম্বরীটি দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল, চোখেও জল আসিল; এমন সময়ে বচনবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি হাউসের কার্য্য করিবার জন্য কি ধর্ম্ম বা কি নীতি অনুসারে শপথ গ্রহণ করিবেন?" মেম্বরী বলিলেন, "কেন? আমি হিন্দুর মেয়ে,আমার স্বামী কি বকেন, আর আমাকে তাই হতে বলেন। মাগো! আমি কি সে বাপ পিতামহ শ্বশুরশাশুড়ীর কুলধর্ম্ম ছাড়িতে পারি? আমি বাছা হাঁসফাস কাজকর্ম্ম জানিনে, আমাকে ক্ষ্যামা কর।" এই সকল কথা শুনিবামাত্র হাউসে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, একটা জাঁকার দিয়া হাঁসির গট্‌রা উঠিল, মেম্বরীটি ফ্যাবাতুড়ো খেয়ে ভেকো হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বচনবাগীশ তখন ধীর গম্ভীরস্বরে ওজন করা বিশমুনে কথায় বলিলেন, "আপনি চলিয়া যাউন, আপনার দ্বারায় হইবে না।" মেম্বরীটি কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইল ও ঘরমুখে

চলিয়া গেল। অনুসন্ধানে জানিলাম,ইহার স্বামীর চেষ্টা যে,ইহাকে একেবারে অত্যুন্নত করিয়া তুলেন, এবং সেজন্য শিক্ষানবীশের অবশ্যপ্রাপ্য চড়চাপড়টাও বাদ যায় না; কিন্তু তথাপি ইনি সাবেক দাঁড়া ছাড়িতে পারেন নাই। মেম্বরী হইবার ইহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, বা মনেও কখন প্রবেশ করে নাই। কেবল স্বামীর ধস্তাধস্তিতে মেম্বরী হইয়া আসিয়াছিলেন।

যাহোক, সোরগোল, হাসি, ঠাট্টা, টিটকারী এখনও চলিতেছিল। দূরীভূত মেম্বরীর স্বামী, তিনি আমাদেরই গ্যালারীতে বসিয়াছিলেন; দেখিলাম, তিনি পত্নীর রকম সকমে রাগে অভিমানে ফুলিয়া গর গর করিয়া, আস্ফালন করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন যে, তিনি বাড়ী গিয়াই এ বুনো পত্নীর পতিগিরি ছাড়িয়া দিয়া, কোন উন্নতমনা কামিনীর শরণাপন্ন হইবেন। এ মাগীটা এমন হতভাগিনী যে, আজি পর্য্যন্ত কিছুতেই সাবেক ধরণ ছাড়িয়া আপন সত্বাধিকারে রাজী হয় না; এখনও সে পরিজনের প্রতি দয়া মমতা করে, এখনও তাহার দৌরাত্ম্য হেতু পতি গৃহকর্ম্মাদি করিতে পান না, ইত্যাদি ইত্যাদি কত দুঃখের কথাই গৃহপতি মহাশয় বলিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সহসা ব্ল্যাকরড হাউসে প্রবেশ করিয়া "সুনিয়ম সুনিয়ম—সুনিয়ম," "সুরুচি—সুরুচি", "ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা" বলিয়া সাড়া দিতে লাগিল। অমনি সকল গোলমাল থামিয়া গেল; সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে প্রেসিডেণ্টের বেদীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট আর দুইজন সহকারী সহ সভাস্থ হইয়া প্রেসিডেণ্টের বেদী অধিকার করিয়া বসিলেন। ভাবে বুঝা গেল, এবার প্রেসিডেণ্টের সংবাদ কমিসনের দ্বারা পাঠ করা হইবে, তাই উপপত্নী মহাশয়া হইয়াছেন হেড কমিসনর, আর দুইজন তাঁহার সহকারী।

চারিদিক হইতে প্রেসিডেণ্টের খোঁজে, প্রেসিডেণ্ট? প্রেসিডেণ্ট? বলিয়া একটা রব উঠিল। কথা ছিল, প্রেসিডেণ্ট

নিজে পার্লেমেণ্ট খুলিবেন ও নিজে স্পিচ্ দিবেন; তাই এখন সকলে প্রেসিডেণ্টকে না দেখিয়া, কেন তিনি আসেন নাই, তাহার কৈফিয়ৎ তলবসূচক চীৎকার করিতে লাগিল।

চিৎকারের উত্তরে মিস্ ক্ষুদিরাম উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়ারা এত উতলা হইয়া চীৎকার করিবেন না, প্রেসিডেণ্ট পীড়িত।"

ইহা শুনিয়া রাজসুমন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "ষাইট ষাইট, ক্ষুদি! অমন কথা কি বলিতে আছে? সোনার বাছাটুকু হয়েছে, তার এত বয়সে; সুখে থাক্, আহা সুখে থাক্; অমন অমঙ্গলে কথা কি বলিতে আছে?" নব্য মহলে "ষাইট্" শুনিয়া একটা হাসির গট্‌রা পড়িয়া গেল। কেহবা একটু ব্লস্ করিলেন, আর্থাৎ রক্তিমা রাগে লজ্জিত হইলেন।

এমন সময়ে ডিপুটি প্রেসিডেণ্ট রূপার ঘণ্টানিন্দিত সুস্বরে ও জলদগম্ভীরে বলিতে লাগিলেন ;—

"আপনারা উতলা বা আশ্চর্য্যান্বিত কিছুই হইবেন না। মাননীয়া সভাপত্নী মহাশয়ার মহত্ত্ব, সত্ত্ব ও তত্ত্ব কে না অবগত আছেন? তাহা খুলিয়া বলিতে যাওয়া পুনরুক্তি মাত্র। তিনি আমাদের গুলঞ্চলতা! একদিকে স্ত্রীরাজ্য ও প্রিয় প্রণয়ের কুট-কচালরূপ পিত্তনাশক; আর দিকে মিস্, গুলঞ্চের ন্যায় মাটিতে শিকড় না নামাইলেও কেবল গাছের শাখায় শাখায় মাত্র ভ্রমিয়া বিনা অবলম্বনে পুষ্পফলে শোভান্বিত হইয়া থাকেন। (উপপত্নী চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার এ রসিকতা-শালী উপমায় কেহ হাসিতেছে কি না; কেহই হাসিল না দেখিয়া তখন স্বর বদ্‌লাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন,) অবশ্যই এ হাসিবার সময় নহে, বিদ্রূপের সময় নহে, রসিকতার সময় নহে; ইহা আমাদের কাঁদিবার সময়, আত্মধিক্কার দিবার সময়। বারেক মনে করিয়া দেখুন সকলে, (শুন, শুন) এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ভ্রাতা জাতির রাজ্য থাকায় ভগ্নী লোকদিগ্-

কেই বরাবর ঘৃণিত প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহার পর যখন আমাদের এ রাজ্য স্থাপিত হইল, তখনও সে বিষয়ের কোন নিষ্পত্তি বা এ পর্য্যন্ত আইনকানুন আমাদের করা হইল না। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট মহাশয়া আজিকে যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, সে কেবল খৃষ্টানদের যিশুর ন্যায় সাধারণের উপকারার্থে আত্মবলি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভগ্নীলোকের অমনোযোগিতা হেতু ভগ্নীলোকের জন্য আজিও যে কি কষ্ট তোলা আছে, তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা আমাদিগের, বলিতে লজ্জা হয়, তাহা আমাদিগের নিজেরই অমনোযোগিতার ও আলস্যের ফলস্বরূপ, এবং তিনিই যখন আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ, তখন এ আত্মবলি হওয়া তিনি নিজ দেহেই অনুষ্ঠান করিয়া কি অপরিসীম মহত্বই না দেখাইতেছেন! কিন্তু যেমন এক দিকে তাঁহার পক্ষে অপরিসীম মহত্ব, তেমনই আবার অন্য দিকে উহা আমাদের পক্ষে অপরিসীম লজ্জার বিষয় হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে কোন চিৎকার বা কথা কওয়ার অপেক্ষা, অধোবদন করিয়া থাকাই আমাদিগের পক্ষে বিধি। সেজন্য আমি প্রস্তাব করি যে, এ বিষয়ে যেন এ পার্লেমেণ্ট, উপযুক্ত আইন কানুন বিধিবদ্ধ করিয়া ভগ্নীদিগের এ ঘৃণিত যন্ত্রণা এবং তাঁহাদিগের রাজকার্য্য আলোচনার পক্ষে দারুণ প্রতিবন্ধকতা দূর করেন। (খুসি! খুসি!) এক্ষণে আপনারা একটু থামুন, আমি স্পিচ্ পাঠ করি;—

"প্রেসিডেণ্টের সম্বাদ।"

"পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসকল যদিও এখনও অসভ্য এবং তাহারা ভ্রাতা জাতীয় রাজার দ্বারা যদিও এখনও শাসিত, তথাপি তাহা-

দের লইয়া মানাইয়া চলিতে হয়। তাহাদের সঙ্গে আমাদের একরূপ ভাল ভাবেই চলিতেছে বলিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সভ্য করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাও আশানুরূপ ফল ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"পুরুষদমনে গত বৎসর কিছু গোলযোগ হইয়াছিল এবং কতকগুলি তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহীও হইয়াছিল। যাহা হউক, সত্বরেই তাহাদের দমন করিয়া ফেলা হয়। ভবিষ্যতে আর যাহাতে এরূপ হইতে না পায়, সে জন্য কাহার সর্ব্বনাশ করিলে এবং স্বাধীনতা হরিলেও কেমন করিয়া তন্ত্রাবন্তের কারক ও হারকের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার উদ্রেক করাইতে হয়, তাহা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে দুই জন ভগ্নীকে পাঠান হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক জনকে সেখানে তাহারা ছাড়িয়া দেয় নাই। ইংরাজেরা আপন দেশ সুসভ্য করাইয়া লইবার আশায় তাঁহাকে তথায় রাখিয়া দিয়াছে; তিনি এখন খৃষ্টান্ হইয়া তথাকার ভগ্নীগণকে সংস্কৃত পড়াইতেছেন এবং এমন আশাও আমাদিগকে দিতেছেন যে, অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি,—শেষে দেশে আসিয়া বিধবা বিদ্যালয় খুলিয়া অসভ্য হিন্দুদের মধ্যে বিধবা উদ্ধার করিতে থাকিবেন। সে যাহা হউক, ইহা আমাদের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে যে, আমাদের একজন ভগ্নী হইতে এমন একটা বিশালরাজ্য সভ্য হইয়া উঠিবে। যে একজন ভগ্নী ফিরিয়া আসিয়াছেন, আশা করি, আমাদের যে কিছু পুরুষদমন বিষয়িণী কার্য্য, তাহা একা তাঁহার সাহায্যেই নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে।

"গত বৎসর হিন্দুধর্ম্মের কিছু বাড়াবাড়ী হইয়াছিল; বক্তৃতা লেক্‌চার ও ধর্ম্মব্যাখ্যার জ্বালায় অস্থির! একজন সভ্য ভ্রাতা অর্থাৎ রমেশচন্দ্র দত্তের বাঙ্গালা ঋগ্বেদ প্রচার হওয়ায়, তাহার অনেকটা সমতা সাধিত হইয়াছে ও হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন-স্রোতেও তজ্জন্য এখন অনেকটা ভাটা পড়িয়া গিয়াছে! বলিতে

কি, সভ্যই হউন আর ভব্যই হউন, তথাপি একজন ভ্রাতার দ্বারা যে এমন কঠিন দুষ্কর কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণাই ছিল না। ফলতঃ দত্ত ভ্রাতা যাহা করিয়াছেন, তাহা যে কোন ভগ্নী করিলে তাঁহার পক্ষেও উহা গৌরবের বিষয় না হইতে পারিত, এমন নহে।

"আমি সভাপত্নী, আমার বিপৎপাতে সবাই বুঝিয়াছেন যে, রাজ্য এবং অধিকার যখন ভগ্নীগণের, এবং ভগ্নীগণ যখন নানা কার্য্যে ব্যাপৃত, তখন পৃথিবীতে নূতন জীব অবতারণ করার ক্লেশ ও ভার এখনও কেন ভগ্নীগণের উপরে চাপিয়া থাকে। কেবল গৃহকর্ম্মমাত্রসম্বল ভ্রাতাগণের উপরে উহা অর্পিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে হাউসের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া প্রার্থনীয়।

"আর আর জ্ঞাতব্য বিষয় এবং যে কিছু আইনকানুন এবারকার শেসনে পাস করার দরকার, তাহা মন্ত্রীবর্গের দ্বারা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইবে। সম্মুখে বসন্তকাল; কোকিল ডাকিলে, মলয়বাতাস বহিলে, কাজের বড় ব্যাঘাত হয়; অতএব আশা করি, আপনারা ইহার মধ্যেই এ শেসনের কার্য্য সমাধা করিয়া, স্বচ্ছন্দে বসন্ত হইতে আপনাপন বিষয় বিভব রক্ষায় যত্নবান হইতে পারিবেন।"

ভেনারেবল রামার মা বিরসবদনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা! আমার পোড়া কপাল! বসন্ত কি সকলের জন্য আসে গা?"

ডিঃ প্রেসিডেণ্ট রসিকতার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বলি, রামার মা! অত খেদ করিতে হয় কি? একটা চোখের সুখও ত আছে। আর তোমার মত উচ্চপদস্থাকেও যদি বসন্ত কষ্ট দিতে পারিল, তবে আমাদের এ রাজ্য না চালানই উচিত!—"

(পুনঃ একটু চোখ ঠারিয়া) "বলি, বসন্তরও ত ঘরকন্না আছে, ক্ষিদে আছে;—"

রামার মা।—(হাসিতে হাসিতে) আছে বৈকি।

ডিঃ প্রেসি।—তা মেদিনী দাড়িম্ব না পেলে খায় কি, দাঁড়ায় কোথা? (ভঙ্গীপূর্ব্বক) মর মাগি, তোরও যখন ছিল, বসন্তও কোন্ তখন তোর ঘরে অতিথি না হতো।"

রামার মার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। ভাব বুঝিয়া বচনবাগীশ "সুরুচি, সুরুচি"।

ডিপুটি প্রেসিডেণ্টের চুটকি ঠোকর, সুতরাং সহজেই সকল ঠাণ্ডা হইয়া আসিল।

আমি ডিঃ প্রেসিডেণ্টের সুললিত বক্তৃতা পাঠ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "কেন? ডিঃ প্রেসিডেণ্ট কি কম বিদ্বান, তৃতীয়ভাগ চারুপাঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন! বিশেষ এ স্পিচ্ মন্ত্রীবর্গের লেখা, তাহাদের মধ্যে একজন গ্রাজুয়েট আছেন যে।"

সকলে বেদী হইতে স্পিচ্ শুনিয়া যে যাহার স্থানে যাইয়া বসিলেন। একটু পরেই আজিকার রাত্রের মত হাউস ভাঙ্গিল। প্রেসিডেণ্টের সম্বাদের উপর বিসম্বাদ আর্থাৎ ডিবেট হইবে দ্বিতীয় বৈঠকে।

দ্বিতীয় বৈঠক।

সম্বাদে বিসম্বাদ।

পূর্ব্ব বৈঠকে প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক পার্লেমেণ্টের প্রতি সভাপত্নীর সম্বাদ পঠিত হইলে পর, সম্বাদে বিসম্বাদ করিবার জন্য, যে যে প্রতিকুলা মেম্বরী নুটিস বহিতে নুটিস জারি করিয়া রাখিয়াছিলেন; অদ্য বচনবাগীশ মহাশয় কেদারা গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই, নুটিসবহি দৃষ্টে নুটিসজারিকারিণীদিগকে একে একে তলব দিতে লাগিলেন।

কিন্তু তলব দেওয়ার কার্য্য বচনবাগীশ মহাশয়া বড় একটা নিষ্কণ্টকে সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। লুটিসজারিকারিণীগণ সকলেই সমান ব্যাগ্র, সকলেই সমান উগ্র ও সকলেই সমান উন্মুখ; সুতরাং ইনি 'আগে আমি বলিব,' উনি 'আগে আমি,' তিনি 'আগে আমি,' এইরূপে সবারই "আগে আমি" লইয়া মহা গোলযোগ বাধিয়া গেল। চোখ্ কাটাকাটি, চোখের জল ফেলা ফেলি, ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়িরও কিছু মাত্র কমি রহিল না। যাহাহউক, শেষে বচনবাগীশ মহাশয়ার "সুনিয়ম" "ঠাণ্ডারই" জিত হইল। তখন জয়লব্ধে মহোল্লাসিত প্রথম লুটিসজারিকারিণী, প্রতিদ্বন্দ্বীগণের প্রতি কটাক্ষ পূর্ব্বক হেলিতে দুলিতে নয়ন ঠারিয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া মধুর হিল্লোলে কঙ্কণ ঝণৎকারে হাতনাড়া দিয়া, তিত্তিরবিনিন্দিত তারস্বরে বলিতে লাগিলেন;—

সম্বাদে প্রথম সংস্করণ।

মিস্ কামেশ্বরী মদক।—বচনবাগীশ মহাশয়া! আমি সম্বাদের উপর এই সংস্করণ প্রস্তাব করি। হাউস অতি দুঃখিত হইলেন যে, আমাকে মন্ত্রীগিরি দেওয়া হইবে বলিয়া, আমি মেম্বরীবাছুনীর সময় একটিবারও তাঁদের নামে মুখ খুলি নাই এবং আমি যাই মুখ খুলি নি, তাই না ওঁদের জিত হলো?—আর আমি এখন হ'লাম "পার হয়ে—কি বলে তাই?"

মিস্ ক্ষুদিরাম।—বচনবাগীশ মহাশয়া, এখনও খোলাতাড়ু বিভাগ খুলিতে আমাদের কিছু বিলম্ব, সুতরাং আরও কিছুদিন মেম্বরী মহাশয়াকে মনের দুঃখ মনেই মাটি করিতে অনুরোধ করা হয়। (মন্ত্রীবর্গের বেঞ্চ হইতে হাসির হাততালী ও "খুসি, খুসি"।)

রামার মা।—বলি ও কামি! বলি তুই না কাঁসারবাটী (কনসারবেটিব), হ্যাঁলা, তুই লেবুর দলে (লিবারল) মিশ্‌বি কি ক'রে? কলুঙ্কে উঠ্‌বি যে?"

মিস্ কামে।—দেখ, দেখ,—সবাই শোন,—এখনও বলছি ভাল—।

জনৈক অনুকুলা লিবারল মেম্বরী।—কামী মিছে কি বলেছে, আমিও ওদের আর ভোঁট দেব না। ওরা অমনি নেমক-হারামই বটে; মুনির (প্রেসিডেণ্ট মনোমোহিনী) যখন পেট্, কত রাশি রাশি কুলচুর দিলাম, আচার যোগালাম, দিতে দিতে আমার হাত ক্ষয়ে গেল,—তা তখন বলেছিল, আমার ছেলের একটু চাকরী—।

চারিদিক হইতে অমনি মহারবে সোরগোল, চিৎকার,—“ছেলে! ছেলে!! ভগ্নীভায়ের দেশে ‘ছেলে’ আবার কি?

সকলেই ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত!

২য় কাঁসারবাটী মেম্বরী।—ছি! বল্‌ব কি দুঃখের কথা, সেদিন আমিও পদীরমার পদীকে কত ঘটা করে সাধ দিলাম, তখন বলেছিল আমাকে রাণী কোর্ব্বে; আর কি সে কথা এখন মনে থাকে? ও সর্ব্বনাশীদের অমনিই রকম, গলা থেকে উলে গেলে আর কিছু মনে থাকে না।

৩য় মেম্বরী।—ওমা তাইত, বটেই ত গা, হ্যাদে উপপত্নী মাগী আমার বারাণসী থান ধার ক'রে প'রে প'রে মাটি করিল। বলেছিল, ঘরে বসলে আমাকে রায়বাহাদুরণী করবে।

প্রধান মন্ত্রী দেখিলেন বেগতিক, ক্রমেই গড়াইতে চলিল! তখন বচনবাগীশের দিকে তাকাইয়া বলিলেন।—‘এসকল বেনিয়ম গোলযোগের প্রতি বচনবাগীশ মহাশয়ার চিত্ত আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।’

বচন।—“সুনিয়ম” “সুনিয়ম”। মেম্বরী মহাশয়াগণ নিয়মিত পথ ছাড়িয়া আপথে গিয়া পড়িতেছেন। উহাকে বিসম্বাদ বলে না। আর উহা চলিতে দেওয়াও যাইতে পারে না।

অনেক বচন একত্র হইয়া।—পারে না বৈ কি?

বচন।—সার্জ্জন!

সার্জ্জনের নাম শুনিবা মাত্র, নামের গুণে সকলেই আতঙ্কে জড়শড়, সকল গোলমাল নিমেষে থামিয়া গেল।

সম্বাদে দ্বিতীয় সংস্করণ।

মিস্ দুলালী ঘণ্টা।—বচনবাগীশ মহাশয়া, আমি সম্বাদের উপর এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তাব করি। হাউস অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন যে, যখন এমন গুরুতর বিষয়ও সম্বাদ হইতে উপেক্ষিত, তখন হাউস শাসনসমিতির উপর আর নির্ভর করিতে সমর্থ হইতে পারেন কি করিয়া। রাজ্য ভগ্নী-গণের, অধিকার ভগ্নীগণের, প্রভুত্ব ভগ্নীগণের, তথাপি দেখ ভগ্নীগণের আশ্রয়পালিত পুরুষগণের "পতি" খেতাব পরিবর্ত্তন করিবার কোনই প্রস্তাব সম্বাদ মধ্যে দৃষ্ট হইল না (সপক্ষ হইতে "শুন শুন")। ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? দেখ, পুরুষগণ সকল বিষয়েতেই ভগ্নীগণের মুখাপেক্ষী। অসন, বসন, সকলই; বলিতে কি, তাহারা ভগ্নীগণের তুলনায় এতই হেয় যে, ভগ্নীগণ এমন কি, আগে ডাকিয়া তাহাদিগকে সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করেন না। এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ দিতে চাহি না, কেবল এই পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট যে, ভগ্নী কেহ পুরুষের প্রতি চাহেন না, যদি চাহেন ত ঘোমটার ভিতর বা অতি সঙ্গোপনে, কেহ টের না পায়; আর পুরুষ? কোন ভগ্নী দেখিলেই রাক্ষসের মত হাঁ করিয়া তাকাইতে থাকে, চোখের পল্লব পড়ে না, বাসনা অবশ্যই কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভ। যে কোন বিষয়ের প্রার্থনা বা প্রস্তাবনা, দেখ ভগ্নীতে কখন আগে করে না, সাধিয়া মরে পুরুষে। বিবাহ চুক্তিতে ভৃত্য রাখিতে হইলেও ভগ্নীতে কখন খুজিয়া বেড়ায় না, খুজিয়া মরে পুরুষে; এবং মুনিব স্থির হইলে, তখন বসন ভূষণ কত কি দানে তবে তাহাকে সম্মত ও খুসি করিতে আইসে কে?—পুরুষ। এক

কথায় চোখের কোণে চাহিলে যারা জীয়ে, নতুবা মরণ ধ্রুব; ভগ্নীপদ সেবা করিতে পাইলে যাহারা সাতপুরুষে বর্তিয়া যায়, যাহাদের দেবতা পর্য্যন্ত ভগ্নীপদ বুকে পাইয়া চরিতার্থ আকারে শায়িত, এমন যে ঘৃণ্য পুরুষ, তাহাদেরই আবার পতি খেতাব আজিও পরিবর্ত্তন হইতে বাকী থাকে? ধিক্! ধিক্! ধিক— আমাদের শত ধিক!

সপক্ষ দল হইতে হো হো হাসি এবং খুসি। বিপক্ষ দল হইতে—"ঠং ঠং ঠন্‌ন। অমনি ঘণ্টামহাশয়া মুখ ফিরাইয়া— "কে লা?" ইত্যবশরে,—

মিস্ দিগম্বরী ঘোষ।—আমি ঘণ্টা দিদীর প্রস্তাবে দ্বিতীয় করি। ঘণ্টা দিদীবাবু যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, নিভাঁজ সত্য। পতি খেতাব যদি খালি খেতাবে মাত্র থাকিত, তাহা হইলে তত কথা কহিবার ছিল না। কিন্তু ঐ খেতাবের বলে উহারা দিন দিন এতই আস্পর্দ্ধান্বিত হইয়া উঠিতেছে যে, তাহা বলিবার কথা নহে। উহারাও খেতাবের মোহে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, উহারাও যে হোক কেহ "কেষ্ট—বিষ্টু"হইবে এবং সেই আস্পর্দ্ধায় মাতিয়া জাতীয় মহাসমিতি, বচনাবর্ত্ত এসোসিয়েশন, ভাগ্নের বচনাবর্ত্ত এসোসিয়েশন, মাদারী পঞ্চায়েৎ, ধর্ম্ম মহামণ্ডল, ইত্যাদি কত কি সভাসমিতি ও অনুষ্ঠান করিতেছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? তাহারা যদিও তারস্বরে সর্ব্বদা, এমন কি সময়ে অসময়ে সর্ব্বদা, গলা ফাটাইয়া চিৎকার করে বটে যে, তাহারা ভগ্নীলোকের নেহায়েত পরম ভক্ত, নিভাঁজ ভক্ত, ভগ্নীগণের পদপল্লব ভিন্ন তাহাদের ধ্যান জ্ঞান আর কিছুই নাই, এবং তাহাদের বাড়ীঘর যুড়িগাড়ী জীবনযৌবন সমস্তই ভগ্নীলোকের প্রীত্যর্থে; তথাপি আমার তাহাতে কিছু মাত্র প্রত্যয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয় না। এতটা করায় যেন কিছু সন্দেহ সন্দেহ হয়, যেহেতু কথায় বলে, অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ। আর না হয় ধরিলাম প্রকৃতভক্ত, তাহা

হইলেই বা এতটা ঢাক বাজান কেন? যদিও আমাদের তোষার্থে, তবু আমাদেরই তত ঢাক বাজানয় গা যেন ন্যাকার ন্যাকার করে। রবে কাণ ঝালাপালা হয়,—বলি পোড়াকাপালেদের ঢাকের কাটি দুটাও কি ক্ষণেকের জন্ম হারায় না গা? আবার শুনিতে পাই নাকি, শুনিবই বা কেন,দেখিতেই ত পাই—হাসিও আসে দুঃখও ধরে,—তাহারা নাকি ভগ্নীচরিত্রের অনুকরণ—কেহ কেহ এমন কি ভগ্নীবেশও ধরিতে আরম্ভ করিতেছে। (সরোষে) কি আস্পর্দ্ধা! কি আস্পর্দ্ধা! সত্য সত্যই তবে এতদিনের পর ভগ্নী-অগ্নিতে পুরুষপতঙ্গ দগ্ধ হইতে চলিল! অথবা তাহাদেরই বা দোষ দিব কি? মেম্বরীগণ শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন, হাউস শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, আমাদের মন্ত্রী সভাই তাহাদের প্রধান প্রশ্রয়দাতা। শুনিতে পাই নাকি, মহা জাতীয় সমিতিও এসোসিয়েশন প্রভৃতির মেম্বরদিগকে আবার শাঁখাশাড়ী প্রভৃতি দিয়া এয়ো করিয়া আদর বাড়াইবেন! (হাউসে মহান্ আশ্চর্য্য প্রকাশ ও মন্ত্রীবর্গের বিরুদ্ধে নানারকম কিলিবিলি ও কলরব)। মেম্বরীগণ, দুই একটা পুরুষ না হইলে কাহারই ঘর চলেনা সত্য, কিন্তু এখন যে দিনকালের গতিক হইতে চলিল, তাহাতে দুই একটা পুরুষ প্রতিপালন করিতে গিয়া আপন ঘরে আপনি চোর না হইলে বাঁচি; ভগ্নীসত্ত্ব, ভগ্নীবৃত্তিতে শেষে বঞ্চিৎ না হইতে হয়! (হাউসে মহা হুলস্থূল)।

আরও অনেক মেম্বরী সপক্ষে বিপক্ষে নানাজনে নানা বক্তৃতা করিলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে বচনবাগীশ মহাশয়া হাউস থামাইলে, তখন স্ত্রীসত্ত্বমন্ত্রী মেজর-জেনারল দীনতারিণী প্রত্যুত্তর দিবার জন্ম যেই উঠিলেন, অমনি মন্ত্রীদলের বেঞ্চ হইতে হাততালির "চট্‌চটা" ও "খুসির" ঘটা।

মেজর জেনারল দীনতারিণী।—(একটু মুচকে হাসিয়া) রঙ্গিণীগণ, একটু থাম। এই যে দুইজন মেম্বরী যাহা প্রস্তাব করিলেন ও দ্বিতীয়িলেন, তাহাতে কিছু মাত্র আশঙ্কার বিষয়

নাই। ছুলোদিদী ঠিকই বলিয়াছে যে, একটু তু করিলে যাহাদের লেজনাড়া থামাইতে ছুদিন যায়; একটু চোখের কোণে চাহিলে হাত বাড়াইয়া যাহারা স্বর্গ পায়; অথবা পৃষ্ঠদেশ যাহাদের সহস্র বিনামা বিঘট্টিত হইলেও, বারেক আদরের থুঁথ্নি ধরিবা মাত্র যাহারা আহ্লাদে গলিয়া যায়; অথবা এ পদপঙ্কজ দৃষ্টে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" রবে যাহাদের শতেক মাথা ঢুসোঢুসিতে ফাটিয়া চৌচির হয়; আ মরি, তাহাদের হ'তে আবার ভয়! তাহারা সত্য সত্যই আমাদের প্রসাদভিখারী এবং (নিজের পা দেখাইয়া) এইই রাঙাপদে তাহাদের গয়াগঙ্গা। বিশেষতঃ যাহাদের দৌড়ের সীমা মিমোরিয়াল লেখা; মুরদের সীমা এসোসিয়েশন খোলা; আর বারেক মুচকে হাসিয়া চোখ ঠারিলেই, যাহাদের একের উপর আর কে গুপ্তচর, একের শত্রু আর, একের দ্বারা আরকে ডুবান, একের দ্বারা আরের সর্ব্বনাশ, সকলই সাধিতে পারা যায়; ভেদ করাইতেছি বুঝিয়াও যাহারা ভেদ হয়; শত্রুতা করাইতেছি জানিয়াও যাহারা আপন পৃষ্ঠবলকে আপনি শত্রু করিয়া তুলে; স্বার্থে যাহারা মূর্ত্তিমান কলি; আর সর্ব্বোপরি, উপাধিরূপ চরণধুলা মাথায় দিলে যাহাদের জ্ঞানগোচর থাকে না, আপনাপনি কাটাকাটি করিয়া নির্ম্মূল হইতেও কুণ্ঠিত হয় না; তাহাদের হ'তে যাহারা ভয়ের গণ্ডা গণে, আমি বলি, তাহারা নিশ্চয়ই আপন স্ত্রীসত্ত্বের মর্ম্মানভিজ্ঞ।

তবে তাহারা হাউ মাউ অনেক করে সত্য এবং তাহার জন্য ভগ্নীলোকের নিদ্রার কিছু ব্যাঘাত হয়, তাহাও বুঝি; কিন্তু সেই সঙ্গে মন্ত্রীসভাকেও সে পক্ষে চেষ্টাশূন্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। ছোটগিন্নী মহাশয়ার প্রসাদের গুণ কি আপনাদের সকলের জানা নাই? দেখুন দেখি বারেক চাহিয়া, ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ও ধর্ম্মমহামণ্ডলীর প্রধান পাণ্ডাটীকিদার গুরুর প্রতি তাঁহার আঁস্তাকুড়ত্যাক্ত প্রসাদী ভাত যেই দুটো ছিটান গিয়াছে, আর অমনি

তাহারা আমাদের প্রতি সকল দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, দেখনা কি খাওয়া-খাওয়ি,—কে দুটা ভাত বেশী খুঁটিয়া পাইয়াছে, কে কম পাইয়াছে, ইহা লইয়া আপনাপনির মধ্যে ঘোর বিবাদ বাধাইয়া দিয়াছে। হাসিবার কথা! উহারই মধ্যে আবার রাহু-কেতুবং বিদলে একজন আসিয়া দুই একটা কেবল খুঁটা নয়, কিছু বেশী খুঁটিয়া লওয়ায়, সকলে মিলিয়া, কি তামাসা, তাহার উপর কতই না রুখিয়াছে। বলিতেছে, 'বেলি, হাঁরে বাল্লিক, তোর বাড়ী নয় বচনাবর্ত্তের পুণ্যনগরে, তুই উড়ে আসিয়া যুড়ে বসিস্?' উপাধির টোট্‌কাও ইহাদিগকে কিঞ্চিৎ দেওয়া গিয়াছে এবং ধরিয়াছেও মন্দ নহে। টোট্‌কাটা?—মহাচতুষ্পদাচার্য্য!

জনৈক মেম্বরী।—খেলাতটিও দিব্য উপযুক্ত হইয়াছে, এখন হাতে কেবল খান দুই তিন খানার ডিশ দিলেই মানানটা সম্পূর্ণ হয়।

মেজর।—আর এসোসিয়েশনারির মেম্বরগণের ভগ্নীত্ব অনুকরণ দৃষ্টে কাহাকে ভয় পাইতে দেখিলে, আমার বাস্তবিকই বড় হাসি পায়। ভয় নাই, ভয় নাই ভগ্নীগণ, তাহারা তোমাদের ভগ্নীসত্ব বা ভগ্নীবৃত্তিতে বাধা জন্মাইতে পারিতেছে না;—তাহারা ভ্রাতৃত্ব হইতে অনেক উন্নত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভগ্নীত্বে আসিয়া যে আজিও পৌছে নাই, সে পক্ষে তাহাদের কাছাকোঁচা ও দাড়িগোঁপ আজিও বজায় থাকিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আরও কি খুলিয়া বুঝাইতে হইবে, তাহারা উন্নতি পর্য্যায়ের কোন্ খানে?—তাহারা ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যস্থানাধিকারী জীব! এই স্থলে আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যাহারা ভ্রাতৃত্ব হইতে এতদূর উন্নতি করিয়াছে, তাহাদিগকে কি কোন সম্মান করা উচিত নহে? বিশেষতঃ যখন রাজ্য চালাইতে হইলে সবই করিতে হয়,—আপাত্রকে পাত্র, জ্ঞানীকে অজ্ঞানী, এক কথায় ঝোপ বুঝিয়া কোপ! তা বলিয়া ইহাও ভাবিও না যে, অতিরিক্ত কিছুতে যাইতেছি।

তাহারাও যেমন না ভ্রাতা না ভগ্নী, আমাদেরও তেমনি এয়োর আয়োজন,—কাণাকড়ির পেতে ও সিন্দূরের বদলে ধুলোপড়া। এ ধুলোপড়ার কতগুণ—শত্রুকে মিত্র দেখে; পীড়ককে পালক দেখে; বিনা অবলম্বনে আপন কথায় পাঁচ কাহন করিয়া নিরীহ মোটা হয়; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিলে মহাপ্রসাদ বলিয়া মানে এবং সর্ব্বোপরি, সকল ভুলিয়া আরও চোটে চাপটে মিমোরিয়েল লিখিতে শিখে! আর ভুয়ো পতি বা যে কোন খেতাবে যদি পাগল ভুলে, তাতেই বা তবে মন্দ কি? অতএব আয় দিদি! আর বিবাদে কাজ কি এত? এয়ো হলেই মিন্‌সেদের যদি রেয়োগিরি ঘুচে, তবে আয় বোন্, আয় সকলে, আমোদ ক'রে উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে সাজিয়ে দেখি,—নাদুস্ নুদুস্ নন্দদুলাল, পায়ে আলতা সিঁথেয় ধুলো, কাঁখে পেতে কোমরে শাড়ী, হাতে শাঁখা, দাড়ি গোঁপ উচু করিয়া যখন সারি সারি এসোসিয়েশন রুম উজ্জ্বল ক'রে বসিতে থাকিবে, তখনকার সে চিত্র—মরি মরি, তখনকার সে চিত্র, সে ছবি একবার মনে ক'রে দেখ দেখি, বালাই লয়ে মরিতে ইচ্ছা যায় কি না! ইহাতেও যদি কোন মেম্বরী না ভুলেন, এততেও যদি তাঁহার হৃদ্বোধ না হয়, তবে আর কি বলিব, তবে সে স্থলে তাঁহাকে বারেক বৃহৎ কেলে-হাঁড়ি বিদ্রোহের * কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

বৃহৎ কেলে হাঁড়ি বিদ্রোহের নামে সমস্ত হাউসই সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যাহা হউক, তথাপি আরও দুই চারিটা অন্য মেম্বরীকৃত বক্তৃতার পর, গবর্ণমেণ্টের একজন নেহাত বেরেওয়া প্রতিকুলা মেম্বরীর প্রস্তাব ক্রমে হাউসে ডিবিজান হইল। ডিবিজানে হাউস দ্বিভাগে বিভাগ হওয়ায় দেখা গেল, গবর্ণমেণ্টের দিকে ভোট বেশী। সুতরাং গবর্ণমেণ্টেরই জিত হওয়ায় সংস্করণ প্রস্তাবটি নষ্ট হইয়া গেল।

---

* বৃহৎ কেলে হাঁড়ি বিদ্রোহের বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

তৃতীয় বৈঠক।

মেজর লাবণ্যলতা ঘোষ।

সম্বাদে তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্যকার বৈঠকে সম্বাদের উপর তৃতীয় বিসম্বাদের ডিবেট হইবে।

আগে তৃতীয় সংস্কারের প্রস্তাবকারিণীর একটু পরিচয় দিয়া রাখি। ইহার নাম মেজর মিস্ লাবণ্য ঘোষ, গৃণেডিয়ার মিস্ রেজিমেণ্টের ইনি মেজর। যদিও লিবারল দলভুক্ত বটেন কিন্তু অত্যুন্নত সাম্প্রদায়িক। সংস্কারের নামে আল্‌গোচ এবং চলিত কোন বিষয়ই তাঁহার পছন্দ হয় না; তাঁহার ইচ্ছা, সমস্ত বিষয়ই তাঁহার মনোমত সংস্কারের দ্বারা সুমার্জ্জিত হয়। ইহাঁর নীতি অতি কঠোর; ভ্রাতা অর্থাৎ পুরুষজাতি সম্বন্ধে, এমন কি, কোন কথা পর্য্যন্ত কাণে শুনিতে নারাজ; অঙ্গ সংশ্রব ত দূরের কথা। তবে চাকুরী ও স্বদেশহিতৈষিতার খাতিরে পুরুষ সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ কাজ না করিলে নয়, তাই কেবল চোখকাণ বুজিয়া করিয়া থাকেন, এবং দেশের উপকারার্থে কি না, তাই আবার অতি আগ্রহ পূর্ব্বকও করেন; যেহেতু যখন করিতেই হইল, তখন আগ্রহের তাহাতে কমি হইলে উগ্র দেশহিতৈষিতা বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকিবে কেন?—সুতরাং সে কাজটা এই, যুদ্ধে যত পুরুষ বন্দী হয়, ইহাঁর চার্য্যে তাহার অনেক গুলি করিয়া রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং থাকার পক্ষে ফুরসতও প্রায় কম, কারণ যখনই খোজ লও, তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, তহবিলে দুই চারিজন মজুত আছেই আছে।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি, অভ্যুন্নতির কথায় ইহাঁর স্বদল বিদল জ্ঞান থাকে না; তাই আজিকে লিবারল দলভুক্ত হইয়াও, লিবারল গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে সংস্কার প্রস্তাব করিতে উদ্যত। ইহাঁর আরও একটা অহঙ্কার যে, সাধুভাষা ইহাঁর মত ব্যবহার আর কেহই করিতে জানে না। অতঃপর সংস্করণ প্রস্তাব,—

মেজর।—স্বগত সুস্বরে গত কল্য বিগত মেম্বরীগণ—

জনৈক মেম্বরী।—আ মর, বিগত কিলা ? তুই কেন বিগত হ'গে না।

মেজর।—(দৃক্‌পাত না করিয়া) গত—

অপর মেম্বরী।—আবার ?—হেদ্যাক্ লাবি !—

মেজরের গ্রহ্য নাই, পুনর্ব্বার।—"ভূতপূর্ব্ব—

তৃতীয় মেম্বরী।—হলো না, হলো না। (হো হো ও হাত তালী।)

এইবার মেজরের কিছু রাগ হইল, তবু কিন্তু বচন কচকচিতে মাতিলেন না। বিরক্তিতে "বিগতের" কথা ছাড়িয়া দিয়া অপন কথা ধরিলেন। "বচনবাগীশ মহাশয়া, আমি প্রস্তাব করি, পার্লেমেণ্টের দ্বারা ইহা তিরস্কৃত হউক যে, পৃথিবীর মধ্যে এতবড় সভ্য ভব্য সদ্বিদ্যাশালিনী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য আমাদের, এ হেন রাজ্যের কর্ত্তা হইয়াও প্রেসিডেণ্টের পেট! প্রেসিডেণ্টের উচিত ছিলনা, তিনি গর্ভধারণ করেন; আর যদিই ধারণ করিলেন, তবে উচিত ছিল পার্লেমেণ্টের শেসন যখন সম্মুখে, তখন তাঁহার এ সময়ে প্রসব না হওয়া। বিশেষ সুরুচির কি সবংশে নির্ব্বংশ, শুনতে অশ্লীল, দেখতে অশ্লীল, বলতেও—। (আর বাহির হইল না, অর্দ্ধসমাপ্ত মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কি জানি কেন, মিস্ অমনি ঘোর চিৎকারে এক লাফ দিয়া পপাত ধরণীতলে এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা।)

চারিদিকে অমনি হুতাসে ও ভয়ে হৈ চৈ বাধিয়া গেল।

সকলেরই শুকনা মুখ, দুড় দুড় করিয়া বুক কাঁপিতেছে, কাহারও মুখে আহা উহু, কাহারও মুখে কি হলো, আর সকলেই দলে দলে তাল পাকাইয়া লাবণ্যকে ঘেরিয়া দণ্ডায়মান।

কেহ একে হাঁকিতেছে, এ তাকে ডাকিতেছে, কেহ বা সাড়া পাইবার জন্য লাবণ্যকে ডাকাডাকি করিতেছে। লাবণ্যর কিন্তু মুখ পাঙাস্, সুদ্ সংজ্ঞা নাই।

এমন সময় গৌণের ভিতর লাবণ্যর হাঁটুর কাছে কি যেন একটা নড়িয়া উঠিল! তাহা, আর কেহ দেখুক আর না দেখুক রামার মার চোখ্কে কিন্তু ফাকি দিতে পারিল না। আর যায় কোথা, রামার মা তখন হাত নাড়িয়া গলা ছাড়িয়া—"ও পোড়াকপালি, এই লা তোর মিস্গিরী, তুই নাকি আবার পুরুষের নাম সইতে পারিস্নে, তুই আবার পেসিডেণ্টের পেট হয়েছে ব'লে পেস্তাব চড়াস্?—কে বলে রে ভগবান নেই!"

রামার মা যেন আমার নামে খেশারতের নালিশ না আনেন, আমি তাঁহাকে বলিতেছি না; তবে এই জগতের দস্তুর যাহা তাহাই বলিতেছি। এ সংসারে এমন কতকগুলি ভ্রাতা ও ভগ্নী আছেন, অথবা তাঁহাদেরই ভাগ পউনে ষোল আনা, যাঁহাদের আপন ছিদ্রের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই, কিন্তু পরছিদ্রান্বেষণে দৃষ্টি সর্ব্বদাই স্থির হইয়া আছে এবং অন্যের তিল পাইলে তাহাকে তাল করিয়া তুলেন; অথবা অনেক সময়ে বিনা তিলেও তাল হয়। তাহাদের কথা সত্য হইলে ও শুনিতে গেলে, এ জগতে সৎ ও সতী উভয়ই দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। পরকুচ্ছ, পরিবাদ ও কলঙ্ক রটাইতে এবং তাহাতে আমোদিত হইতে, লোকের যেন কেমন একটা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি এবং একবার রটিলে, আর তাহা নির্ব্বাণ হইতে চাহে না। অন্য দিকে কিন্তু সুখ্যাতির কথায়, হয় লোকের দৃষ্টি পড়ে না এবং পড়িলেও তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তবে কি না যে ঈশ্বর লোকের এই প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তিনিই বোধ করি লোকরক্ষার্থে এই সদুপায়ও

করিয়াছেন যে, কুচ্ছ পরিবাদ কলঙ্কাদি রটে যেম তিলে তিলে, যাহাদের নামে রটে তাহাদের বা তাহাদের আত্মীয় স্বজনের নিকট প্রায়ই কেহ বলিতে সাহস পায় না ইহাতেই যাহা কিছু রক্ষা, নতুবা কত দুর্ব্বলচিত্ত লোক যে বৃথা কলঙ্কের দায়ে আত্মহত্যা করিয়া মরিত, তাহার ঠিকানা নাই।

সে যাহাহউক, রামার মার এ দারুণ তর্জ্জন গর্জ্জনে সকলেরই নয়ন তখন লাবণ্য ছাড়িয়া রামার মার দিকে ছুটিল। শতেক গলা কাকুতি মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"ও রামার মা, ও কি গা, কি হয়েছে গা, তোর পায় পড়ি বল্ না, ও রামার মা বল্ না।"

উহারই মধ্যে অনেক বুদ্ধিমতী ও গম্ভীরবদনা মেম্বরী, রামার মার কথায় কথাটা অনুভব করিয়া বলিলেন, "হয়েছে ভাই, এখন শীঘ্র ধরা ধরি ক'রে পাশের কামরায় নিয়ে চল ; আর শীঘ্র একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ধাত্রী আনিতে পাঠাও।"

পরীক্ষোত্তীর্ণ ধাত্রীর নাম শুনিয়াই সকলের নাকে হাত! অবাক মুখে আর বাক সরে না! সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের একি বিষম দর্পচূর্ণ গা!

লাবণ্য পাশের কামরায় নীত। ঘরে টিপ্ টিপ্ করিয়া একটি মলিন দীপ জ্বলিতেছে। এমন সময়ে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ধাত্রী শ্রীমতী বিড়ম্বনা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া আসিয়া উপস্থিত। ইনি বিষম বিজ্ঞানাভিমানিনী মেডিকেলকলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ধাত্রীগণের আদর্শ। ধাত্রীজীর পূর্ণমাত্রায় ডিসেণ্ট ব্রাহ্মিকা বেশ, মুখে শতেক নুনের নৌকাডোবা গাম্ভীর্য্য, হাতে চুণ্ডী এবং পশ্চাতে আয়ার হাতে পকেট কেস্। টক্ করিয়া গাড়ী হইতে লাফ দিয়া দ্বিতীয় লাফে কামরার দুয়ারে হাজির।

ধাত্রী।—একি একি, ঘরে আলো! এত গোল! তোমরা কি রুগীকে খুণ কর্ত্তে বসেছ! আলো নিবোও, আলো নিবোও!

সুবাই বিশেষতঃ মিস্ গণ বিশেষ সশঙ্কিত, ভাবিল আলো জালিয়া না জানি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। তখন একটি গরিব দীপকে সংহার করিতে শতেক হস্ত উদ্যত। হুতাশে দীপটি আপনা আপনই নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

ধাত্রী।—তোমরা এখন একটু সরে দাঁড়াও, আমি রোগী-টিকে দেখি।

অনেকক্ষণ ধরিয়া বুকে পিঠে চুঙী দিয়া পরীক্ষা, তাহার পর হাল শ্রবণ, তাহার পর চিন্তা, তাহার পর জলদ গম্ভীর স্বরে "আপনারা কি কেহই কখনও প্রসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন নাই! হায়, বিজ্ঞান শিক্ষা না করার কি বিষময় ফল!"

উহারই মধ্যে যাঁহারা একটু ভব্য গোছের, তাঁহারা,—"মহাশয়াকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?—"

ধাত্রী।—স্ত্রীলোকের যে বিজ্ঞান শিক্ষার কি প্রয়োজন, ইহাই তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। এততেও যদি চৈতন্য না হয়, তবে আর দেশের মঙ্গলের আশা কোথায়?

জনেক।—ধাইদিদী, কি হয়েছে, তা আগে বলনা ভাই।

ধাত্রী।—আপনি দেখ্ছি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা কওয়ার ধরণ ধারণ কিছুই জানেন না, আপনি কি বিজ্ঞানের কথা কিছু বুঝিতে পারিবেন?

দ্বিতীয়।—যাক, হ্যাগা বাছা, দুটো দুঠাঁই হবে ত? আহা মা দুর্গা করুণ তাই হোক।

ধাত্রী।—(ঈষৎ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া) সে কি গো, মা দুর্গা আবার কে গা বাপু! ঈশ্বর আছেন কি না তারই ঠিক নাই, আবার মা দুর্গা! তোমরা ত বড় অশিক্ষিতা।

তৃতীয়।—তা হই হব অশিক্ষিতা, কি হয়েছে তা তুমি এখন বল না, অত ধানাই পানাই কেনরে বাপু।

ধাত্রী।—রাগ কর্ব্বেন না। আপনাদের মধ্যে কেহ কি কখ

প্রসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন নাই। হায়! তা হলে কি আর এতটা হতে পেত?

চতুর্থ।—প্রসব হব না কেন গো, হাজারবার হইচি; এখন খুলে বলনা, যা বুঝতে পারি।

ধাত্রী।—ওহো, তবে নাকি বহুদর্শনে কাজ হয়, মিথ্যা কথা! বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই, তবে ত।

পঞ্চম।—(বৈজ্ঞানিকতার প্রতি নির্দ্দয় বিদ্রূপে) হ্যাঁগা ধাই মা—

এইবার কিন্তু ধাত্রীজী অসম্মানিত বোধে বিষম চটিলেন। বারম্বার "ধাই" "ধাই মা" কত সহ্য হয়! কিন্তু এ দিকে আবার অনেক কালের পরে একটা ডাক, বিজিটের লোভও ছাড়িতে পারেন না। কাজেই তখন মনের জ্বালা মনে মারিয়া, উহারই মধ্যে একটু নরম-গরম স্বরে বলিলেন।—

ধাত্রী।—ধাত্রী বোলবেন না, ধাত্রী কে? ডাক্তার চাটুর্য্যী আমি, আপনারা কি তাও জানেন না?

জেনারল জয়মণি।—না, তা জানিনে; নিয়ে আয় ত ঝাঁটা, অমনি বল্‌বে? মর, মাগীর ঢং দেখ। উনি আবার ধাই নন, ডাক্তার চাটুনাটু।

জেনারল জয়মণির দাপে ধাত্রীজীর স্বর এবার একেবারে নরম হইয়া পড়িল।

ধাত্রী।—আপনারা ব্যাস্ত হবেন না। কেস্‌টা হয়েছে বড়ই শক্ত। বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকৃলে এখনই বুঝতে পাত্তেন। বিষয় বড়ই গুরুতর। অত ব্যাস্ত হলে, অত গোল করিলে কি কাজ হয়, উল্টে আরও খারাপ হয়ে যায়। এ কত ভাবতে হয়, কত চিন্তুতে হয়, তবে ত। ভাল, আপনাদের শুন্‌তে যদি এতই ইচ্ছা, অতি সাবধানে স্থির হয়ে শুনুন, গোল ক'ল্লে কাজ হবে না।

সকলে তখন একটু অপ্রতীভ হইয়া নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ। মাছিটি নড়ে ত তাও শুনিতে পাওয়া যায়।

ধাত্রী।—আপনারা শুনুন, ইনি যে পূর্ণগর্ভা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পেট হতে যখন ছেলেটি আপনা হতে বেরিয়ে এসে পায়ের কাছে নড়িতেছিল, তখনই অমনি কেহ সাহসী হয়ে যদি পা ধরে টেনে বার করে ফেলিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর কোনই গোল থাকিত না। অথবা আপনারাই বা তা কি করে পারিবেন, আপনারা সকলেই বিজ্ঞানে অশিক্ষিতা। ছেলেটি বেরিয়েছিল বেশ, কিন্তু দোষ ঘটেছে এই, গৌণের মধ্যে ছেলেটি কাকেও না দেখতে শুনতে পেয়ে আবার পেটের ভিতর গিয়ে ঢুকে পড়েছে। একবার বাহির হয়ে আবার পেটের মধ্যে ঢুকে পড়লে আর বাহির করা বড় শক্ত। তাই বলছি, কেস্‌টা বড়ই বিষম হয়েছে। বিজ্ঞান—।

জেনারল জয়মণি।—নিয়ে আয় ত মুড়ো ঝাঁটা, ও পোড়া-কপালি, এই তোর বিজ্ঞান? আমরা কখনও বিউয়িনি বটে? ছেলে একবার বেরিয়ে আবার কখনও পেটে ঢুকে যায় না?

ইত্যবসরে অনেক মেম্বরী কি জন্য কি জানি লাবণ্যর কাপড় সরাইতে যাওয়ায়, হটাৎ গৌণের মধ্যে হইতে যেন ছেলেটা বাহির হইয়া এক লাফে ধাত্রীর মাথায়, আর লাফে হাউসের দুয়ারে এবং তৃতীয় লাফে যে কোথায় গিয়া অদৃশ্য হইল, তাহা আর কেহই ঠিক ঠিকানা করিতে পারিল না।

ওদিকে যেমন ধাত্রীর ঘাড়ে লাফ, অমনি ধাত্রীজী মরণ চিৎকারে চিৎকার করিয়া—"ও বাবা গো,—ওগো তোমাদের ছেলেকে দানোয় পেয়েছে গো,—দুর্গা দুর্গা,—ওগো তোমরা আমাকে থ্যাকাও,—ওমা আমি কেন মন্তে এইছিলাম গো,—দুর্গা দুর্গা, মা দুর্গা—।"

মেজর-জেনারল দীনতারিণী।—বলি, ও ডাক্তারণি, এই যে বলছিলি, মাদুর্গা কে আবার, এখন ও কি?"

কিন্তু ডাক্তারণী কোথায়? চাহিয়া দেখে, ডাক্তারণী উর্দ্ধশ্বাসে দশরশি পথ অতিক্রম পূর্ব্বক দুর্গা দুর্গা রবে ধাবমানা।

এ দিকে মেম্বরীগণ সব ভয়ে আড়ষ্ট! দলে দঙ্গে তাল পাকাইয়া সকম্পনে দণ্ডায়মান! শেষে পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া হাউসমণ্ডপে প্রবিষ্ট, কিন্তু সাধ্য কি যে, একা কেহ কাহারও বেঞ্চে বসিতে সম্মত হয়। এ দিকে গ্যালারিতে কিন্তু ভ্রাতামহলে চাপা হাসির লহর খেলিয়া যাইতেছে। বীরা মেম্বরীবর্গের মধ্যে যখন এই ভয়, গৃহকর্ম্মপরায়ণ ভীরু ভ্রাতা মহলে তখন এত হাসির তরঙ্গ?—কারণ ইহার?

যদিও মেম্বরীগণ, অনেক দিন হইল, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গঙ্গা-জল ছুঁইয়া হিন্দুনামে তালাক দিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি অনেক মেম্বরী এ বিপৎপাতে শান্তি স্বস্ত্যয়নের একান্ত আবশ্যকতা অনুভব করিয়া চণ্ডী পাঠের প্রস্তাব করিলে, কেহই আজি আর তাহাতে টুঁশব্দে আপত্তি তুলিতে পারিল না। বিশেষতঃ এ রাতের বেলা, বিপত্তি না কাটিলে, বাড়ী যাইতেই বা সাহসী হবে কে?—সুতরাং ইহাও স্থির হইল যে, আজ রাত্রের মধ্যেই চণ্ডীপাঠের দ্বারা দানো তাড়াইয়া তবে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

সুতরাং এখনও হিন্দু নামধারী যে দুই চারিজন মৃতপ্রায় হইয়া জনপদ মধ্যে লুকাইত আছে, তাহাদেরই মধ্যে ভট্টাচার্য্যের তল্লাসে ব্ল্যাকরড মহাশয়কে অগত্যা ছুটিতে হইল।

আমরাও এই অবসরে প্রকৃত ব্যাপারটা কি, তাহা যেমন যেমন জ্ঞাত হইয়াছিলাম, তাহা অবগত করিতে যত্ন পাইব।

পার্লেমেণ্ট হাউসের রক্ষিকা ও তাহার পতি আখ্যাধারী ভৃত্য, দুই জনেরই নিঃসন্তান হেতু একটা হনুমানের বাচ্ছা পুষিতে সাধ যায়। বাচ্ছাটিও বড় গা ঘেঁষা, তুড়ুক তুড়ুক করিয়া এদিক সেদিক লাফাইয়া খেলা করিয়া বেড়াইত। কিন্তু দিন যায় ত ক্ষণ যায় না, তাই দুর্দ্দৈব ক্রমে বান্দরবাচ্ছার আজিকে হাউসের ভিতর খেলা ধুলা করিতে সখ্ গিয়াছিল। ক্রমে সন্ধ্যা, পরে

সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া পড়ায় ও পথ দেখিতে না পাওয়ায়, বাচ্ছাটি কি করে, অগত্যা কোন গতিকে হাউসের মধ্যেই রাত্র যাপন করিবার কল্পনা স্থির করিয়াছিল। রক্ষক জানিত না যে, তাহার সখ আজিকে এদিকে ঝুঁকিয়াছে, কাজেই সে এখানে সেখানে খুজিয়া কোথাও খোজ না পাওয়ায় বাচ্ছাটিকে তাহার খাঁচায় পুরিতে পারে নাই; অধিকন্তু সাধের মেনি আমার কোথায় গেল, এই দুঃখে সে নিজে শয্যাশায়ী হইয়াছিল।

এদিকে যখন হাউস বসিবার উপক্রমে হাউস আলোকিত ও মেম্বরীবর্গ সমাগত হইতে লাগিল; তখন মেনি ভাবিল, এমন শান্তিময় নির্ব্বিবাদ স্থানে এ আবার কি বিপদ রে বাপু! কিন্তু চারা নাই। শেষে অনুপায় দেখিয়া, যে বেঞ্চে মেজর লাবণ্যের বৈঠক হয়, তাহার তলে গিয়া আশ্রয় লইল। লাবণ্য যখন গিয়া বেঞ্চে বসেন, তখনও তাহার ভীতির কারণ হয় নাই; বরং গৌণের আড়ালে লুকাইতে পাওয়ায় লাবণ্যর উপবেশন তাহার নিকটে মঙ্গলের নিদান বলিয়াই অনুভূত হইয়াছিল। তাহার পর হাউসের কার্য্য আরম্ভ। ক্রমে বক্তৃতার চিৎকার ও হাসির লহর যেমন যেমন উঠিতে থাকিল, বানরবাচ্ছাও অমনি ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে সঘনে হাসি চিৎকারে সঘনে কম্প; শেষে মেনি ভাবিল এও ত বড় জ্বালা, কাঁপিবই বা কত; এখন নিরাপদ হওয়ার উপায় কি? এই সময়ে লাবণ্যও তাঁহার তৃতীয় সংস্করণ প্রস্তাব করিতে দণ্ডায়মান। তখন উপায় অনুসন্ধানে আস্তে আস্তে লাবণ্যর গৌণ উঠাইয়া অভ্যন্তরে পা দুখানি দেখিয়া মেনি অমনি আহ্লাদে আটখানা, ভাবিল বাহবা! এমন যুগল রম্ভাতরুদ্বয় নিকটে থাকিতেও আমার ভয়? আহার ঔষধ দুইই চলিতে পারে সেখানে। মনে করাও যেমন, অমনি ঝাঁপ দিয়া রম্ভাতরুদ্বয় আশ্রয় করিতে উদ্যত; আর লাবণ্যরও ওদিকে সেই মুহূর্ত্তে মহাতঙ্কে মূর্চ্ছা সহ পপাত ধরণীতলেও তেমনি!

তখন মেনি দেখিল, এ আবার কি বিপদের উপর বিপদ, কপাল গুণে ভাবি এক, হয় আর; কোথায় ভর করিলাম গাছে, আর গাছ পড়িল ভেঙ্গে, আবার উল্টে পাল্টা চাপা! এদিকে ক্রমে লাবণ্যকে বেড়িয়া যতই মেম্বরীদের কিলিবিল বাড়িতে লাগিল, মেনিও ততই ভয়ে কাতর, ততই আরও নিভৃত ও নিরাপদ স্থানের আশায় গৌণের ভিতর ঘুষিতে লাগিল; সুতরাং অবৈজ্ঞানিকেরা যাহাই বলুক, ধাত্রী মহাশয়ার অনুমানটা একেবারে অমূলক হয় নাই। মেনির এই নিরাপদ স্থান অনুসন্ধানের সময়েতেই রামার মার সেই অপূর্ব্ব আবিস্কার। তাহার পর মেনির মুক্তি যেরূপে হয়, তাহা সকলেই জানেন। বানরবাচ্ছা তখন তিন লাফে একেবারে হাউসের দরজার তাকের উপরে গিয়া উপস্থিত। মেম্বরীগণ কিন্তু অন্ধকারে মেনিকে কিছুমাত্র দেখিতে বা চিনিতে পারেন নাই; কেবল গ্যালারিস্থ ভ্রাতাগণই চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তাই তাঁহাদের এতটা চাপা হাসির লহর ছুটিতেছিল। কিন্তু রঙ্গ কতদূর গড়ায় তাহা দেখিবার জন্য, তাঁহারা মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিয়া দিলেন।

মেনি তাকের উপর, এমন সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পোড়া নিমকাঠবৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং লম্বায় সাড়ে পাঁচ হাতের কম নহেন। সে যাহাহউক, তাঁহার মাথার টীকিটা কিন্তু বড়ই তেজিয়ান, কোনক্রমেই সে নত হইয়া মাথার থরকাটা ছোটলোক চুলগুলার সঙ্গে মিশিতে চাহেনা। আপন অভিমানে আপনি উন্নতশির, কাস্তে ভাঙ্গা ড বা ঢাকের টাক্‌সানার স্থায় সর্ব্বদাই সে শির উঁচু করিয়া আছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গজগমনে সমাগত হইয়া হাউসমণ্ডপে যেমন প্রবেশ করিতে যাইবেন, তাঁহার মাথাও যে দরজার তাকের সমসূত্রে আসা, আর মেনিও অমনি তাঁহার চাড়া দেওয়া বড়শির স্থায় বাঁকা টীকি ধরিয়া সজোরে টান! ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের পোড়া কাষ্ঠের ন্যায় কৃষ্ণ কলেবরের উপর আঁকাড় টীকি দেখিয়া ও তাহাকে হয় ত কি বিষম নির্যাতন যন্ত্রা কল্পনা করিয়া, বোধ করি মেনি ভাবিয়াছিল, 'এ আবার কি বিপদের উপর বিপদ রে বাপু; এ নিভৃত কোণেও কি শান্তি নাই গা? যাহোক যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ; বিপদ ত আছেই, তা বলে আশা ছাড়ে কে কোথায়; বেয়ে চেয়ে দেখা যাউক।' নিমেষের মধ্যে ভাবাও যা, আর খপ্ করে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টীকি ধরাও তা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে ভয়ে কাঠ, "ন যযৌ ন তস্থৌ;" হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণবৎ না পারেন এগুতে না পারেন পেছুতে; নিস্পন্দ দণ্ডকাষ্ঠের ন্যায় দুয়ার চাপিয়া দোদুল্যমান, আর সেই সঙ্গে মুখের ষণ্ড বিনিন্দিত "ওগো ভূঁত ভূঁত, গেলাম গো, মেরে ফেল্লে গো," শব্দে, হাউসমণ্ডপও শব্দায়মান।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যতই ডাক ছাড়িয়া ভূত তাড়াইবার জন্য "রাম রাম" হাঁকিতেছেন; ভূতও তাঁহার সেই বেয়াড়া স্বরে এ আবার কি?—তত ভয় পাইয়া টীকি জোরের উপর জোর, সজোরে টানিয়া ধরিতেছে।—"ত্রাহি মধুসূদন!" ক্ষণেক বা ভট্টাচার্য্য মহাশয় মেম্বরীগণের মুখের দিকে তাকাইয়া সকাতরে হাত কচলাইয়া বলিতেছেন—"ওগো, তোমরা আর জন্মে আমার মা ছিলে, আমাকে বাঁচাও।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভয়ে আড়ষ্ট, কাপড় চোপড় যে আলু থালু হইয়া কোথায় খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। মেনিরও হইয়াছে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টীকি লইয়া সাপে ছুঁচো ধরা, না পারে গিলিতে না পারে ফেলিতে।

এ হেন ভৌতিক ব্যাপারে মেম্বরীগণের যে কি দশা হইয়াছে, তাহা আর কথায় বর্ণনা করিয়া কি জানাইব। মেম্বরীগণই তাহা বুঝিতেছেন।

কিন্তু গ্যালারীতে ভ্রাতামহলে যে চাপা হাঁসির হিল্লোল

চলিতেছিল, এতক্ষণে আর তাহা চাপা থাকিতে না পারিয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেন সমুদ্রগর্জ্জনবৎ ঘোর কোলাহলে গভীর কল্লোলে বাহির হইয়া ছুটিল। আওয়াজও যেমন তাহার গগন ভেদ করিয়া উঠা, আর মেনিও 'এ আবার কি নূতন বিপদ' ভাবিয়া টীকি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাকের কোন ঠাসিয়া বসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও অমনি সুদীর্ঘস্বরে রামকে আহ্বান পূর্ব্বক টীকি টানিয়া লইয়া সেই দিগম্বর মূর্ত্তিতে দিগ্বিদিক ভাঙ্গিয়া দৌড়! শুনিয়াছি, সে রাত্রে নাকি পথের মাঝে হাততালি দিতে দিতে তাঁহার পিছনে ছেলেও যুটিয়াছিল বিস্তর।

এদিকে মুস্কিল হইল ভগ্নীগণকে লইয়া! সেই ভূতের কাণ্ড, এই রাত, এখন বাড়ী যাওয়াটা ঘটে কি করিয়া। শেষে গ্যালারীর দিকে তাকাইয়া ভ্রাতাগণের প্রতি অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, যাহাতে তাহারা সঙ্গে করিয়া বাড়িতে রাখিয়া আইসে। ভ্রাতাগণও এমন দাঁও সহজে ছাড়িলেন না। শেষে সন্ধি হইল এই যে, আর কখনও কেহ "পতি" খেতাব উঠাইবার জন্য হাউসে প্রস্তাব না চড়ান। অতঃপর ভ্রাতাগণের সঙ্গে ভগ্নীগণ গৃহগতা হইলেন।

আর বোধ হয় পাঠক মেজর লাবণ্যর কথা জানিবার জন্ত কৌতূহলযুক্ত হইয়া থাকিবেন না। সে রাত ত নহেই, আরও দশ দিন দশ রাত মেজর লজ্জায় ও অভিমানে মুখও তোলেন নাই, কাহারও সঙ্গে কথাও কহেন নাই।

বানরবাচ্ছাকে যদিও আজি অনেক ফৈজৎ সহ্য করিতে হইয়াছিল সত্য; কিন্তু এই সূত্রে নূতন নাম প্রাপ্তে তাহারও সকল অশান্তির হরণ পূরণ হইয়া গেল। নাম হইল, মেনি ঘুচিয়া লাবণ্যপুত্র।

চতুর্থ বৈঠক।

"আদর্শ ডিবেট।"

গত বৈঠকের ভৌতিক ঘটনার পর, আর কোন মেম্বরীই রাত্রে পার্লেমেণ্ট হাউসে আসিতে সাহস পাইতেন না। সেজন্য কয়েক দিন হাউস বন্ধ ছিল। যদিও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হয় নাই, তথাপি মেম্বরীকুলের ভয়ের অপনোদন কিছুমাত্র হয় নাই। তাঁহারা বলিতেন, বানর বাচ্ছা নিজে ভূত না হইলেও, তাহাকে নিশ্চয় ভূতে পাইয়াছিল; তা না হইলে কি কখনও এমন হইতে পারে? যাহা হউক, অবশেষে একজন ওঝা আনিয়া ভূতঝাড়ান ও ভূত হাউসের ঈশান কোণে পুঁতিয়া রাখা হইলে পর, তখন আবার মেম্বরীদের সাহস ও শৌর্য্যবীর্য্য একটু একটু করিয়া গজাইতে আরম্ভ করিল। তাই বহুদিনের পর আজিকে আবার হাউসের চতুর্থ বৈঠক।

চতুর্থ বৈঠকের রিপোর্ট দেওয়ার পূর্ব্বে আমার একটু কৈফিয়ৎ দিবার আছে। আমি বরাবরই পুরুষগণকে পর্দ্দানসিন্ হইয়া বসিয়া থাকার কথা বলিয়া আসিতেছি; কিন্তু এ সর্ব্বস্বাধীনতার দেশে এ বিসদৃশ ঘটনা কি জন্য, এতক্ষণে বোধ করি তাহার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত।

কথায় কথা আসিয়া পড়ে। সভ্যদেশের রকমই আলাহিদা; আর আমাদের অসভ্য দেশ দেখ, বোকার মত পড়িয়া আছে। এখানে এত সভ্যতা, এত উন্নতি, তবু আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এজন্য কিছুদিন হইল, এখানকার সংস্কারক সভা সমস্ত একত্র হইয়া, একদা এক অতি ভয়ঙ্কর মিমোরিয়াল দ্বারা বিলাতের বৃদ্ধমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের নিকট কয়েকজন বিলাতি সংস্কারক চাহিয়া পাঠান। মিমোরিয়াল পাইয়া গ্লাডষ্টোন বড় ফাঁপরে

পড়িলেন; যে হেতু উহা না শুনিলে বন্ধুরাজ্য চটান হয়, আর শুনিলে মহা সঙ্কট। তাঁহার মহাসঙ্কটের কারণ এই যে, এই সময়ে সুদন দেশের অসভ্য অবতার মেহেদীও গ্লাডষ্টোনের নিকট এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ সংস্কারক মিসনরী চাহিয়া পাঠাইয়াছিল যে, চাই কি তাহারা নিঃস্বার্থভাবে বালিবনে উবু হইয়া পড়িয়া, গুতা ও জুতা খাইতে অথবা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতেও কাতর না হয়। মেহেদীর এমন সদিচ্ছা ও সৎআকাঙ্ক্ষার আদর সর্ব্বাগ্রে, সুতরাং অগ্রে মেহেদীর কথা রাখিতে গ্লাডষ্টোন ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিলিংসগেট, স্মিথফিল্ড, পূর্ব্বলণ্ডন প্রভৃতি মিসনরী আড্ডাগুলি খালি করিয়া পাঠান। তথাপি বর্ব্বর মেহেদীর খাঁই মিটে না। এ স্থানে বলা উচিত যে, বিলাতের মধ্যে লণ্ডন, লণ্ডনের মধ্যে আবার কথিত স্থানগুলিতেই বিলাতের গৌরব ও মুখ উজ্জ্বলকারী এবং সভ্যতার আস্পদ ও ধর্ম্মবীরত্বের খনি নৈতিক মিসনরী দল যাহা কিছু পাওয়া যায়। তাহাদেরই নৈতিক বলে বলীয়ান হইয়া, ইংরাজ জাতি আজ নানাদিগ্‌-দিগন্তে নৈতিক গৌরব করিয়া থাকে। যাহা হউক, এ সকল স্থান খালি করিয়া মিসনরী পাঠানতেও মেহেদীর আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই; বলে, আরও চাই। একে মেহেদীর এই আকাঙ্ক্ষা সৎ ও ভক্ত আকাঙ্ক্ষা—তাহার উপর আবার ভগ্নীতন্ত্ররাজ্যের মিমোরিয়াল! বাস্তবিক বলিতে কি, গ্লাডষ্টোন বড়ই ফাঁপরে পড়েন।

যাহাই বল, আর যাহাই হউক, গ্লাডষ্টোন কিন্তু বড় ধড়িবাজ লোক। অনুপায়ে উপায় সৃষ্টি করিতে এমন আর দুটি নাই; নতুবা এমন বিশাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হওয়া এবং ক্ষমা ও সহ্য-গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বর্ব্বর রুষকে শান্তির পথ দেখান, সেটা কি সহজ কথা! ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার বিশেষ দম, অবশ্য বচনে; সুতরাং বচনাবর্ত্তের জন্য যে প্রাণ খুলিয়া বচন-পসরা উদ্ঘাটন করিয়া কাঁদিবেন ও হাটহদ্দ চেষ্টা করিবেন, সেটা

বলাই অধিক। যদি বচনে কিছু হইবার হইত, তাহা হইলে গ্লাডষ্টোনের কল্যাণে নিশ্চয়ই আজি, ভারত জগতের সর্ব্বোচ্চ সুখের রাজ্যে পরিণত হইত। যেমন বচনবিলাসী ভারত, তেমনি বচনব্যাপারী গ্লাডষ্টোন; যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা; কাক তিত্তীরে মাণিকজোড়,—মরি মরি, কি অপূর্ব্ব সম্মিলন! যাহা হউক, বিলিংসগেট আদি স্থান খালি দেখিয়া, তিনি একটু কাঁদিলেন বটে, কিন্তু চিন্তিত হইলেন না; মধু অভাবে গুড় দিয়াও যে বঁধুনী রাজ্যের সম্মান রাখা উচিত, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। সাম দান ভেদ দণ্ড, সব তাঁহার হস্ত-বুদের মধ্যে ছিল এবং আবশ্যকমত তিনি টীকি ধরিতেও জানি-তেন, মাথা পাতিতেও পারিতেন। শেষে বিলাতে মিসনরীর অভাব দেখিয়া লাট ডফারিণকে এক রোকা লিখিয়া পাঠাইলেন,

"লাট ডফারিণ,

রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবা।

বাবাজান্, তুমি আমার সারে ঘরকন্নার চট্‌পটে ঝী * সাফ সুতরার কাজে কাবেল হস্ত; আঁস্তাকুড় সাফে ওস্তাদনীর আড়কাটী। তাই বাবাজানকে আবার একবার ঝাঁটা ধরিবার অনুরোধ করা যায় যে—।"

রোকার অবশিষ্ট অংশের মর্ম্ম এই যে, বিলিংসগেট, স্মিথফিল্ড আদি স্থানে সংস্কারক মিসনরীবর্গের অত্যন্ত অভাব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তুমি ভারতে থাকিতে আমার ভাবনা কিসের? শত বিলিংসগেট স্মিথফিল্ড তোমার পায়ে কোটে দি;—তুমি আমার একাই এক সহস্র! অতএব দেখ বাবাজান, যেন এ বৃদ্ধ বয়সে আমার নাম না ডোবে। এ বৃদ্ধ বয়সে নাম আমার অটুট রাখিতে, ভগ্নীরাজ্যে বাছা বাছা সংস্কার গুলি সাধন করি-বার বন্দোবস্ত ও আঞ্জাম করিয়া দিবা।

---

* Maid of all work of the Empire.

এ রোকা পঞ্চানন্দের দপ্তরে সংগ্রহ আছে কি না, জানি না। যদি থাকে, তবে সকলে সেখানে যাইয়া দেখিয়া লইবা।

মনে আছে, জনৈক গণক এ রোকা দেখিয়া বলিয়াছিল,—"লাট ডফারিণ যদি হন এক সহস্র, তবে পরে যিনি আসিবেন, তিনি হবেন এক লাক। তাঁহার কীর্ত্তি কারখানায় স্মিথ ফিল্‌ড হবে মীথফিল্‌ড এবং বিলিংসগেট হবে ফিলীংসগেট; সংস্কারের চোটে নেয়ে নস্কর হারি মানিবে এবং ধলো গরুটি পর্য্যন্ত কালো রহিতে পাইবে না। আহা, আহা! ভারতের না জানি তবে কি আনন্দের দিনই পুরোভাগে ঝলমল করিতেছে! এখন ভয় এই, সে সুখের টলমলে রসাতলগত না হয়।

যাহা হউক, লাট ডফারিণও অনুরূপ গুণজ্ঞ। রোকা পাইবা মাত্র অমনি কয়েক জন ভ্রাতা প্রচারক ও সংস্কারককে বচনাবর্ত্তে পাঠাইয়া দিলেন। সংস্কারের মুক্তিফৌজ তখন নিশান ঘাড়ে পবিত্র সঙ্গীতোন্মত্ত হইয়া সমাগত। সঙ্গীত,—

"যাব ভাই অধঃপাতে,
কে যাইবি আয় সাথে,
সে বড় মজার স্থান, মজে হব ভোর।
হাঁটি হাঁটি পায় পায়,
ভারত উৎসন্ন যায়,
ভ্রাতা ভগ্নী ব্রহ্ম তিনে,
মকারে মজার দিনে, মিলে হব ভোর॥"

ভ্রাতা সংস্কারকেরা বচনাবর্ত্তে আগত হইয়া, তুমুল সংস্কার সংগ্রাম লাগাইয়া দিলেন। যে কিছু অসভ্যতা, যে কিছু অসংস্কার ছিল, তাহা দূরে পলাইল। পূর্ব্বে, অসভ্যদেশে যেমন হইয়া থাকে, এখানেও মাতা, পিতা, খুড়া, জেঠা ইত্যাদি নানারূপ সম্পর্কপর্য্যায় প্রচলিত ছিল; কেহ প্রণত হইত, কেহ বা প্রণাম লইত, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হায়! সকলেই যখন এক মাটিতে পা দিয়া চলে, সবাই যখন এক সূর্য্যে রোদ পোহায়

এবং সবাই যখন সমান চৌদ্দ পোয়া মানুষ; তখন কেহ প্রণাম করিবে, কেহ প্রণাম লইবে, ইহার যে বিসদৃশ ভাব এতদিন লোক কেন বুঝিতে পারে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! যাহা সহজ বুদ্ধিতে সহসাই আইসে, তাহাও যে লোক বুঝিতে পারিত না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! যাহা হউক, যাহা ছিল তাহার আর শোচনা কি? অতঃপর সংস্কারকদের প্রসাদাৎ সে সকল অসভ্য সম্পর্ক প্রথা একদম উঠিয়া গিয়া যাহা স্বাভাবিক, যাহা সহজ, যাহা জ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত, সেই সম্পর্কদ্বয় মাত্র তাহাদের স্থানাধিকার করিল; অর্থাৎ এখন হইতে সকল মানুষীই ভগ্নী এবং সকল মানুষই ভ্রাতা। এখন একটা গোলের কথা এই, হইল যেন সব ভ্রাতাভগ্নী, কিন্তু পিতা মাতা বা পুত্র কন্যা, ইহাদের সম্বন্ধে সরকারী দপ্তরে বা সরকারী কাজে কর্ম্মে কোন গোল না হইলেও, লোকব্যবহারে কিছু ভেদ না করিলে একেবারেই চলে না; তাহা হইতে পারে কিরূপে? অনেক দিন ধরিয়া অনেক সভাসমিতি, অনেক লেখালেখি, অনেক তর্ক বিতর্ক, অনেক বিদ্যাবুদ্ধি খরচের পর শেষে স্থির হইল যে, ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতিনিধি স্বরূপ আমিত্ব রূপ পূর্ণ পুরুষ হইতে যখন তাহারা তফাৎ, তখন সুতরাং তাহারা অপূর্ণ। যাহা অপূর্ণ, তাহা ভগ্নাংশ বা ডেসিমেল বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া লইলেই আর কোন গোল থাকে না। যথা ভগ্নাংশ ভ্রাতা ও ভগ্নাংশ ভগ্নী এবং ডেসিমেল ভ্রাতা ও ডেসিমেল ভগ্নী। ডেসিমেল শব্দের সুললিত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ না পাওয়ায়, উহা সজড় ডালপালা অবিকল ভগ্নীরাজ্যের ভাষা মধ্যে দায়ে পড়িয়া গৃহিত হইয়া গেল। দায়ে কি না হয়?—গরজে গোয়ালা ঢেলা বয়।

কুরুচিকে একেবারে টীকি ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ও হেঁচড়াইয়া দূর করিয়া দেওয়া হইল। বলিতে কি, মূর্খ লেখক ও কবিগণ দ্বারা যে সকল শব্দ অশ্লীল সংস্রবে দূষিত করা হইয়াছে, তাহাদেরও ঐ দশা, যেমন—

"কুচ হইতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"

'মেরু' 'কদম্ব' 'দাড়িম্ব, ইত্যাদি। বুদ্ধিতে বুদ্ধি টানিয়া আনে;—কেবল শব্দ দূর করিলেই নিস্তার কোথায়? উক্ত নামধারী জিনিস গুলি পর্য্যন্ত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত না করিলে, জিনিস সূত্রে শব্দ এবং শব্দ সূত্রে আবার সে পোড়া অনুচ্চার্য্য কুচ প্রভৃতি লুকোয় কোথা! সুতরাং তত্তৎ নামধারী জিনিস গুলিও নির্ব্বাসিত হইল। এই নির্ব্বাসন কার্য্যে একটু বিপদ বিভ্রাট ও যুদ্ধ ঘটিবারও উপক্রম না হইয়াছিল এমন নহে। প্রথমতঃ তোড় যোড় সকল আছে, নাই কেবল মেরু; সুতরাং মুক্তিমণ্ডপবাসীরা আবকারীর দোহাই দিয়া ইংরাজের নিকট ঘোর নালিশবন্দ হয়। দ্বিতীয়তঃ দাড়িম বেদানা সে বৎসর বচনাবর্ত্তে প্রবেশ করিতে না পাওয়ায়, কাবুলের আমিরের আয় অনেক কমিয়া যায়; এজন্য সে ইংরেজের নিকট যুদ্ধ সাহায্য চায়। যাহোক, ধন্য কটাক্ষগুণের ডিপ্লোমেসী আমাদের প্রেসিডেন্টের; আর ও মুড়য় গ্লাডষ্টোনের সহ গুণকেও ধন্য, বিপদ না পাকিবার আগেই অঙ্কুরে মুশড়াইয়া যায়।

বলা বাহুল্য যে, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়প্রমুখ কমিটি যোগে উক্ত ভাষা ও সাহিত্য সংস্কার কার্য্য সংশাধিত হয়। এবং এই সংস্কারের তরঙ্গে পড়িয়া, পূর্ব্বতন কবি ও গ্রন্থকারগণ অর্থাৎ কালিদাস সেক্ষপীর গেটে আদি, যাহারা এতকাল লোকের চোখে ধুলা দিয়া ও তাহাদের কুপ্রবৃত্তি উস্‌কাইয়া খাইতেছিল; এতদিনে এ সংসার হইতে তাহাদের বরাত উঠিল।

বলিতে কি, সে প্রাচীন কালের কুরুচির কথা আলোচনা করিলে এখন স্তম্ভিত হইতে হয়! তখনকার কালে এত কুরুচি সত্ত্বেও যে লোক সকল কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিত, খাইত, 'পরিত, বেড়াইত; অথবা কেন যে ও কেমন করিয়া যে মনুষ্যবংশ একেবারে লোপ না পাইয়াও আজি পর্য্যন্ত তাহার বংশাবলী

আবার বৃদ্ধি প্রাপ্তে চলিয়া আসিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য! আরও দেখা যায় যে, বংশাবলী কেবল চলিয়া আসে নাই, তাহার উপরে আবার উন্নতিও তাহারা কিছু কিছু না করিতে পারিয়াছিল এমন নহে; আরও আশ্চর্য্য! আরও আশ্চর্য্য! ইহাতে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী জনের পক্ষে দেখিবার বিষয়, শুনিবার বিষয় ও ভাবিবার বিষয় অনেক। এত কুরুচিতে উন্নতির পরিবর্ত্তে জাতিটা অবনতি সহ নষ্ট ও ধ্বংস হইয়া যাইবারই কথা। কিন্তু তাহা না হইয়া উল্‌টা! উহাও কি তবে প্রকৃতির একটি খামখেয়ালি কাণ্ড? তাহা ভিন্ন উহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? যে খামখেয়ালিতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কুটিল গতি, যে খামখেয়ালি হেতু ছেলে কাঁদিলেও তাহাকে চাঁদ ধরিয়া দিতে পারি না এবং বলিতে লজ্জা করে, যে খামখেয়ালিতে স্ত্রীপুরুষসংযোগ ও জননক্রিয়া ব্যতিত জীবোৎপত্তি হয় না; ইহাও নিঃসন্দেহ সেই খামখেয়ালির ফল বলিতে হইবে!

সে যাহা হউক, সংস্কার খুব হইল বটে, কিন্তু সকল কুসংস্কারই যে একেবারে যায়, তা যায় না; এজন্য ধর্ম্ম বিষয়ের কুসংস্কার এখনও কিছু কিছু রহিয়া গেল। যাহাদের এখনও ধর্ম্ম একটা না হইলে তাবৎ বৃত্তির স্ফূর্ত্তিসাধন করিয়া চলিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য কাজেই এখনও কিছু কিছু ধর্ম্মশিক্ষা রাখিয়া দিতে হইল।

এক্ষণে মোটের উপর সকল দিক দেখিতে গেলে বলিতে হয় যে সংস্কারের কল্যাণে এদেশ এখন ভূস্বর্গে পরিণত হইল, কিন্তু তা বলিয়া ভাবিও না যে, হিন্দুর স্বর্গ। বিবাহপদ্ধতি তিন আইন মত সংস্কৃত হইল এবং আরও উন্নত ও উদার ভ্রাতাভগ্নী যাহারা, তাহারা স্বাধীন প্রেমের চালনা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতাগণের কিন্তু অনেকেই,—হাজার হউক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতি কি না,—অনেকেই সহসা এ সকল উন্নতি ধারণা করিতে না পারিয়া, বিদ্রোহের সূচনা করিয়া তুলিল; চারিদিকেই বিদ্রো-

হের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। কাজেই রাজ্যের শান্তি ও তাহাদের সুশিক্ষা, এ উভয়ের নিমিত্ত অনিয়মিত কালের জন্য তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখা হইল; সেই হইতেই ভ্রাতারা পর্দ্দানসিন্। বলা বাহুল্য যে, উপযুক্ত হইতে পারিলেই, সময়ে ইহাদিগের পূর্ণ অধিকার মিলিবে। কিন্তু ভারতীয় ইংরেজ রাজ্যস্থ দুর্ভাগ্যবান বোকা প্রজার ন্যায়, ইহাদের কাহারই আত্মোন্নতির চিহ্ন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না!

অহো! কথায় কথায় কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি! এখন আসল কথায় মন দিই। অদ্যকার পার্লেমেণ্টের বৈঠকে প্রেসিডেণ্টের বেদী হইতে স্পিচের উপর ডিবেটের শেষ অংশ-টুকু চলিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজি আমার হাউসে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, সুতরাং আমূল ডিবেট শুনিতে পাই নাই। যতদূর ও যেখান হইতে শুনিয়াছি, তাহারই রিপোর্ট পাঠক-বর্গকে দিতেছি।

কন্সারবেটিব মেম্বরী।—বলি হ্যাঁলা, বড় ত প্রধান মন্ত্রীগিরি কচ্ছিস্ (মন্ত্রীবর্গের বেঞ্চ হইতে—"মুখ সাম্‌লে, মুখ সাম্‌লে") বেদী হইতে যে স্পিচ্ হলো, তাতে বলা হয়েছে যে, হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট উপায় পরিগ্রহণ করা হয়েছে। হয়ে থাকে ত তবে আবার টীকিদার বামুণ মিন্‌সেরা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? ও কি রকমের স্পিচ্ হলো তবে?"

প্রঃ মে।—মহাশয়া কি গ্রহণ বলিতেছেন, না পরিগ্রহণ?—

২য় মেঃ।—ওর ভাতার দ্বিতীয় ভাগ বইত আর পড়াই নি!

বচনবাগিশ।—ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা, সুরুচি—সুরুচি।

প্রঃ মে। মহাশয়ার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক। কার্য্য অনেক দূর এগিয়েছে, তবে টীকিদার ব্রাহ্মণ গুলার বিপক্ষে এখনও কিছু উপায় গ্রহণ করা হয় নাই।

প্রধান মন্ত্রীর উত্তর সমাপ্ত হইবামাত্র, চুড়ি ঝন্‌ঝনায়মান বহুসংখ্যক মেম্বরীগণ একত্রে তারস্বরে কিলিবিলি করিয়া উঠি-

লেন। কেহ বলিতে লাগিলেন, 'মিছে স্পিচ।' অনেকেই বলিলেন, 'ওমা সেকি কথা!' কতকগুলি বা গালে আঙ্গুল দিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

প্রধান মন্ত্রী ইহাতে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণে কাণে কলম গুঁজিয়া, অলকা দোলায়ে নোলক নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন,—মহাশয়াগণ ইহাতে যে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছুই নাই। এতে এত 'ও মা—হ্যা মা' করার কোনই আবশ্যক ছিল না;—

১ কঃ মেঃ।—মর! ঠ্যাকার দেখ!

প্রঃ ম।—মেম্বরীগণ সাক্ষ্য থাকিবেন, কি রকম আমার ঠ্যাকার কাট্‌তে লেগেছে।

১ কঃ মেঃ।—ওমা তাইত! ঠ্যাকারে ফোস্‌কা পলো নাকি?

প্রঃ মঃ।—হ্যা দ্যাক, তুই ঠ্যাকার ঠ্যাকার করে ঠ্যাকার কাটিস্‌নে, বলছি ভাল! আ মোলো যা!

১ কঃ মেঃ।—ক্যানে লা, ক্যানে কাটবো না? কাট্‌বো আরও ভাল বল্‌বি।

প্রঃ মঃ।—মরঃ! ছোট লোকের এক দশাই আলাদা। চোকের মাথা খা, পুতের মাথা খা—

রাগে গর গর করিতে করিতে, বাক্য-রোধ হইয়া আসিল। মন্ত্রী মহাশয়া বসিয়া পড়িলেন।

১ কঃ মেঃ এবং আরও জনকয়েক প্রতিপক্ষ মেম্বরী একত্রে জোট্ বাঁধিয়া, "কেন খাব লা, তুই খা; তুই ভাতার পুতের মাথা খা, তোর চোখের মাথা খা, তোর ভালবাসার মাথা খা; না পারিস যদি, অমন মন্ত্রীগিরি করিতে আসিস্ কেন? মুরদ বড়, ছেড়ে দে—ছাড় চোখখাগি, আমরা মন্ত্রী হচ্ছি।"

এখন আমার ভয়, মন্ত্রী মহাশয়া খাবেন কত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামপ্রসাদ দাঠ্‌ঠাকুরকে আহ্বান করিলেন,—'ইহা গচ্ছ।' রামপ্রসাদ বলিলেন, 'কি, আমারে ইহা গচ্ছ? তুই

ইহা গচ্ছ, তুই তিহা গচ্ছ, তোর ঘরে গচ্ছ, বাইরে গচ্ছ, ঘাটে গচ্ছ, মাটে গচ্ছ, গচ্ছ গচ্ছ।” হাঁ ঠাকুর! তুমি দিছিলে এক গচ্ছ, আর দাঠ্ঠাকুর তোমাকে দিয়েছে সাত গচ্ছ; কেমন, আরও পণ্ডিতী ফলাবে?

সে যাহা হউক, এ কথাগুলি সমস্ত মন্ত্রীসমাজের গায় বাজিল। ‘রোস্’ বলিয়া উত্থান-পূর্ব্বক সকলে কোমর বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া প্রতিপক্ষ দলও রুষিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

বচনবাগীশ তখন চেয়ার হইতে ‘ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা’ ‘সুনিয়ম—সুনিয়ম’ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ পক্ষীয়ের মেম্বরী, জেনারল জয়মণির তাহা শুনিয়া যেন গা দিয়া ঝাল বাহির হইতে লাগিল। তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, “ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা! চুপ কর্ তুই, ছুঁড়ি যেন ক্যাদরায়—দিয়ে বিঙ্গি হয়ে বসেছে।” বচনবাগীশ তর্জ্জনে স্তব্ধ ও জড়সড় হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

কিন্তু ফিল্ড মার্শাল মহাশয়া দেখিলেন, বেগতিক্। তখন তিনি করস্থ সম্মার্জ্জনী আস্ফালন করিতে করিতে কালের করাল প্রলয়মূর্ত্তিবৎ হাউসমণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন। সকলেরই চোক সেই দিকে ঘুরিল, সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। দৃষ্টি পড়িবামাত্র সকল দিকেই নিস্তব্ধ; সকলেই যেন ধুলাপড়া পাইয়া সুড়সুড় করিয়া আপন আপন স্থানে উপবেশন করিল। যাহার এক সম্মার্জ্জনীর ঘায়ে পদীর বাপ আজ পর্য্যন্ত দেশছাড়া হইয়া আছে, তাহার পক্ষে এ প্রতাপ, এ সম্মান, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু পদীর মার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল; বলা বাহুল্য যে, তিনি জেনারল জয়মণি। সবাই সুড় সুড় করিয়া বসিয়া পড়িল, কিন্তু জেনারল জয়মণি যেখানকার সেখানে, সরোষে পদীর মার উপর কট মট নয়ন দুটি রাখিয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। পদীর মার দৃকপাত নাই;

গুরুগম্ভীর স্বরে মেম্বরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল।—

"হ্যালা শতেকখোয়ারিরা, হ্যালা ঘরমজানি পাড়াঢলানিরা, এই বুঝি তোদের সব্বি ভব্বি হওয়া? বলি, না পারিস্ ত, এমন কাচ্ কাচ্তে আসিস কেন—

জেঃ জয়মণি।—"হ্যাদ্যাক পদার মা, আর যা বলবি তা ..., কেবল পণ্ডিতপণা করিস্নে মেনে, গায় সয় না; যা রয় সয়, তাই ভাল।"

ফিঃ মাঃ।—তুই চুপ কর্ বল্ছি।

জেঃ জঃ।—তুই চুপ কর বল্ছি।

ফিঃ মাঃ।—আঃ মর।

জে জঃ।—তুই মর মর করিস্নে বলছি ভাল, মুখ সামলে কথা কোস্।

জেনারল জয়মণির সাহসে ও ডিবেটের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিপক্ষদলের বুক পাঁচ হাত হইয়া উঠিল।

ফিঃ মাঃ।—কেন লা, মুখ সামলে কথা কব? আমি কব না, এই আমি কলাম না।—কর দেখি কি করবি? আয়, আয়না, আয় না দেখি একবার?

(মন্ত্রীপক্ষ হইতে ঘন ঘন করতালি ও হর্ষ-চিৎকার; বিপক্ষের বুক তখন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।)

জেঃ জঃ।—এই ত আবার বলছি, মুখ সামলে কথা কবি আরও ভাল বল্‌বি।

ফিঃ মাঃ।—বটে, এই তবে ভাল বলি আয়। (বে... গিয়া জেনারল জয়মণিকে ঝাঁটা প্রহার। জয়মণি কর্তৃক ফিল্ড-মার্সালের কেশ গ্রহণ।)

হাউসে মহা হুলস্থূল লাগিয়া গেল; রামরাবণের যুদ্ধ কোথায় লাগে। ঘোরতর রোল, গণ্ডগোল, কে কারে ধরে, কে কারে মারে, কে কার গায় পড়ে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। মহা

হইতে "চোখ্‌খাগী' 'পুৎখাগী,' 'আঁটকুড়ি,' 'সর্বনাশী' এইরূপ নানাবিধ সুসম্ভাষণ-কল্লোলে হাউসমণ্ডপ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যেমন ষ্টিমের দুরন্ত তেজ আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া বেগে বই-লার ফাটিয়া ঘোর একটা কাণ্ডকারখানা করিয়া বাহির হয়; সেইরূপ মেম্বরিগণও হুটপাট, হুড়াহুড়ি, হাতাহাতি, লাথালাথি, চুলোচুলি, ঠুলোঠুলিতে, প্রলয়নির্ঘোষ অশনিগর্জনে, পার্লেমেণ্ট হলের নানা দুয়ার দিয়া রাস্তার অভিমুখে বাহির হইয়া ছুটিলেন। অনেক দূর ও অনেক স্থান ব্যাপিয়াই ছুটিলেন। শেষে আই-গ্লাস দিয়া দেখিলাম যে, পদীর মারই জিত। যেহেতু ফিল্ডমার্সাল পদীর মাই ঝাঁটা হাতে করিয়া আর সকলের পিছনে পিছনে ছুটিতেছে।

আমি গ্যালারীতে বসিয়া পার্শ্বস্থ এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কি রকম হইল?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি লোকটি ভাল, একটু সেকেলে ধরণের, অপ্যায়িত করিয়া উত্তর করিলেন, "ভায়া, তোমাদের দেশে পার্লেমেণ্ট নাই বুঝি? যাহা হউক, ডিবেটিং কাহাকে বলে, তাহা শুনিয়াছ কি? এও সেই ডিবেটিং; তবে এটা কিছু উচ্চ রকমের। তুমি যেমন এদেশে আসিয়াছ, তাহাতে সৌভাগ্য-ক্রমে যে এমন একটা উচ্চ রকম ডিবেটিঙের ঘটনা তোমার সম্মুখে হইয়া গেল এবং তুমি যে তাহা দেখিলে ও শিখিতে পাইলে, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। এমন উচ্চ ডিবেটিং যে শীঘ্র ঘুটিবে, এ আশাটি আমরা করি নাই। ইহা সহসা ঘুটে না, রাজ্যের তেমন তেমন বিশেষ ঘটনা ভিন্ন সংঘটিত হয় না। লিবারেল দলের ফিল্ডমার্সাল পদীর মা এবং কন্সার-বেটিবদলের জেনারল জয়মণি, এমন দুইটি ডিবেটিং মেম্বরী এ বিশাল বচনাবর্ত্তে আর নাই। তবে পদীর মা কিছু সরেস যায়!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন ডিবেটে জয়পরাজয় কাহা-দের হইল?"

উত্তর।—“যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন—যে পক্ষে পদীর মা, সেই পক্ষেই জয়; যাহারা তাড়িত, তাহাদের পরাজয় ত ধরা কথাই। এও এক রকম ভোটগণনা, অথচ এই লাভ যে, ভোট গণনা করার ক্লেশ লইতে হয় না। এতদ্দ্বারা বিপক্ষদের মোশন নিগেটিব হইয়া গেল।”

এমন সময়ে দেখিলাম, ফিল্ডমার্সালপ্রমুখ মন্ত্রীবর্গ জয়োল্লাসে হাউসে ফিরিয়া আসিলেন। বচনবাগীশ মহাশয়া বেদীর স্পিচ্ ‘পাশ্’ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। অদ্যকার মত হাউস ভঙ্গ হইল।

পঞ্চম বৈঠক।

ঈশ্বর নিরূপণ।

অদ্য রাত্র ৭টার সময়, অর্থাৎ অন্যান্য দিন অপেক্ষা অনেক সকালে সকালে পার্লেমেণ্টের বৈঠক আরম্ভ। আজিকে স্বদেশিক মন্ত্রী একটি বিল উপস্থিত করিবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

৭॥০ টার সময় বচনবাগীশ চেয়ার গ্রহণ করিয়া বসিলেন। মেম্বরীগণের মধ্যে যিনি যাহা ও যে দিন যে মোশন ও প্রশ্ন করিবেন, তাহার নোটিস সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অন্যান্য সামান্য খুঁটিনুটি কাজ সকলও একে একে হইয়া গেল। তখন স্বদেশিক মন্ত্রী মহাশয়া বিল উপস্থিত করিতে উত্থান করিলেন।

স্বদেশিক মন্ত্রী মহাশয়া বিল উপস্থিত করিয়া বক্তৃতার আড়ম্বরে কহিতে লাগিলেন, “সেই ঘোর বিশাল তিমিরময়ী রজনীতে যখন মূর্খেরা নানা বিভীষিকা দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইতে থাকে, তখন বিদ্বান ব্যক্তি দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, চন্দ্রচতুষ্টয়পরিবৃত অশেষশোভান্বিত বিশালদেহ প্রকাণ্ড কাণ্ড বৃহস্পতিরূপ ভয়ানক ব্রহ্মাণ্ড ও অঙ্গুরীয়কত্রয় পরিবৃত্ত শোভার

আকর শনৈশ্চর আদি অপার গ্রহনক্ষত্রসমন্বিত চন্দ্রমস্ ও দিবাকর রাত্রদিবা নিরন্তর আবর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছে; উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল কল্লোলকোলাহলময়ী মহার্ণব নানাবিধ অর্ণবযান বক্ষে করিয়া, বীচি আন্দোলনে চিচিকুচি রবে নানা দিকে ধাবমান হইয়া প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ ও ঔদার্য্যভাণ্ডার প্রকাশমান করিতেছে। (মন্ত্রীদিগের বেঞ্চ হইতে আনন্দসূচক করতালি, চুড়ি ঝন্ ঝন্, এবং "বাহবা, বাহবা, কি শব্দবিন্যাস, কি অনুপ্রাস, কেমন সাধুভাষা" ইত্যাদি প্রশংসাবাদ নিনাদিত হইতে লাগিল।) বিপক্ষদল হইতে এক জন বলিয়া উঠিল—"হ্যাদ্যাক পাঁচি, তোর সোমস্কৃত রেখে দে, সোজা কথায় বল্।"

স্বদেশিক মন্ত্রী বিপক্ষদিগের প্রতি সম্বোধন করিলেন—"আপনারা অস্থির হইবেন না। ভদ্রমহিলার যেমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত, আমি তাহাই ব্যবহার করিতেছি—"।

১ কঃ মেঃ।—ওলো, ওর ভাতার সার্থক ওকে ধর্ম্মনীতি পড়িইছিল।

২ কঃ মেঃ।—মাইরি দিদি, তাইত। আমি আমার সোমস্কৃত খানা বাড়ী ফেলে এইচি বলে বড় দুঃখ হ'চ্ছে; সঙ্গে করে যদি আন্তাম।

যাহা হউক, মন্ত্রীমহাশয়া এ সকল বিদ্রূপ গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি 'দমিয়া দুরন্তশীলা দুর্জ্জয় গমনে' গোছ সদর্পে বলিতে লাগিলেন, "বচনবাগীশ মহাশয়া! তাহার পর এই বলিতেছিলাম, তাহার পর এই দেখুন, আমাদের ধুরন্ধরা এই বসুন্ধরা, ইনিও মাধ্যাকর্ষণ যোগে চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণমান হইয়া ফিরিতেছেন। সবাই ঘুরিতেছে, সবাই এই রকম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে পড়িতেছে; কিন্তু কেবল স্থির আছে, আমাদের এই বচনাবর্ত্ত। কেবল স্থির নহে, আবার উন্নতির অশেষ সীমার সহিত স্থির। এ উন্নতির যে মূল কারণ লিবারলগণ, তাহাও বলা বাহুল্য।"

বক্তৃতা এই পর্য্যন্ত আসিলেই, হর্ষে লিবারল দল হইতে রুণু ঝুনু ধ্বনি এবং কন্সারবেটিব দল হইতে "পোড়ার মুখ, পোড়ার মুখ" রবে হাউস ধ্বনিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, শেষে তাহা লিবারলদলের ঝঁাকারে ডুবিয়া গেল।

মন্ত্রী মহাশয়ার বক্তৃতা চলিতে লাগিল, "এখন কথা এই, উন্নতি আমাদের সকল রকমেই হইয়াছে। কিন্তু উন্নতির মধ্যে একটা বড় অসভ্য সময়ের অনুন্নতির চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে (শুন—শুন—শুন)। বলিবামাত্র সকলেই বুঝিতে পারিবেন, অথবা বুঝিতে আর বাকিও কাহার নাই; অর্থাৎ আমাদের এ ভগ্নীতন্ত্র রাজ্য, ভগ্নীলোকই জগতের ভূষণ, ভগ্নীলোকই সর্ব্বস্ব, ভগ্নীত্বই সর্ব্বপ্রধান, এমন কি, নিতান্ত বর্ব্বর হিন্দু যাহারা, তাহারাও ভগ্নীরূপিণী দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। বলিতে কি, এ পক্ষে তাহারা অসভ্য হইয়াও, আমাদের অপেক্ষা সভ্য (শুন—শুন)। আমরা ভগ্নীলোকের মাহাত্ম্য, প্রভুত্ব, উচ্চত্ব, মহত্ব, ইত্যাদি সকলই অবগত আছি, অথচ আমরা কি জন্য যে ভ্রাতা জাতীয় নাম দিয়া ঈশ্বর বলিয়া ডাকিয়া থাকি এবং যাহাদের তাহাতে বিশ্বাস আছে, তাহারাই বা কি বলিয়া ভ্রাতাজাতীয় ঈশ্বর নামের উপাসনা করিয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। (লজ্জা—লজ্জা—লজ্জার কথা)। 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বরী' যদিও মূলে সব ভুয়া, তথাপি যাহাদের কুসংস্কার আজি পর্য্যন্ত ঘুচে নাই, তাহাদের বিশ্বাসের জন্য অবশ্য একটা কিছু রাখার আবশ্যক বটে।"

একজন মেম্বরী।—ওমা! মা কালীকে পূজা দিতে পাইনে, সেই ভয়েই বাঁচিনে। তার উপরে আবার বাঁচি এ বলে কি গা? আমার যে গা কাঁপে!"

চারি দিক হইতে "চুপ—চুপ, অসভ্যতা—অসভ্যতা।" বচনবাগীশও চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা, সুনিয়ম—সুনিয়ম।"

মন্ত্রী।—আবশ্যক আছে বটে, তা বলে একটা পুংলিঙ্গান্ত শব্দ ভ্রাতাভাবাপন্ন ঈশ্বর কেন? যদি একটা চাইই, তবে তাহাকে এমন উচ্চ করিয়া আদর্শ ভগ্নীলিঙ্গে গঠন করারই আবশ্যক যে, যাহার আদর্শে সমস্ত বৃত্তিগুলির স্ফুরণ হইয়া, পূর্ণ ভগ্নীত্ব লাভ করিতে পারা যায়। নীচ ভাবাপন্নকে উপাসনা করিলে, ভগ্নীমহাশয়াগণের প্রকৃতি নীচ হইয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা (মহা হর্ষধ্বনি)। অতএব যাহাতে ভ্রাতা ঈশ্বর উঠিয়া গিয়া ভগ্নী ঈশ্বর তাহার স্থানাধিকার করে; যাহাতে ঈশ্বরনাম পৃথিবী হইতে লোপ হইয়া, কোন ভগ্নীত্বসূচক নামের প্রবর্ত্তনা হয়; এতদর্থে আমি এই বিল হাউসে উপস্থিত করিতেছি। (আনন্দধ্বনি ও করতালি)।

প্রঃ মঃ।—আমি হাউসে প্রস্তাব করি যে, বিষয়টি অতি গুরুতর এবং জরুরী উভয়ই; অতএব ইহা অদ্যই দুইবার পঠিত হইয়া সিলেক্‌ট কমিটির হাতে বিশেষ বিবেচনার জন্ত অর্পিত হউক।

ইত্যবসরে একটা কথা। আমার পার্শ্বস্থ একজন পরদানসিন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মন্ত্রীমহাশয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা ত বেশ, তাহা কি উহাঁর নিজের রচনা?" ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "রচনা উহাঁর নিজের বটে, আবার নিজেরও নহে। অসভ্য সময়ে যিনি উহাঁর পতি বা স্বামী ছিলেন এবং এখন যিনি উহাঁর প্রাইবেট সেক্রেটারী হইয়াছেন, উহা তাঁহারই রচনা; তবে আগেকার গভীর সাধুভাষাপূর্ণ পাণ্ডিত্যটুকু যাহা, তাহা উহাঁর নিজের। উনি বড় পণ্ডিতা, এমন কি 'ধর্ম্মনীতি' ও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এ দুখানি গ্রন্থও ইনি সমস্ত পড়িয়া ফেলিয়াছেন!"

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ার প্রস্তাবের উপর একজন কন্সারবেটিব মেম্বরী আপত্তি করিয়া উঠিলেন। তাহাতে প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইল। ভোটে প্রধান মন্ত্রীরই জিত হইল। সুতরাং বিলটি দুই

বার পঠিত হইয়া তাহার উপর ডিবেট আরম্ভ হইল। বিল পাঠের সময় জানিলাম, 'ঈশ্বর' নামের পরিবর্ত্তে "ভগ্নীপতি" নাম অবলম্বন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে! এক্ষণে ডিবেটের কথা বলি।

কন্সারবেটিব মেম্বরী রামমণি চঙ্গের বক্তৃতা।

"খালে দোঁয়াড় পাতিলেই আপনি এসে মাছ পড়ে। আমার বাবার (জিব কাটিয়া) বলছিলাম কি, ঐ যে কি ভাজা ভ্রাতা বলে গো, মোর ভাই মোর তেনার আড্ডা ধেড়ে ছেল, সে অপনাপনি মাছ ধরে খেতো, বল্‌তি পার কোন দেবতায় তাকে মাছ দিতি আসত? আমি কেতাবে পড়িছি, সেকালে বামুণ মিন্‌সেরা দেবতা বেনিয়ে ঠইকে ঠইকে খেতো। এখনও মেলা বাম্‌নি মুন্তন্নী হয়েছে কিনা—।

কর্ণেল চণ্ডিমণি গাঙ্গুলি।—আ মলো যা, যত বড় মুখ তত বড় কথা; চাঁড়াল হয়ে চাঁদে হাত বলে যে, ঠিক কাজেও তাই হলো। হাদ্দ্যাক্, ফের বাম্‌নি বাম্‌নি কর্‌বি ত টের পাবি।

রামমণি।—কেন গো ঠাকরুণ, কেন কর্‌বো না? কর্‌বো আরু ভাল বল্‌বা, চাঁড়াল আবার কি, মুইও মানুষ, তুইও মানুষ। অ্যাক দেবতায় বেইনেচে, তা আবার কি?

কঃ চ।—আরে মোলো যা, ছোট মুখে বড় কথা দেখনা! আবার তুই মুই! ছোটলোকের এক দশাই আলাদা।

রামমণি।—হিল্লা, মোদের ত জাত উঠে গিয়েছে। এখন তুমিও যা, মুইও তা, তা আবার ছোট নোক কি? মিছে বেড়িও না বলছি ভাল। বাম্‌নি বলে এতক্ষণ এয়াত কচ্চি; আর এয়াত কত্তি পারবো না বল।

কঃ চ।—ফের বলছি তোকে, মুখ সাম্‌লে কথা কোস্।

রামমণি।—কেন কব গা মুখসামলি কথা, বাম্‌নি বলে কি ডরাই নাকি? ওলো আমার আদাড়ী, এখুনি ঝাঁ্যাটা দিয়ে বিষ

ঝেইড়ে দেব না! তা বল্‌চি,—তা বলচি, বলি অত খেইড় না গো। বামন বলিই না এতক্ষণ এয়াত কল্লাম?

কর্ণেলের আর বাক্য সরিল না। চোখে জল আসিল। "সবাই তাকিয়ে মজা দেখে, পোড়া কপালীরে কেউ কিছু বলে না, আমি মুন্ত্রিগিরি করবো না,"—এই কথা কয়টি বলিয়া, উঠিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে মন্ত্রীদল হাঁহাঁ করিয়া পড়িল। চঙ্গমহাশয়াকে কাজেই সে দিনের মত ক্ষান্ত হইতে হইল।

কন্সারবেটিবদের তিতুমণি গুড়ে ডিবেট চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা,—"চঙ্গমহাশয়া যা বল্‌ছিল, তা ত সব—সে সব ত সত্তি কথা। দেবতা, ঈশ্বর, এ সকল আবর নাকি সত্তি হয়! আমাদের মিন্‌সে সে দিন কি একখান কেতাব দেখে বলেছে, ও সব মিত্তে কতা। আমি ত জানি সব মিত্তে, কেবল (কপালে হাত দিয়া নমস্কার পূর্ব্বক) মা মনসা মা ষষ্ঠী সত্তি। তোমরা কেমন ধারা গা ভাল মানষির মেয়ে? মা মন্‌সা মা ষষ্ঠীর পূজোর কতা কারুর মুখে একটিবার নেই, আর এ দেবতা সে দেবতার কতা, কেন গো? মাগো! তোমরা সব চেংড়া চেংড়ী, গরবে পথ দেখ্‌তি পাওনা; অত তেজ থাকবে না। মা ষষ্ঠীর পায় কুটি কুটি নমস্কার। মা আমার বাঁছা কটিকে বাঁচিয়ে রেখো, তাদের সোণার দোয়াত কলম হ'ক। জোড়া কলাছড়া দিয়ে পূজো দেব।"

মন্ত্রীমহলে মুখ তাকাতাকি ও চোখ ঠারাঠারি, শেষে হাসির ঘটায় তোলপাড়। কিন্তু কতক গুলি লিবারল মেম্বরী এবং রাজস্বমন্ত্রী স্বয়ং, ইহাঁরা কিন্তু ষষ্ঠীর নামে জড়সড় হইতে ক্রুটি করিলেন না। রাজস্বমন্ত্রী বরং এমনও বলিলেন, "হাদাক ছুঁড়িরে, তোদের গরম রক্ত; যা করিস তা করিস, কিন্তু মা ষষ্ঠীর নামে একটু বুঝে সুঝে চলিস।" মিসেস্ মন্ত্রী দুই-একজন তাহাতে একটু বিনত হইলেন; কিন্তু মিস্ মন্ত্রীদের মধ্যে হাসির তরঙ্গ আরও যেন দ্বিগুণ হইয়া উথলিয়া উঠিল।

মন্ত্রীবর্গের টিটকারী দেখিয়া মিস সৌদামিনী বসু, বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। ইনিও একজন কন্সারবেটিব মেম্বরী। পূর্ব্বে বড় লিবারল ছিলেন; শেষে একটা দায়ের খাতিরে কন্সারবেটিবদের সঙ্গে মিশিয়াছেন। ইনি একজন সর্ব্বগুণসমন্বিতা। কহিতে লাগিলেন।—"মহাশয়ারা যে কেন হাসিতেছেন, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্ব দুই কন্সারবেটিব মেম্বরী মহাশয়ারা যে পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিত্ব দেখাইয়াছেন, আমি যে তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক বলিতে পারিব তাহা নহে; তথাপি কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। জিজ্ঞাসা করি, দেবতা, ঈশ্বর, এ সকল কোথায় পাইলেন? গ্যানোর ফিজিক খুলিয়া দেখুন, তাহাতে দেখিতে পাইবেন, এ সৃষ্টি আপনি হইয়াছে। তাহার পর বার্জ্জিল, পিথাগোরাস, ককস্‌ফিল্ড, হার্ডার, ডাওনফল, ডগবেরী, মিল, স্পেন্সার, এ সকলই একে একে খুলিয়া দেখুন, কোথাওই ঈশ্বরের দেখা পাইবেন না; অতএব তেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে বিল উপস্থিত করায় ফল কি? ও নাম যত শীঘ্র লোপ হয়, তাহাই ভাল। কুসংস্কার যদি কাহারও থাকে, তাহা দূর করাই উচিত, প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই ভাল নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্র বিলোড়ন করিলে জানা যায় যে, আদিতে হাওয়া হইতে জল হইয়াছে (See Dartundonder en Likhorad), জল হইতে পৃথিবী হইয়াছে (See Guizot's History of Civilisation), তাহার পর তাহা হতে গাছ লতা পাতা জন্মায় (See Goethe's Wilhelm Miester's Apprenticeship), তাহার পর তাহা হইতে (See Newton on Effects and Causes) জীবজন্তু হয় (See Bacon's Advancement of Learning); তাহা (See Blanford's Geography) হইতে (See Royal Reader No. 4) বানর (See Todhunter's Algebra) হয় (See Barnard Smith)। বানর হতে (See Shakspere's Hamlet) মানুষ হয় (See Lethbridge's Selections)। আরও অধিক কি বলিব,

হিন্দুদের যে কেতাব বেদ, রমেশ দত্ত ভ্রাতা মহাশয় কর্ত্তৃক তাহার অনুবাদ দেখ, তাহাতেও ঈশ্বরের নামগন্ধ নাই। ঈশ্বর নামে কোন জীবেরই উল্লেখ তাহাতে পাওয়া যায় না। ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনেও দেখা যায় যে, পৃথিবীর নানা স্তরে নানাবিধ জীবের ফসিল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে ঈশ্বর নামক জীবের ফসিল একটাও এপর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অতএব সকল রকমেই দেখা যাইতেছে যে,—ঈশ্বর নাই।

"এখন কথা হইতেছে যে, তবে ঈশ্বর নামক পদার্থটা আসিল কোথা হইতে? যদি কাহারও জানা না থাকে, তবে জানুন যে, উহা হিন্দুদিগের দ্বারা কল্পিত, এবং হিন্দুদিগের নিকট হইতে, বোগ্‌দাদের খালিফাদের আমলে, আরবি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পাশ্চাত্য ভূমে নীত হইয়াছিল।

"কেবল ঈশ্বর বলিয়া কেন, হিন্দুদিগের সকল বিষয়ই কল্পিত ও ভুয়ো, কিছুরই উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না। (চুড়ি ঝন্ ঝন্ ও খুসির করতালী।) তাহার সাক্ষ্য ভ্রাতা রমেশচন্দ্র দত্ত; যিনি পাণ্ডিত্যে ভগ্নীলোকের প্রায় সমকক্ষ হইয়াছেন এবং এমন কি শাঁখা শাড়ী ও সিন্দুরের দ্বারা পর্য্যন্ত সম্মানিত হইবার যোগ্য। দত্তজা নিজে সংস্কৃতে প্রভূত পণ্ডিত এবং মূল সংস্কৃত শাস্ত্র সকলও ঘরে তাঁহার মজুত; অথচ সে সকলের ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্টে তাঁহার ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পুস্তক লিখিলেন কেন? আসল থাকিতে নকল বা অনুবাদ কে চায়, কিন্তু তথাপি তিনি অনুবাদ চাহিলেন কেন? ইহার একই কারণ, ইহার একই উত্তর ভিন্ন অন্য কিছু সম্ভব হইতে পারে না,—অর্থাৎ হিন্দুর ভাষায় হিন্দুর লেখা যে জিনিস, তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য!

"হিন্দুদের জাল সাজস সম্বন্ধেও দত্ত ভ্রাতা দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুদের এই সম্বৎ সালটা; উহা জাল জুয়াচুরির খাস

নিশান। সম্বতের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সম্বতের অস্তিত্বই ছিল না, সুতরাং বলিতে হয়, অন্যকে কেবল ধোঁকা দিবার জন্যই একটা হালি সালে হাজার বৎসর যোগ করিয়া লইয়া, সম্বৎকে ওরূপ পুরাতন করিয়া লওয়া হইয়াছে। ঠিক কথা। কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, সম্বতের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যদি সম্বতের অস্তিত্ব না ছিল, তবে সম্বতের প্রথম ২।৩।৪।৫ শতাব্দীর তারিখ দিয়া যে বহুসংখ্যক তাম্রফলক বা খোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহাদের সে তারিখ তবে আসিল কোথা হইতে? উহার উত্তরও সহজ। উত্তর এই যে, হিন্দুরা কেবল বর্ত্তমান লইয়াই জাল সাজস করিয়া ক্ষান্ত হয় না; চারি পাঁচ শত বৎসরের পরে জন্মিয়া উত্তরপুরুষেরা পর্য্যন্ত যাহাতে জাল সাজস করিতে পারে, তাহার পর্য্যন্ত পথ রাখিয়া যায়। কি নষ্টচরিত্র গা! এখন বলা বাহুল্য যে, তাম্রফলক ও খোদিত লিপি সকলের তারিখও সেই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মিথ্যা সাজস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

"ফলতঃ হিন্দুচরিত্র যে কতদূর অবিশ্বাস্য, তাহার আরও একটি প্রমাণ দেখ। দত্তজা যে মহাবৈদিক পণ্ডিত, তাহা সকলেই জানেন; আবার এটাও সকলে জানেন যে, হিন্দুরা এটা অতি সহজ কথা বলিয়াই ধরে এবং সকলেই তাহারা জানে, ঋককে গান করিলেই সাম হয়। "অথচ, কিন্তু, তথাপি," সাম কাহাকে বলে, দত্তজার সে প্রকৃষ্ট জ্ঞান হইল কখন?—যখন ষ্টিবেন্‌সনের মনে সন্দেহ হইল যে, সামটি ঋকেরই গান কিনা এবং বেণ্‌ফি যখন প্রমাণ করিয়া দিল যে, হাঁ তাহাই বটে। মহা-বৈদিক পণ্ডিত দত্তজা সাম কাহাকে বলে, এ ছুট্‌লে কথা যে জানিতেন না, একথা কিছু বলিতে পার না; আবার জানেন যদি, তবে ফিরিঙ্গীর চরণে এমন কাতরস্বর কেন? এখন এ নটখটি, এ অসম্ভবে সম্ভবস্থলের মীমাংসা তবে কি? এই এক মাত্র মীমাংসা হইতে পারে যে, সাম কাহাকে বলে সেটা বোধ

করি তাঁহার জানা থাকিলেও তাহা এদেশে শেখা, সুতরাং ফিরিঙ্গীর কাছে যাচাই ভিন্ন তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। "এবং পুনশ্চ" এই জন্যই বোধ হয়, দত্তজার কেতাবের আর আর স্থানে অথবা আগাগোড়া সর্ব্বত্রই ফিরিঙ্গীর দোহাই এত,— "যাচ্যা মোঘাবরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।" সে যাহাহউক, কি অসাধারণ বৈদিকপাণ্ডিত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বল, কি অসাধারণ সত্যান্বেষণবৃত্তির দৌড়টা।!!!

"বলিবই বা কত! হিন্দুর স্বভাবই এই যে, কেমন একটা জালিয়াৎ কুটিল! দেখ তাহারা জানে যে, আগে মহাভারত পরে রামায়ণ; তবু স্বভাবদোষ এখানেও একটু হের ফের না করিয়া থাকিতে পারিল না; তাই বলিল, আগে রামায়ণ পরে মহাভারত। কিন্তু দত্তজা সে ভুরও ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন; অধিকন্তু প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, রামায়ণটা ক্যাবল লাঙল চষার ইতিহাস। *

"এইরূপে, দত্তজার কেবল ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়া কেন, তাঁহার প্রায় সকল গ্রন্থেরই সকল পাতাহইতে হিন্দুদিগের জাল সাজসের ভূয়ো ভূয়ো পরিচয় ও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। দত্তভগ্নীর এ অনুপম প্রেতত্বে শত শত বাহবা!—বলিহারি!

জনেক মেম্বরী।—মেম্বরী মহাশয়া বোধ করি ভুলিতেছেন। প্রেতত্ব নয়, প্রত্নতত্ব মনে করিতেছেন বোধ হয়?

বসু।—হাঁ প্রত্নতত্ব। তা প্রেতত্বও হইতে পারে। যেহেতু মানুষ এ লোক হইতে সে লোকে প্রেরিত হইলেই প্রেত বলে।

* মেম্বরী মহাশয়া এই বক্তৃতার পরেই, কৃপা পরবশ হইয়া, জগতের উপকারার্থে, দত্তজা অনুসারে রামায়ণের যে মূল ঘটনা কি, তাহা উদ্ধার পূর্ব্বক এক অতি মহান পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি আমার পাঠকবর্গের উপকারার্থে এই বৈঠকের পরিশিষ্টস্বরূপ তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

এও একাল হইতে সেকালে বা এ দেশ হইতে বিলাতে আত্মা প্রেরিত করিয়া রত্নোদ্ধার। (ফলতঃ বসু মহাশয়া কোন প্রকারে অপ্রতীভ হইবার পাত্র নহেন। অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব ব্যাকরণ ও অভিধান ও খেতাব বটে, এ সকল না হইলে মানাইবেই বা কেন!)

পুনর্ব্বার বসু মহাশয়া বলিতে লাগিলেন।——

"অতএব যে ঈশ্বর হিন্দুর দ্বারা কল্পিত, যাহা জলজীয়স্ত ভুয়ো, তাহা স্বভাবেই মিথ্যা পদার্থ। তবে সে সম্বন্ধে বিল লইয়া, এবং ঈশ্বরের বদলে আবার প্রতিনিধি দেবতার প্রস্তাব করিয়া, হাউসের সময় নষ্ট করা কেন? কালে ঈশ্বর বিষয়ক কুসংস্কার, আমাদের এ উন্নতিস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইয়া এবং কোন্ দারুণ দুরারোহ কাছাড়ে লাগিয়া, আপনা আপনিই বানচাল হইয়া যাইবে। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, বিল খানি উঠাইয়া লওয়া হউক।

হাউস, মেম্বরী মহাশয়ার এ সার ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গুরু গম্ভীর বক্তৃতা শুনিয়া, যেন তর্ ও মাতোয়ারা হইয়া গেলেন। সে রাত্রে আর কাহারও সাধ্য হইল না যে, নেশাভঙ্গের ভয়ে কেহ কোন কথা উঠিয়া বলিতে সমর্থ হয়েন। বিশেষতঃ ওদিকে রাত্র অধিক হইয়াছে বলিয়া, গ্যালারী হইতে গৃহপতিগণ আপন আপন মুনিবকে আকার ইঙ্গিতে সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার অনেক মেম্বরীর ছেলেও, বক্তৃতার ক্রমাগত কাঁ কাঁ শাঁকচুন্নি রবে সুপ্তোত্থিত হইয়া, মাই খাইবার জন্য সুতানলয় সমন্বিত সমস্বরে ঐক্যতান জুড়িয়া দিল। সুতরাং কাজেই সে রাত্রের মত বৈঠক ভঙ্গ হইল।

পঞ্চম বৈঠকের পরিশিষ্ট

রামায়ণ।

(মেম্বরী শ্রীমতী সৌদামিনী বসু প্রণীত।)

কথা আছে, বেদব্যাস ষাইট লক্ষ শ্লোকে মহাভারত রচনা করিয়া, ৩০ লক্ষ শ্লোক দেন দেবলোকে, ১৫ লক্ষ পিতৃলোকে, ১৪ লক্ষ গন্ধর্ব্বলোকে এবং মানুষকে কলির হাত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নরলোকে দেন ১ লক্ষ মাত্র। তাই বসুমহাশয়াও ষষ্টি লক্ষ শ্লোকে এই খাঁটি রামায়ণ খানি রচনা করেন; এস্থলে মেয়ে পার্লেমেণ্টের পাঠকগণের উদ্ধারার্থে, মোটে তাহার এক লক্ষ মাত্র শ্লোক করুণা পরবশ হইয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সেই জন্যই এই সংক্ষিপ্ত রামচরিত উপহার প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকারিণীর উক্তি।

হাউস মণ্ডপে আমার বক্তৃতকালে বলিয়াছি যে, লাঙল চষায় মাটিতে যে ফালের দাগ পড়ে, তাহাকে বলে সিতা। রামায়ণটা কুল্লে সেই সিতা ও লাঙল চষার ইতিহাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, লাঙল চষার আবার ইতিহাস হইতে পারে কিরূপে। অতএব আপনাদের অবগতির জন্য চলিত রামায়ণের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা মূল ঘটনাবলি আমি দত্ত ভায়ার সাহায্যে যেরূপ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাই আপনাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যাহা একদিকে দত্তজা ভ্রাতা এবং আর দিকে আমি ভগ্নী, উভয়ের বিদ্যাবুদ্ধিরূপ প্রখর খন্তা কোদালে খুঁড়িয়া উদ্ধার করা, তাহা যে খাঁটি সত্য, নির্ভাঁজ সত্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র করিবেন না।

মূল ঘটনা আমাদেরই অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে, অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণায় সংঘটিত হয়।

দুম্‌কায় অনতিদূরে পরম রমণীয় এবং নাতি উচ্চ নাতি নীচ কেঁদুয়াতলী নামক পাহাড় আছে। তথায় মহাত্মা দশাই মাহতের বসতি। মাহত সমস্ত সাঁওতাল বস্তিটার খোদ একাধি-পতি মাঝি অর্থাৎ মোড়ল। তার ছিল দুটো অতি বওয়াটে নষ্ট ও ত্রপণ্ড ছেলে, একটার নাম রামাই আর একটার নাম লথাই। ছোঁড়া দুটোর জ্বালায় সমস্ত বস্তি জ্বালাতনের একশেষ।

তা হলেও, তাহাদের ভাই ভাইতে ছিল কিন্তু বড়ই জমাট বাঁধা পীরিত। দুজন দুজনকে চোখের আড় করিত না। যদি বা আড় হইত, তবে যে রামাই হাঁক দিয়াছে—"হু—হু হু হু হো—লথাইরো!" অমনি লথাই যেখানে থাকুক না কেন, এমন কি মুখের ভাত ছাড়িয়াও, কাঁড়বাঁশ হাতে রামাইয়ের পাশে আসিয়া হাজির।

এখন মাহতের সখ গেল যে, সে বুড়ো বয়সে আবার একটা মিতিন কাড়ে। তা যেমন সখ, অমনি মতলব; যেমন মতলব অমনি কাজ।

কিন্তু ছোঁড়া দুটো নূতন মিতিনকে দুই চক্ষু পেড়ে দেখতে পারে না। তাহারা মিতিনের বিষম পুন্‌কে শক্র হইয়া দাঁড়াইল; এক দণ্ডও বনে না; ছলে না ছুতোয় সর্ব্বদাই ঠিকি মিকি, ঠিনি মিনি, চলিতে লাগিল। মিতিন কত কাঁদে, মাহতের কাছে কত বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, কিন্তু মাহতের হইল বিষম সমস্যা; একে বুড়ো বয়সের মিতিন, মন না রাখিলে নয়; আবার ওদিকেও ছোঁড়া দুটোর উপরে বড় দম; কাজেই না এদিক না ওদিক, একরূপ হতগজ গোছে চলিতে লাগিল।

এইরূপে দিন যায়, দিনের পর দিন আসে, আবার দিন যায়; কিন্তু যত যায় ততই গুম্‌রে গুম্‌রে মিতিনের প্রাণ ওষ্ঠাগত। আহা! এমন যে তাহার চুক্ চুকে বার্ণিস বিনিন্দিত কালির বরণ, মনের তাপে তাহা যেন ফ্রেণ্ড কোম্পানির ব্ল্যাক কালিতে পরিণত হইল।

কিন্তু নবযুবতী মিতিন, দৈব কত দিন তাহার প্রতি অনুকুল না হইয়া থাকিতে পারেন। বিশেষতঃ সুযোগ খুজিতে আরম্ভ করিলে, সুযোগ কয় দিন হাতে না আসিয়া থাকিতে পারে। অতএব দৈবের নির্ব্বন্ধ! মাহুত এক দিন গাঁজা খেয়ে ভোঁ হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় মিতিন যায় সেখান দিয়া কাঠের আটি মাথায়। বুড়ো মাহুত তখন মিতিনকে কাছে ডাকিয়া, তাহার থুঁৎনিতে হাত দিয়া আদর পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—"মিতিন, তুই বড় কাহিল আছিস ক্যান রা।" মিতিন অমনি নাকি নাকি স্বরে কাঁদুনি ধরিয়া ফোঁফাইতে ফোঁফাইতে বলিল,—"তোহর ছালিয়া দুটো মোকে হাকটু কাঁড়ু কাঁড়ু করে, মোকে মা না কহুচে।—" মিতিনের আর অধিক বলিবার সাবকাশ হইল না।

মাহুত নেশার ঝোঁকে এই পর্য্যন্ত শুনিবা মাত্রই অমনি রাগে তিনহাত লাফাইয়া উঠিয়া ডাগর গলায় ডাক ছাড়িয়া বলিল,—"কি! তোহকে মা বলে না, তার বাবা যে সে তোহকে মা বলবে রে।" ইহার পর, ছোঁড়া দুটোর সঙ্গে মাহুতের যে কি হইয়াছিল বা না হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তার পর দিনই দেখা গেল, ছোঁড়া দুটো তির থামটা ও কুড়ুল কাঁধে করিয়া দেশান্তরী হইতেছে।

ছোঁড়া দুটো অনেক ঘুরতে ঘুরতে শেষে বাঘমারা পাহাড়ের কাছে রাবণা মাঝির এলাকায় উপস্থিত। পাহাড়ের নীচে একটা মরা জলের বাঁধ ছিল, তার দক্ষিণ ধারে রাবণা মাঝির বস্তি ও বাড়ী; আর রামাই ও লখাই রহিল তাহার উত্তরধারে পাতালতা দিয়ে একটা কুঁড়ে বানাইয়া। তির থামটা দিয়ে শিকার করে আর খায়, শিকার করে আর খায়; শেষে একদিন ছোঁড়া দুটোর সখ গেল যে—'আয় ভাই, লাঙল চষে আবাদ করি।' মজের নষ্টামী ও ত্রাগুগিরি কোথাও ঘোচেনা। যেমন মতলব, অমনি একদিন রাবণা মাঝির হাল গরু মাঠে

মাঠে চুরি করিয়া, মাঝিরই একখণ্ড জমিতে লাঙল যুড়িয়া বসিল। রামাই লাঙল ধরিল জমির পূর্ব্ব কোণে, আর লখাই ধরিল পশ্চিম কোণে। রামাই জমিতে সিতা দিয়ে যায় এদিক হতে, লখাই সিতা দিয়া আসে ওদিক হতে; এমনি করে ক্রমাগত উল্টে সিতা, পাল্টে সিতা, এদিক হতে সিতা, ওদিক হতে সিতা, সিতার উপর সিতা, শেষে সিতায় সিতায় ধুলো পরিমাণ।

এমন সময় মাঝির বহিন স্থুপি, পাশের একটা গর্ত্তে ব্যাঙ শিকারে কোঁচড় ভরিয়া, সেই পথ দিয়া যায়। সে দেখিল, দাদার হাল গরু লইয়া দাদারই জমি চ'ষে পয়মাল, তখন রাগে বলিল—"হারে লখাই, ও কি কর্চ্ছুস, র দাদাকে কহে দিব অখন, মজাটি দেখবি।"

দুজনার মধ্যে লখাইটে আবার ছিল কিছু বদ্‌রাগী। স্থুপিরও যেমন বলা, অমনি ধাঁ করে এক পাঁচন বাড়ী স্থুপির নাকে। স্থুপিরও যেমন গোঁ গোঁ করিয়া মাটিতে পতন, অমনি ব্যাঙ গুলাও কোঁচড় হতে ঝুপ ঝুপ করিয়া লাফ দিয়া পলায়ন। নাক যাউক তায় ক্ষতি নাই, স্থুপির প্রধান মনোদুঃখ যে, অনেক কষ্টে শিকার করা ব্যাঙ গুলা হাত ছাড়া হয়ে গেল। স্থতরাং স্থুপি রাগে গর গর, ভায়ের কাছে গিয়ে সে কত যে ছাঁদুনী বাঁধুনীতে কাঁদুনী করিয়া কহিল, তাহার আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

স্থুপির কাছে শুনিবা মাত্র, বিষম এক নাদ্‌না ঘাড়ে করিয়া মাঝির পো উপস্থিত! তাহার মতলব ছিল এক নাদ্‌নার ঘায়ে দুজনারই কর্ম্ম কাবার করে। কিন্তু আসিবা মাত্র দেখিল যে, বেখরচা মেহন্নতে জমি খানায় তাহার চাষ হইয়াছে মন্দ নয়। তাহা দেখিয়া তাহার অনেকটা রাগ পড়িয়া গেল। স্থতরাং ছোঁড়া দুটোকে আর কিছু না বলিয়া কেবল দুগালে মাত্র বিরাশি সিক্কার ওজনে দুই চড় দিয়া হাল গরু কাড়িয়া লইল ও জমি

খানার সিতায় সিতায় সারি করিয়া, সুওরগুজা ছড়াইয়া দিল। শুনিয়া রেখ গো, ইহাই তোমার রামায়ণে সিতাহরণ বলিয়া বর্ণিত!

ছোঁড়া দুটা ফুলিয়া ফুলিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল; শেষে মাঝিকে একটু তফাতে দেখিয়া ভাবিল আর ভয় কি? তখন সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আচ্ছা, যা শালা, দেখে লিব।" ছোঁড়া দুটো বিষম কুটিল; এখন প্রতিশোধ লইবে কিসে, সেই ভাবনায় তাহারা ব্যাকুল। শেষে অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া ত্রপণ্ড বুদ্ধিতে আচ্ছা এক মতলব আঁটিয়া বসিল; পরে তাহা প্রকাশ হইবে।

সে পাহাড়ে ছিল অনেক হনুমান। রামাই লখাই করিল কি, লোকের কলামূলা চুরি করিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া খাওয়া-ইয়া বানরগুলাকে আচ্ছা বশ করিয়া তুলিল। শেষে যখন বেশ বশ হইল, তখন একদিন রাত করিয়া রাবণ মাঝির চালে চালে না এক একটা কলা গুঁজিয়া দিয়া, তাহার পর দিনে সকাল বেলা হনুমান লাগাইয়া দিল। সব কুঁড়ে ঘর কি না, তায় শীতকাল, সকলে আগুণ পোহাইতে ছিল; হনুমানের দুপ দাপে হুপহাপে, লাগ্‌বি ত লাগ—সব আগুণ লেগে—ছারখার! শুনিয়া রেখ গো, ইহাই তোমার রামায়ণে হনুমানের লঙ্কাদগ্ধ।

শেষে মাঝির পো শুনিল যে, এ যত নাটের গুরু—সব সেই রামাই আর লখাই। তখন যেমন ধেয়ে আসিবে মারিতে, মোটা সোটা মানুষ কি না, অমনি হোঁচট খেয়ে মুখ থুব্‌ড়ে যেমন পড়া, অমনি রামাই লখাইও এসে এলো মেলো মার, তারপর ফিরে দেখে যে, মাঝির পো অক্কা।

রামাই লখাইও বেগতিক দেখে পালিয়ে পার! কিন্তু যাবার সময় ভাবিল অমনি সুধু হাতে যাই কেন, কুঁড়ের কাছে সেই হরণকরা সিতে যুক্ত ক্ষেত হতে যত পারিল, সুওরগুজা কাটিয়া লইয়া দৌড়। এই রূপে পুনর্ব্বার সিতা উদ্ধার করিয়া তাহারা

যে কোন্ পাহাড়ে গিয়া লুকাইয়া রহিল, তাহার আর খোজ খবর পাওয়া গেল না। কিন্তু পাণ্ডবেরা হিমালয়ে পালিয়ে গেলে, হিন্দুরা যেমন বলে যে, তাহারা স্বর্গারোহণ করেছে; এ সম্বন্ধেও তেমনি রটিয়েছে যে, রামাই লখাই অযোধ্যায় গিয়ে রাজা হয়েছে। *

তাহার পর উত্তরকাণ্ড; সেত সকলই ভুয়ো ও কবিকল্পনা এবং বিশেষতঃ প্রক্ষিপ্ত তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বা তন্নিহিত ঘটনাবলি সম্বন্ধে, আর কিছুই উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

দত্ত ভ্রাতা বোধ করি বিষয়কার্য্যে ব্রতী থাকা কালীন যখন সাঁওতাল পরগণা বা তাহার কাছাকাছি জায়গায় যান, তখনই তাঁহার মহতী ও স্বভাবসিদ্ধ গবেষণার দ্বারা রামায়ণের মূল ঘটনার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা যে কোন্ সময়ের, কেবল তাহার আভাস দিয়াই ক্ষান্ত হইয়া ভাল করেন নাই। সময়টা ঠিকঠাক নিদ্ধারণ করিয়া দিলেই ভাল হইত।

যাহাহউক, তিনি যাহা না করিয়াছেন, তাহা আমি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অবশ্যই ভ্রাতাগণের অপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি দিব্য এবং প্রখরা; এজন্য তাহাদের ন্যায় আমাদের নানা তর্ক বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা ভগ্নীলোক সুতরাং এক কথায় যাহা বলিয়া থাকি, তাহাই অভ্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব রামায়ণের তারিখ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যখন দফ্রাগাজির সাঁটার মধ্যে রামায়ণের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না, তখন অবশ্যই এটা স্থির যে, রামায়ণ তাহার অনেক পরে না হউক, পরে হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই স্থির হইতেছে যে, বাল্মীকির রামায়ণ

* মূল ঘটনা প্রায় সবই মিলাইয়া পাইলাম, বাদ সাগরলঙ্ঘন ও সাগরবন্ধন। কেন যে লেখক মহোদয় ও মহোদয়া সে দুই কাজে নারাজ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কেহ বুঝিতে পারেন, ত বলুন।

গ্রন্থকে কোন মতেই ৬০।৭০ বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া ধরিতে পারা যায় না।

অবশেষে আমার একটি সদইচ্ছায় ভগ্নীগণ কি বলেন ও কি মতামত দেন? দত্তজার যেরূপ ভগ্নুপম পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও সত্যপ্রিয়তা, তাহাতে তাঁহাকে অনারারী "ভগ্নী" উপাধি দিলে হয় না কি?

ইতি রামায়ণ।

ষষ্ঠ বৈঠক।

ঈশ্বরের নামকরণ।

গত বৈঠকে মেম্বরী মিস্ বসু মহাশয়ার বক্তৃতার পর হাউস বন্ধ হয়। আজিকে তাহার উপর উতর গাওয়ার ডিবেট।

হাউস বসিল, বচনবাগীশ চেয়ার গ্রহণ করিলেন। এখন উতর গাহিবেন কে?

উহা লইয়া লিবারল মহলে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। একজন বলিল, "দাঁড়া, আমি জবাব দিচ্ছি;" আর একজন বলিল, "না দিদি তুই র আমি দিই;" আর একজন, "তুই থাক দিদি আমি বলি"; আর একজন, "মর ছুঁড়িরে, তোরা চ্যাংড়া চেটো নেটো, তোরা কি জানিস, তোরা থাক, আমি উঠি"; আরও একজন, "মাইরি ভাই, আমার মুখ যেন চুলবুল ক'চ্ছে, তোরা যদি একটু থামিস ত আমি বলি"; এইরূপ 'আর একজন' 'আর একজন' করিতে করিতে কত জন যে হইল, সংখ্যা করিতে গেলে সংখ্যায় বুঝি কুলায় না। মহাগণ্ডগোল হইতে লাগিল, এমন কি বচনবাগীশের পক্ষে তাহা থামাইয়া উঠা মহাদায় হইল। যাহা হউক, শেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে, পণ্ডিতার জবাব পণ্ডিতাই দিবে। উত্তর

দিবার জন্য যিনি নির্ব্বাচিত হইলেন, তিনি ভগ্নীরাজ্যস্থ সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের মাথা-মুণ্ড।

মাথা-মুণ্ড পণ্ডিত বড় ধড়িবাজ ভগ্নী। যেদিকে যেমন জল পড়ে, সেদিকে তেমনি ছাতি ধরেন; তেলের কারবারে ও কাজে সিদ্ধহস্ত। ঘরের ঢেঁকি; কিন্তু বাহিরের?—তপ্‌সে মাছ; অর্থাৎ যাহাদের জন্য বাহিরে উহাঁর গতাগতি, তাহাদের নিকট তেল তদ্বিরে এমনই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছেন, যেমন মদের মুখে তপ্‌সে মাছ তাহাদের প্রিয়। ঘরের এবং সকলের সলাসন্ধান বাহিরে দানে মূর্ত্তিমতী চারিপদ, অথচ সকলের ক্রিয়াকর্ম্মেই মহা মহা মুরুব্বী। লালদিঘি যদি কালি হয়, মনুমেণ্ট যদি কলম হয় এবং গোটা কলিকাতা খানা যদি কাগজ হয়, তবু ইহার দ্বৈমুখচতুর গুণকীর্ত্তি লিখিয়া ফুরাণ যায় না। আবার কুরি কট্‌লেট মদনছাবার মিশালে টাকি শিবপূজারই বা ঘটা কি? এ হেন পণ্ডিতা মাথা-মুণ্ড আজি বসু মহাশয়ার উত্তর দানে উদ্যতা।

লিবারল মেম্বরী মাথা-মুণ্ড পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন; "কন্সারবেটিব মেম্বরীরা যাহা বলিয়াছেন, মূলেই তাহা অগ্রাহ্য। আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর নাম যে এ জগতে নাই বা ও নাম কিছুই নয়, একথা ঠিক নহে। কারণ দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলিয়া একজন গণ্য মান্য ভ্রাতা দেদীপ্যমান বর্ত্তমান ছিলেন। আসল ঈশ্বর না থাকিলে এ নকল ঈশ্বরের উৎপত্তি হইল কি করিয়া? তাহার পর চারুপাঠ নামক মহাগ্রন্থে অনুসন্ধান করিলে, তাহাতে ঈশ্বর নামের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং বোধোদয়েতেও ঈশ্বর নামের উল্লেখ জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। অধ্যাপক ওয়েবার এবং লাসেন বলিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের অনেক গ্রন্থেই ঈশ্বর উপাসনার কথা আছে। আমিও সংস্কৃতবিদ্যা ও সর্ব্বশাস্ত্রে তাহাদের ন্যায় সমান মূর্ত্তিমান মুগুরে পণ্ডিত, সুতরাং আমারও সে কথায় সায় দিবার অধিকার আছে।

তাহার পর এখন ঈশ্বর উপাসনা বলিলে, ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'বহুব্রীহি সমাস' হইল অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা! তাহার পর যদি তাহাতে লজিকের সিলোজিজম খাটান যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের উপাসনা অথবা উপাসনার ঈশ্বর বলিয়া যেমন করিয়া উল্টাও পাল্টাও, তাহাতেই প্রতীত হইবে যে, যেখানে উপাসনা, সেখানেই ঈশ্বর; অতএব উপাসনা যখন রহিয়াছে, তখন যে ঈশ্বরও হিন্দুদিগের গ্রন্থে ছিল, তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না। পণ্ডিতা মেম্বরী মহাশয়া কেবল হিন্দুর কথা হইলে শুনিবেন না বুঝিতেছি। তজ্জন্য তাঁহার প্রবোধার্থে বলিব, অধ্যাপক মক্ষ-মুলার এবং গোল্‌ডষ্টুকর ও মনিয়র উলিয়মস্‌ও এ মত সমর্থন করেন। বিশেষত মক্ষমুলারের সংস্কৃত ব্যাকরণে যখন ঈশ্বর শব্দের পদসাধন করা রহিয়াছে, তখন স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, মক্ষমুলারের ন্যায় পণ্ডিতও ঈশ্বর নামের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বন্ধু মহাশয়া অনেকগুলি পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন, আমি তত গুলিন কেতাবের উপর বরাত দিয়া কষ্ট দিতে চাহিনা; কেবলমাত্র থ্যাকার কোম্পানির ক্যাটালগের লিষ্টভুক্ত কেতাব কয়খানি দেখিতে অনুরোধ করি; দেখিবেন যে, সে সকলেতেই ঈশ্বর নামের উল্লেখ আছে (মন্ত্রীবর্গের বেঞ্চ হইতে সচুড়িঝঞ্জন করতালি ধ্বনি)। তাহার পর বার্টেল, ডেনিস মণি, হেনিসি, একসা, ইত্যাদি মহা মহা পণ্ডিতবর্গও ঈশ্বর নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ঈশ্বর যে আছেন, তাহা নিঃসন্দেহ-রূপেই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, ঈশ্বর যদি আছেন, তবে কত দিন হতে আছেন? এ বিষয়ের তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যখন বোধোদয় ও চারুপাঠ আদি গ্রন্থে ঈশ্বরের নাম দেখা যাইতেছে, তখন সেই সকল গ্রন্থের উৎপত্তি সময়ে যে ঈশ্বর ছিলেন, তাহাতে ত আর সন্দেহ মাত্র নাই। যাহাহউক, এক্ষণে সে সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থকলাপ

পরিত্যাগপূর্ব্বক, পুরাতন প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের সময়ে ঈশ্বর ছিলেন না, এতদর্থে দত্ত ভ্রাতার ঋগ্বেদের তর্জ্জমাই অকাট্য প্রমাণ। তদনন্তরে ভট্ট পণ্ডিত এবং বৈদিক ষণ্ডা মক্ষমুলার বলেন যে, বৈদিককাল হইতে পাণিনির সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে লিখনপ্রণালীর নামটিও ছিল না। সুতরাং যেখানে লেখার কারবার ছিল না, সেখানে যে ঈশ্বরও ছিল না, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ ঠিক বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। গ্রীকদিগের গ্রন্থে মিগাস্থিনিসে উল্লেখ আছে যে, হিন্দুরা কি একটা জিনিসের পূজা করিত, চীন দেশের ভ্রমণকারী ফাহিয়ান ও হিউয়ঙ্গসাঙও তথাবিধ উক্তি করিয়া থাকেন। কাজেই বলিতে হয় যে, মিগাস্থিনিসের সময় হইতে হিউয়ঙ্গসাঙের সময় পর্য্যন্ত, ঈশ্বর তখনও স্পষ্টরূপে হয় নাই; তখন কেবল তাহার ছাঁচ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। অক্ষয়কুমার দত্ত নামক ভ্রাতার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, ষড়দর্শন এবং পুরাণাদি ইহারা সকলেই নাস্তিক ছিল। (শুন শুন এবং কন্সারবেটিবদল হইতে আনন্দরোল ও করতালি ধ্বনি) কথাটা একটু বিরোধী হইতেছে বটে, কিন্তু বোধ হয় অক্ষয় দত্ত ভ্রাতার কথাটি তলাইয়া বুঝিতে একটু ভ্রম হইয়াছিল, কারণ যাহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলে, সেই সাংখ্যদর্শনেও পুরুষ বলিয়া কি একটা জিনিষের উল্লেখ দেখা যায়। সেটা পুরা ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের ছাঁচ বাঁধা না হইলেও, একেবারে যে তাহা কিছুই নয়, সে কথা বলিতে পারা যায় না। ফলত সকল দিক বিবেচনা করিলে, আমার মতে 'পুরুষ' শব্দটা আর কিছুই নহে, উহা ঈশ্বর হইবার পূর্ব্বাহ্নিক যে ছাঁচ বাঁধার কথা বলিয়াছি, তাহারই একটা নামান্তর মাত্র। তাহা হইলে বলিতে হয় এটাও ছাঁচ মাত্র, পূরা ঈশ্বর নহে। অতএব পুরাণাদির সময়েও পূরা ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় না। তদনন্তর পর পর আরও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া

খুজিতে খুজিতে আসিলে, রামমোহন রায় ভ্রাতাকে কিন্তু স্পষ্ট ঈশ্বর শব্দের উল্লেখ করিতে দেখা যায়; অতএব উক্ত ভ্রাতার আমল হইতে যে ঈশ্বর পূরাপুরি হইয়াছেন, সে পক্ষে আর. কিছু মাত্র সন্দেহ রহিতেছে না। (লিবারল মহলে চুড়ি ও করতালি ধ্বনি) বাপ! তাহাও কি কম পুরাতন? অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর একটা নূতন জিনিস নহে, উহা সর্ব্বপ্রকারে একটা অতি পুরাতন জিনিসই বটে। সুতরাং সমাজে যাহারা এখনও কুসংস্কারাপন্ন আছে, তাহাদিগকে মঙ্গলে রাখার জন্য ঈশ্বরকে এখনও বজায় করিয়া রাখায় বিশেষ কোন দোষের বিষয় হই· তেছে না। (গুনগুন) যেহেতু দশের জন্য অনেক কুকর্ম্ম যাহা, তাহাও করিতে হয়। তবে একথা সত্য বটে যে, ঈশ্বর নামটা অসভ্যদের; এবং আমাদের এ ভগ্নীপ্রধান রাজ্যে সে নাম বজায় রাখা অতি লজ্জার কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রস্তাব-কারিণী মেম্বরী বলিয়াছেন যে, নামটা "ভগ্নীপতি" হওয়া উচিত; কিন্তু এ নাম কতদূর যোগ্য, তাহা হাউসের দ্বারা বিচারিতব্য। (লিবারলদলের ঘোর কোলাহল ও আনন্দধ্বনির মধ্যে উপবেশন।)

অহো! কি অপূর্ব্ব প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার ও প্রত্নতত্ত্ব মীমাংসা! বলিতে কি, প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার ও মীমাংসা প্রণালীর ইহা নিখুঁত ও অতি উচ্চতম আদর্শ।

নষ্ট লোকে বলিয়া থাকে বটে যে, সকল বিদ্যার আলোচনা অপেক্ষা প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা বড় সুখের ও বড় মজার। কারণ, যে কোন একটা কেতাব হইতে বহু কেতাবের নাম তুলিয়া একটু মানান করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই, লোকে ভাবে কি সর্ব্বদর্শী বেহুদা পণ্ডিত ও বিদ্বান গা! অথচ ওদিকে তত কেতাব সহজে কেহ দেখিয়া যে যাচাই করিয়া পাণ্ডিত্যে কলঙ্ক পাড়াইবে, সে আশঙ্কা নাই। বলা বাহুল্য যে, এ অতি হিংসক ও কুটিলবুদ্ধি লোকের কথা।

লিবারল মেম্বরী রাইমণি দত্ত উঠিয়া বলিলেন, "ভগ্নীপতি নামটায় আমার একটু আপত্তি আছে। তাহার কারণ পতি শব্দ থাকায়, যে অসভ্যতা আমরা তাড়াইতে যাইতেছি, তাহাই যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া ও জড়াইয়া কাঁটালের আঠার মত লাগিয়া যাইতেছে।"

লিঃ মেঃ কামিনী ভট্টাচার্য্য।—পতি শব্দ থাকার একটু দরকার; কারণ ভ্রাতাগণ নিয়েওত আমাদের কতকটা ঘর করিতে হয়। তাহাদের মনস্তুষ্টিটে একটু একটু করা ভাল। তাহারা বিদ্রোহী হইলেও ত ক্ষতি আছে।

রাইমণি দত্ত।—সে কথাই নহে। যখন নির্ব্বোধের প্রবোধের জন্যই ঈশ্বর, তখন তাহা যতদুর আদর্শ পদার্থ স্বরূপ হইতে পারে, তাহাই করা উচিত; এবং তাহা কেবল আগাগোড়া একমাত্র ভগ্নীলিঙ্গবিশিষ্ট নামের দ্বারা সংসাধন হইতে পারে।

অতঃপর কি নাম হইবে, তাহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উঠিল। শেষে স্থির হইল যে, এখন একটিমাত্র কথায়, এমন এক নাম রাখিতে হইবে, যাহা 'ভগ্নীপতি' অর্থবোধক; অথচ যাহাতে ভগিনীদিগের মহিমা ও উচ্চতার হানি না হইতে পারে, এজন্য তাহা স্ত্রীলিঙ্গান্ত শব্দ হয়। ভগ্নীপতি অর্থবোধক হওয়ার অপরিহার্য্য প্রয়োজন এই যে, প্রথমতঃ তদ্দ্বারা ভ্রাতাগণের কতকটা মনস্তুষ্টি সাধন হইবে; দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের যে উচ্চত্ব ও আদর্শভাব অবধারিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা তদ্দ্বারা সম্যক প্রকারে নির্ব্বাহিত হইবে; কারণ ভগ্নী-দিগের অপেক্ষা উচ্চ ও আদর্শচরিত আর কে? সুতরাং সে ভগ্নীর পতি এরূপ অর্থ বুঝাইলে, কাজেই তদ্দ্বারা উচ্চতা ও আদর্শভাবেরও পরাকাষ্ঠা আপনাপনি ফুটিয়া বাহির হইতে থাকিবে। কিন্তু এখন বিষম সমস্যা এই যে, সেরূপ এক শব্দ কোথায় মিলে। ভগ্নীপতি শব্দকেই যদি স্ত্রীলিঙ্গান্ত করা যায়, তাহাতে হয় ভগ্নীপত্নী; কিন্তু সেটা যেন কেমন বেস্নুট

বেস্থট বলিয়া বোধ হয়। তবে এখন উপায় কি? উপায় আছে। ভগ্নীপতির চলিত ভাষায় আর একটি প্রতিশব্দ আছে, তাহা অতি কোমলও বটে, মধুরও বটে, অথচ অর্থে কোন ঘাটি পড়ে না, যথা 'বোনাই'। তাহার পর আরও স্ুবিধা এই যে, ভগ্নীপতিকে স্ত্রীলিঙ্গাত্মক করিলে যেমন অর্থের গোল পড়ে, ইহাতে সে সব গোল কিছুই নাই; যেহেতু অর্থকে অর্থ বজায় রাখিয়া বোনাইকে স্বচ্ছন্দে স্ত্রীলিঙ্গান্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, যথা—'বোনাইনী'। বলা বাহুল্য যে, ইহা সকলেরই একবাক্যে পছন্দ হইল। তখন ঠিক হইল যে, এখন হইতে ঈশ্বর নাম এবালিস হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নাম হইল,—'বোনাইনী'! অতঃপর আর যেন কেহ ঈশ্বর বলিয়া না ডাকেন। যে কেহ 'বোনাইনী' না বলিবেন, তাঁহার শাস্তি হইবে। শাস্তিও গুরুতর,—দাম্পত্যদণ্ডবিধিতে তাহা বিশিষ্টরূপে নিরূপিত থাকিবে।

অতঃপর বিলখানি ভোটে দেওয়া হইল। মন্ত্রীপক্ষের মহা আনন্দকল্লোলের মধ্যে, দ্বিতীয় পাঠের জয় হইবায়, বিল সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হইল।

সিলেক্ট কমিটি।

ঈশ্বরের উপাসনা ও নাম পরিবর্ত্তন বিষয়ক বিলের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা হইবে। অতি সঙ্গোপনে আমি এ রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া, সাধারণে অর্পণ করিতেছি।

১ম মেম্বরী।—মাইরি ভাই, আমার এ মেম্বরীগিরি আর ভাল লাগে না।

২য় মে।—কেন লা. কার জন্যে মন পুড়ে উদাস হলো?

১ম মেঃ।—না ভাই রাতে কোথায় বিশ্রাম করবো, ঘুমবো, না মেম্বরীগিরি কর। সত্তি বলছি দিদি, আমার হাউসে আস্‌তে হলেই যেন গা কেমন কেমন করে। গায়ে যেন জ্বর আসে।

২য় মেঃ।—কেমন লা, সে রাঁধে বাড়ে ত?

৩য় মেঃ।—হ্যাদ্যাক বোন বলব কি, মজার কথা শোন্; রাঁধাবাড়ার কথায় মনে পড়লো। আমার সে মিন্‌সে থাকে থাকে, একবার একবার কেমন যেন তার মনটা হুহু করে পুড়ে উঠে। তার ইচ্ছে, আবার আমাকে আগেকার মত ঘরে পুরে রাখে, আবার ঘরকন্না করায়, আবার রাঁধিয়ে বাড়িয়ে নেয়।

২য় মেঃ।—আ মলো যা; আঁস্পদ্দা সামান্তি নয়, তা তুই কি বলিস?

৪র্থ মেঃ।—আমার মত কর্ত্তে পারিস্ নে? আমি ভাই সে দিন আর একজন প্রাইবেট সেক্রেটারী রাখলাম। ওমা, তা দেখে, বলবো কি হাসবার কথা, আমার আগেকার তিনি চড়াও কত! ক্রমে দেখি যে বেগতিক। শেষে আমার আরদালি ঝিকে ডেকে বল্‌লাম, বলি ওটাকে বার করে দেত, আর বলে দে যে, আমি ওকে ডিসমিস্ করলাম। হ্যা ভাই, আমরা হলাম মেম্বরী, আমাদের কি একজন প্রাইবেট সেক্রেটারীতে চলে?

৮ম মেঃ।—না ভাই প্রাইবেট সেক্রেটারীগিরিতেই বল, আর গৃহপতিগিরিতেই বল, আমার লোকটি কিন্তু ভাই বড় ভাল। দিব্বি রাঁধে বাড়ে, কার্পেট বুনে, যখন যা বলি তাই শুনে, কোনও দিকে একটি বার তাকায় না, মুখে কথাটি নেই।

১ম মেঃ।—তোরা ভাই যেন কি? হাজার হোক তবু স্বামী ত, তাকে নিয়ে এত ছকুড়া নকুড়া করা কি ভাল দেখায়? সত্তি ভাই, তোদের পরকালে হবে কি?

প্রথমা মেম্বরীর এই কথায় সকলে বিদ্রূপাত্মক হাসিতে, হো হো করিয়া হাসিয়াই অজ্ঞান। ষষ্ঠ মেম্বরী তাহার উত্তরে বলিতে লাগিলেন "তোর ত দেখি লা বড় ব্যাথা, কিন্তু তা যেন

হলো, তাহলে ভ্রাতাগুলির সদ্গতি এবং উন্নতি হবে কিসে? আমাদের সেবা কর্ব্বে, আমাদের কথা শুনবে, যা বলি তাই কর্ব্বে, যেমন চালাই তেমনি চলবে, তবে না তাহাদের সহবৎ ও সৎশিক্ষা হবে, তবে না উন্নতি হয়ে তারা মনুষ্যগতিকে যেতে পারিবে। বিধাতা যখন তাদিগে আমাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন, তখন কাজেই ত যাতে তাদের ইহকাল পরকালে উন্নতি হয়, আমাদের তা করা উচিত। এ ত ছকুড়া নকুড়া নয়, এ ত তাদের পরম ভাগ্যি যে আমরা এরূপ করি।

৮ম মেঃ।—হ্যাদ্যাক ভাই ও ত হলো। আবার ওরই মধ্যে দুএকটা মিন্‌সের বাপ মা আছে দেখিছিস্? মা মাগী-গুলো ত অসভ্যের একশেষ, বাপ মিন্‌সেরাও তথৈবচ। বল্‌বো কি ভাই, আমার মিন্‌সে যখন তার এই সাধের বাপ মা নিয়ে আঁকুবাঁকু করে, তখন তা দেখ্‌লে, মাইরি বলছি ভাই, আমি আর হাঁসি চেপে রাখতে পারিনে।

২য় মেঃ।—ও দুঃখের কথা আর বলিস্ কেন ভাই! আমার সেটারও এক একটা বাপ মা ছিল। আমি শেষে জ্বালাতন হয়ে হয়ে, সে দুটাকে বার করে দিয়ে, তবে বোন নিস্তার পাই। মাগী শুন্‌তে পাই নাকি কোথায় এখন আরদালিগিরি করে। মিন্‌সেটা নেহাত বুড়ো অকেজো, মাগি তাকে এনে এনে খাওয়ায়।

৯ম মেঃ।—তুইত ভাই কেবল মাগী মিন্‌সেকে দূর করে দিই-ছিস; আমি দিইচি "ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন।" মাগী মিন্‌সের ত সে দিবেরাত্রি ষ্টিরিওটাইপ ঘ্যাজোর ঘ্যোনোর ছিলই; তারপর আমার সাধের ভাতারটি ২০ টাকা নোজকার করতেন। আমি এক দিন অথদ্দেটাকে বল্লাম, বলি কেমন চাকরি কচ্ছিস্, একছড়া পাঁচনল আনিস্ দেখি। মুরোদ হলো না, বাড়ার ভাগ তার বাপ মার কোপ কোম্পানী দেখে কে?

৮ম মেঃ।—তা তুই কি কর্‌লি?

৯ম মেঃ।—আমি আবার কর্‌বো কি, একে একে তলব করে

বল্লাম, বলি বাবাজান সব দূরীভব! তা আবার বাড়ী ছেড়ে যেতে চায় না, সহজে কি যায়? বলে কি, আমাদের বাড়ী।

৮ম মেঃ।—তখনও বুঝি সেই সাবেক কাল তার মনে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছিল?

৯ম মেঃ।—তা নয় ত কি? আমিও তেমনি শেষে পুলিস দিয়ে বিদেয়। হাঁ ভাই, তা বল দেখি, একি সহ্য যায়? এই সভ্যকাল, আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই সমান মানুষ, তা কেন আমরা একজনের ফাঁদে পড়ে থেকে নিজের সুখের পথে কাঁটা দেব?

৮ম মেঃ।—তা বটেইত, বিশেষ পপুলেসনের থিওরী হচ্ছে যে, যাঁরা অকর্ম্মা এবং আপন স্বামিনীকে গহনা কাপড় দেওয়া ও মন যোগানর মাত্রা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে না পারে, তাহারা সমাজের উপর গলগ্রহ! তাহারা যত শীঘ্র দূরীভব,— দূরীভব ত ভাল কথা—যতশীঘ্র নিপাত হয়, ততই ভাল।

১০ম মেঃ।—তা ভাই ঠিক কথা! আমিও ভাই বড় জল্‌ছি, আমিও তাই কর্‌ব, কিন্তু ভাই যদি বিদ্রোহী হয়?

৮ম মেঃ।—হেল্লা (তুড়ি দেওন), বিদ্রোহী হবে? আমাদের চরণ না হলে কি তারা একদণ্ড বাঁচে? সাধের গোরাচাঁদেরা তায় ভাল।

৯ম মেঃ।—আর না হয় যেন ধর্‌লাম, হলো; তা যদিই হয়, মান-ডিপার্টমেণ্ট আছে, দাম্পত্য-ডিপার্টমেণ্ট আছে, যেখানে ইচ্ছে হয় এক জায়গায় খবর দিলেই গোল চুকে গেল। বেশী গুরুতর হয়, ফিল্ডমার্সাল আছে। জানিস্ ত, পদ্মীর বাপ এক ঝাঁটার ঘায়ে কোথায় পালিয়ে প্রাণ হারালো। আর বিদ্রোহী হয়েই বা কি কর্ব্বে, তারা আপন বিষে আপনি জ্বরে আছে, আপন গুণে আপনি মরে আছে, তাদের কি আর মাথা তুলবের যো আছে রে! মুষ্টিযোগেই কাজ কাবার, ওষুদ বড় একটা দরকার হয় না। একটা সমান্য মুষ্টিযোগ না হয় বলে

দিই শোন্; একটু উসখুষ করে,—এক ফোটা নয়নবারি; একটু গোলযোগ করে,—এক ফোঁটা মান; অমনি দেখ্‌বি সাপের মথায় ইষুমূল পড়বে, কেন্নোর মাথায় টোকা পড়বে, জোঁকের মুখে নুন, অমনি দেখবি খুন হয়ে এসে পায়ে পড়বে।

১১শ মেঃ।—আরও একটা ভাই মজা আছে; যদি একটু মাথা তুল্‌লো, আর অমনি বল দেখি 'ছি! ভ্রাতা হয়ে অসভ্যপণা কর কেন?' অমনি দেখ্‌বে সব চুপ, যে কে সেই হয়েছে; সেই যেন আর নয়। হাজার হোক, নিজে অসভ্য কি না, তাই অসভ্য নামের আতঙ্কে খুন হয়।

৯ম মেঃ।—আরও এক ওষুদ আছে দিদি। যদি বল্‌লে, 'ছি তোমার বড় কুরুচি,' আর ওম্‌নি কথাটি নেই।

১১শ মেঃ।—হ্যাদে কথা; তোর ভাই কুরুচি সুরুচি শুনে আমার একটা কথা মনে পড়লো। অক্ষদে মিন্‌সেগুলা যেমন 'কুরুচি কুরুচি' 'সুরুচি সুরুচি' করে হাঁপিয়ে মরে, তেমনি একটা কাজ কর্‌লে হয় না?

'কি কাজ' বলে অনেকেই গলা বাড়াইয়া উর্দ্ধকর্ণ হইলেন।

১১শ মেঃ।—বল্‌ছিলাম কি, বলি ইংরেজের মেয়েরা নাকে আঙ্গুল কাণে আঙ্গুল,—এ সব দেখলে, অমনি অশ্লীলপণা ও কু-রুচি দৃষ্টে আতঙ্কে খুন হয় ও লজ্জার ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়। আমাদে-রও সে রকম ক'ল্লে হয় না? বাড়ার ভাগ, মুখে হাত দেওয়া পর্য্যন্ত তার সামিল করে নিয়ে, মুখে হাত দিতে দেখ, আর মূর্চ্ছা যাও। দেখা যাক্, তাতে কি করে!

৮ম মেঃ।—তার পর খাওয়ার উপায়? ডাইন হাতের কাজ?

১১শ মেঃ।—কেন, ডাক্তারেরা শুনিছি, কাহারও কোন বিশেষ পেট আঁটিলে তাকে পিছকারী দিয়ে খোলসা করে; এও তেমনি পিছকারী দিয়ে খাওয়ান যাবে। মাইরি দিদি, আমার বড় সাধ যায় যে, মিন্‌সেগুলোকে পিছকারী দিয়ে খাওয়াতে দেখি। হা করে চিৎ হয়ে আছে, আর একজন

ভাতে জলে পিচকারী দিয়ে মুখে পূরে পূরে দিচ্ছে, কি তামাসা!

অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে, "না ভাই সে কি কথা, আমরা ত তেমন করে খেতে পারবো না।"

১১শ মেঃ।—আ মরণ আর কি, যেন আমাদেরই জন্য বলছি কি না? আমি বলছি যে, কেবল ভ্রাতাগুলোর জন্য এ নিয়ম। আর আমরা যখন খাব, তখন সে অসভ্যগুলোকে সুমুখে আসতে না দিলেই হলো, তারপর যা খুসি তাই করো।

সকলে মিলিয়া "তবে ভাল, তবে ভাল।" শেষে স্থির হইল যে, ইহার জন্য একটা বিল হাউসে শীঘ্রই উপস্থিত করিতে হইবে। অতঃপর সিলেক্ট কমিটির কার্য্য এই পর্য্যন্ত হইলে, একজন মেম্বরী ধীরগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মহাশয়াগণ কেবল বাজে কথায় সময় কাটাইলেন, কিন্তু যে বিলের উপর বিশেষ বিবেচনা করবার জন্য সিলেক্টকমিটি, তাহার ত কিছুই করা হইল না।"

১১শ মেঃ।—তুই রাখ মেনে, তুই আর ধিঙ্গীগিরি করিস্‌নে। মুখ দেখলে কান্না পায়। ধিঙ্গীগিরি করতে হয়, বাইরে করিস্, এখানে কেন লা? একটু হাঁস দেখি, মুখে যেন নুনের নৌকো ডুবেই আছে।

২য় মেঃ।—না সত্তি দিদি, বিলটের ত একটা কিছু কর্ত্তে হবে, খালি গল্প করে কাটালে ত আর চলবে না, অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

তখন দু তিন জন একত্র হইয়া—"তা ভাই, আমরা কি করবো, দশজনে যা কর্‌ছে, তাতে কি আমাদের হাত দেওয়া ভাল। কথায় বলে, 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নেই লাজ'; ও ভাই যা আছে তাই থাক, আমাদের অত গোলে কাজ কি, বিশেষ দেবতা নিয়ে কথা।"

শেষে স্থির হইল যে, যা আছে তাই থাক। উহারই মধ্যে

কেবল একজন পণ্ডিতা মেম্বরী (যিনি পাণ্ডিত্যে উত্তরপাড়া-হিতকরী সভা হ'তে পুরস্কার পাইয়াছিলেন) দেখিলেন যে, নেহাতপক্ষে কিছু নূতন করিয়া না দিলে ভাল দেখায় না। তাই বিলের মাঝে মাঝে দু একটা শব্দ বদলাইয়া দিলেন, যথা—বৃক্ষ স্থলে তরু, সূর্য্য স্থলে তপন ইত্যাদি।

বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাস হইয়া গেল।

হাউসের কার্য্যবিবরণ।

বিলটির তৃতীয় পাঠের দিন ধার্য্য হইল।

প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ার পূর্ব্ববর্ণিত দারুণ দুর্ঘটন-ঘটনার সূত্রে, আজকার হাউসে আর একটি বিল উপস্থিত করার প্রসঙ্গ উঠিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রসবকার্য্যটা একা ভগ্নীলোকের উপর পড়িয়া থাকে কি জন্য? অসভ্য সময়ে অর্থাৎ যখন ভ্রাতা-জাতির প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন যা হইয়াছে, তা হইয়াছে, কিন্তু এখন এ সুসভ্য রাজত্বে এ কাজটি ভ্রাতাদের জিম্মা, অন্ততঃ ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে ভাগাভাগিটেও করিয়া দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, যাহারা শাস্ত্র মানে, তাহাদের নিকটেও এটা অশাস্ত্রসিদ্ধ নহে। যাহার পর নাই পণ্ডিতপ্রবরা মিসেস মহিষী ন্যায়রত্ন ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, প্রসবের কার্য্য ভ্রাতা-দিয়াও হইতে পারে। পুনশ্চ, এমনও আশা আছে যে, ইহা প্রবর্ত্তিত করিলে, ভ্রাতাজাতি তজ্জন্য ভগ্নী-সমাজে চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিবে।

আর ধরিলাম যেন, ভ্রাতাজাতি উহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় কৃতজ্ঞ নাইই হইল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহারাত অর্দ্ধশিক্ষিত ও অবোধের মধ্যে গণিত। তাহারা যদি আপন হিত নাই বুঝিতে পারে, তা বলিয়া আমরা যখন রাজকার্য্য চালাইতেছি এবং প্রজার ভাল মন্দ যখন আমাদের হাতে, তখন

আমরা তাহাদের হিতচেষ্টা করিতে ক্ষান্ত থাকিব কেন? তাহারা বুঝুক না বুঝুক, ইচ্ছুক হউক না হউক, তাহাতে কিছু মাত্র যায় আসে না। একান্ত গিলিতে না চাহে, তখন ঘাড় ধরিয়া যে ব্যবস্থা আছে, তাই। আপাততঃ তাহারা নানা ওজর আপত্তি তুলিবে, গোলমাল করিবে, হৈ চৈ বাধাইবে সত্য, কিন্তু তাহাতেই বা কি, তাহাতে কাণ না দিলেই হইল। তাহার পর কিছুদিন সহিয়া গেলে, তখন আপনিই চুপ করিবে। দেখ, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যেও এই নীতি অবলম্বিত হইতেছে এবং তাহাতে কেমন সুফল ফলিয়া যাইতেছে।

অতঃপর স্থির হইল যে, প্রসবের কার্য্যটা যখন ভ্রাতাজাতির উপরে দিতেই হইল, তখন আর এ সামান্য অনুগ্রহের আবার ভাগাভাগি কি? অনুগ্রহ করিতেই যখন হইল, তখন পুরাপুরি করাই ভাল। অতএব প্রসবের কাজটা সম্পূর্ণই ভ্রাতাজাতির একচেটে করিয়া দেওয়া হউক।

কিন্তু এখন মুস্কিল উঠিল এই যে, এ কাজটা ত মানুষের দ্বারা হয় না। ইহাও পুনঃ স্থির হইয়াছে যে, ঈশ্বর নাই, সুতরাং তাহার দ্বারাও হইবে না। এখন তবে বাকী কেবল মা ষষ্ঠী ও প্রকৃতি। তাহারাই কেবল এখনও ভগ্নীজাতির উপরে আছেন, এবং ভগ্নীজাতির ভাল মন্দ এখনও তাহাদের দ্বারা অনেকটা বিধানিত হইয়া থাকে; সুতরাং অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, এতদর্থে দুইখণ্ড প্রার্থনা পূর্ণ মিমোরিয়াল প্রস্তুত করিয়া, একখণ্ড মা ষষ্ঠী ও আর একখণ্ড প্রকৃতি দেবীর নিকট পাঠান যায়। বোধ হয়, ইহারা উভয়ই ভগ্নীজাতি বলিয়া, ভগ্নীলোক কর্তৃক আজিও অস্তিত্বশূন্য করা হয় নাই। অতএব দেবীদ্বয়ের উপর সেও একটা কৃতজ্ঞতার বাঁধন আছে, তাহার পর ভগ্নীজাতির কষ্ট ভগ্নীজাতিতেই বুঝে, সুতরাং উভয়তই, ইহাদের দুইজনের নিকট মিমোরিয়াল পৌঁছিলে, বিশেষ সুবিবেচনা হওয়ার আশা করা যায়।

এক্ষণে শেষ কথা, মিমোরিয়াল লেখা ও তাহা প্রেরণ জন্য কমিটি গঠন। কমিটির মেম্বরী হইবেন কাহারা, তাহা লইয়া পুনর্ব্বার অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। বিলাতি ভাবুকপ্রবর কার্লাইল বলিয়াছেন যে, "নামেতে অনেক যায় আসে; যেমন বল একজনকে চোর, অমনি দেখিবে সে চুরি করিতে ছুটিয়াছে।" আমরাও বলি, বল একজনকে দেশহিতৈষী, অমনি দেখিবে সে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছে; সেইরূপ বল একজনকে কলিকাতার লিডীংম্যান, অমনি দেখিবে সে মিমোরিয়াল লিখিতে বসিয়াছে! ভগ্নীগণ বলেন, কেবল তাই নয়, লিডীংম্যানের নিজ নিজ নামেরও একটা গুণ আছে, সে নামে নাম যাহাদের, তাহারাও মিমোরিয়াল লিখিতে সমান পটু।

অতএব বলা বাহুল্য যে, কলিকাতার লিডীংম্যানের নামে নামধারিণী ভগ্নী যাহারা যাহারা, তাহারাই এ মহৎ মেমোরিয়াল কমিটির মেম্বরী নিযুক্ত হইলেন।

সপ্তম বৈঠক।

বিবিধ।

অদ্যকার বৈঠক কিছু সকালে সকালে আরম্ভ হইল।

পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মেম্বরী মন্ত্রীবর্গকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার যে সকল নুটিস দিয়াছিলেন, তদনুসারে, হাউসের অপর অপর কার্য্য আরম্ভ হইবার আগে, প্রশ্ন ও তাহার উত্তর সকল চলিতে লাগিল।

১ম মেম্বরী।—কতকগুলি ভ্রাতা ন্যাসন্যাল কংগ্রেস করিয়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে যাহাতে না থাকে, তজ্জন্য যে মিমোরিয়াল দিয়াছিল, জানিতে ইচ্ছা করি যে, মন্ত্রীসভা সে বিষয়ে কিরূপ নিষ্পত্তি করিলেন?

স্বদেশিক মন্ত্রী।—এবিষয় এখনও বিবেচনাধীন। যতদুর বুঝা যায়, তাহাতে মন্ত্রী শব্দের সাধারণ ভাষা দেওয়ান এবং ফৌজের অধিনায়কের সাধারণ ভাষা ফৌজদার। ভগ্নীলিঙ্গ যোগে উহারাই দেওয়ানী ও ফৌজদারী হইতে পারে কি না এবং যদি হয়, তবে অর্থ নিরূপণ কিরূপ, তাহার মীমাংসার জন্য শিক্ষা ডিপার্টমেণ্টে পাঠান হইয়াছে। প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর সেই মীমাংসা সাপেক্ষ। *

২য় মেঃ।—লবণের উপর করাধিক্য হওয়ায় সাধারণ লোকের যে ক্লেশ হইয়াছে, তৎপ্রতি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে কি না; এবং আরও জানিতে চাহি যে, সে কর কম করিবার যে কল্পনা ছিল, মন্ত্রীসভা হইতে সে বিষয়ের কি স্থির করা হইয়াছে।

রাজস্বমন্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় বচনমন্ত্রী উত্তর করিলেন,—“মন্ত্রীসভা পুনর্ব্বিবেচনায় কর কমাইবার কল্পনা আপাততঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার কারণ, পূর্ব্বকাল হইতেই দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য হেতু, লোকসকল তাহাদের অধীনতায় পড়িয়া নানা রকমে দিক্‌দারী পাইয়াছে; অথবা বলিতে কি, তাহাদের সব নষ্ট অথবা এককথায় তাহাদের একুল ওকুল দুকুল ও পরকাল, সকলেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এ কেবল ব্রাহ্মণদের নিকট গুণ মানার ফল। লোকে গুণ মানে কি জন্য?—নুন খেলেই গুণ মানিতে হয়, এবং গুণ মানিলেই লোকে অধঃপাতে যায়। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা দীক্ষা ও হিতচেষ্টা রূপ নুন খাইয়া গুণ মানিতে যাওয়াতেই ভারতীয়দের এতকাল ধরিয়া এতাদৃক অধোগতি ও দুর্দ্দশা। প্রশ্নকারিণী মেম্বরী দিদী এতক্ষণ অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, নুনটা কত বড় সর্ব্বনেশে জিনিস, এবং লোকের হাত হতে উহা যত তফাতে

* বিলাতি পার্লেমেণ্টের প্রশ্নোত্তর মালা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এ প্রশ্নোত্তর গুলির গুণপণা অনুভবে সমর্থ হইতে পারিবেন।

থাকে, ততই ভাল কি না। আমাদের নুনের উপর বেশি টেক্স থাকায় সকলে পুরা নুন খাইতে পায় না বলিয়াই, যা কিছু একটু আধটু আজিকালি লোকে গজাইতেছে ও তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি লাভের অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখন যদি আবার নুনের উপর টেক্স কমান যায়, তবে এই হইবে যে, সস্তা গণ্ডায় নুন পাইয়া আবার লোকে এলো মেলো নুন খাইয়া গুণ মানিতে শিখিবে এবং উপস্থিত উন্নতিটুকু হারাইয়া আবার অসভ্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমাদের এ স্বাধীনতার রাজ্যে তাও কি কখনও চখে দেখা যায়? অতএব নুনের টেক্স কমানত নয়ই, বরং যাহাতে আরও কিছু উন্নতি ও সভ্যতা বাড়ে, সে জন্য টেক্স বাড়ানরই কল্পনা হইতেছে। (মন্ত্রীপক্ষ হইতে আহ্লাদসূচক করতালিধ্বনি ও মলের ঝম্ ঝমানি।)

৩য় মেঃ।—মন্ত্রীগণ মন্ত্রীত্ব পাইবার পূর্ব্বে অস্ত্র আইনের প্রতি বিশেষ কোপ দেখাইয়াছিলেন এবং উঠাইয়া দিবারও আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু এখন জানিতে চাহি যে, সে বিষয়ের কতদূর কি করা হইল?

কর্ণেল চণ্ডিমণি যুদ্ধমন্ত্রী।—অস্ত্র আইন অতি খারাপ ও উঠাইয়া দেওয়াই উচিত তা সহস্রবার স্বীকার করি; কিন্তু দেখা গেল যে, যে ভ্রাতাদের জন্য এ আইন, তাহারা এতই অপদার্থ যে, এমন কি কার্পেটের ভিতর সূঁচ চালাইতে হয় কেমন করিয়া, এ পর্য্যন্ত জানে না। অতএব এমন স্থলে তাহাদের মঙ্গলের জন্যই তাহাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অস্ত্র পাইলেই তাহারা টুক্‌টাক্ কাটাকুটি করিয়া হাত পা বা আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি করিয়া ফেলিবে, তখন মেম্বরী মহাশয়ারা তাহাদের জলপটী যোগাইবেন না হাউসের কার্য্য চালাইবেন বলুন দেখি? অতএব যখন তাহারা অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিবে, তখন তাহাদের হাতে অস্ত্রও দেওয়া যাইবে।

৪র্থ মেঃ।—অস্ত্র ত হাতে দিবে না, কিন্তু বন্যজন্তু আদির দৌরাত্ম্যে যে অনেক লোক মরিতেছে ও সে সকল জন্তু যে এখন স্বচ্ছন্দে গা মেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহার কি?

কর্ণেল চণ্ডিমণি।—আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে দোষের বিষয়ই বা কি আছে? অন্যায় লোক সংখ্যা বাড়িলে, ধান চাউল আক্রা হওয়ায় সাধারণের কষ্ট, এমন কি দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত হওয়ার কথা। বিশেষ আবার দেখা যায় যে, স্বাভাবিক মৃত্যু সংখ্যা অতি কম; তেমন স্থলে অস্ত্র আইন হতে যদি লোক সংখ্যা কিছু কিছু কমে, তবে তার চেয়ে আর সুখের বিষয়, কল্যাণের বিষয়, কি হইতে পারে? আমাদের যে কঠোর জেল আইন, তাহাও ত এই অভিপ্রায়ে। বোধ হইতেছে যে, মেম্বরী মহাশয়া মালথসের লোকসংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে বিশেষ দৃষ্টি-পাত করেন নাই।

৫ম মেঃ।—রাজ্যের মধ্যে চারিদিকে যে আজি কালি অসংখ্য দেশহিতৈষী, ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি জন্মিতেছে, আমার বিবেচনায় তাহাদিগের হইতে রাজ্যের কিছু কিছু অমঙ্গল ঘটিবার কথা। অতএব তাহাদের দমনের জন্য কি কিছু উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে?

স্ত্রীস্বত্ব মন্ত্রী।—মেম্বরী মহাশয়া যে প্রশ্নটি করিয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কিন্তু অতি আক্ষেপের বিষয় যে, সে সকল কুঘটনা ভগ্নীদিগের দোষেই বেশীর ভাগ ঘটিতেছে। তাঁহারা যদি তাঁহাদের অঞ্চলের আশ্রয় এতটা পরিমাণে না দেন, তাহা হইলে কখনই এ অসংখ্য ম্যাট্‌সিনী ও গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি জন্মিতে পায় না। (শুন—শুন) যাহাহউক ম্যাট্‌সিনী ও গ্যারিবল্ডিগণকে জব্দ রাখিবার জন্য, আপাততঃ রাতের বেলায় প্রতি ঘরের দুয়ারে এক একটা করিয়া ভূত নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভগ্নীদেরও বলি, তাঁহারা যেন একটু অঞ্চল কুড়াইয়া চলেন।

৬ষ্ঠ মেঃ।—ভ্রাতাগণ যে ভলণ্টিয়ার হওয়ার আবেদন করিয়াছিল, সে বিষয়ে কি স্থির করিবার কল্পনা হইতেছে ?

প্রধান মন্ত্রী।—আমাদের রাঙা পদের লাগিতেই যাহাদের পুরুষানুক্রমিক উদ্ধার, ভলণ্টিয়ার হইতে দিলে, তাহাতে ব্যাঘাত পড়িবে, সুতরাং আর তাহাদের উদ্ধার সাধন হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। রাজন্যদের কর্ত্তব্য যে, প্রজাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখা ; অতএব কাজেই তাহাদের মঙ্গলের জন্যই, দরখাস্ত মঞ্জুর করা যাইতে পারে না।

৭ম মেঃ।—আমাদিগের পূর্ব্বদিকস্থ বন্ধুরাজ্য আক্রমণ করা হইল কেন, বৈদেশিক মন্ত্রী মহাশয়া কি তাহার বিশেষ কারণ দর্শাইতে পারেন ?

বৈদেশিক মন্ত্রী।—কারণ অনেক এবং বলিতে কি, উহার এক একটা কারণই আক্রমণের পক্ষে যথেষ্ট সাফাই। প্রথম কারণ, বর্ত্তমান রাজার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ যে ছিল, অমাদের রাজ্যের সীমানার কাছে পর্য্যন্ত তাহার রাজত্ব বিস্তার ছিল।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের যে আল্‌তা মিশির দরকার, তা ও দেশে অনেক জন্মায় অথচ আমরা তাহা ইচ্ছামত পাই 'না। তৃতীয় ওদেশে বড় চমৎকার তামাকপোড়া তৈয়ার হয়। চতুর্থ কারণ, আমরা বলি যে, আমাদের ভাঙ্গা মুড়োখানা, ছেঁড়া গামছা খানা বদল নিয়ে তোদের ওসব জিনিস আমাদের দে, তা তারা দেবে না ; তারা,—বলিতে লজ্জাও করে, ঘৃণাও হয়, রাগও হয়—তজ্জন্য সর্ব্ব অনর্থের মূল যে অর্থ, তাহা চাহে। অর্থ বড় বিষম জিনিস ; যে সে হাতে পড়িলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। আমার বিবেচনায় উহা ভগ্নীগণের হাতে ভিন্ন অন্য কোন হাতে থাকা উচিত নহে। এখন বল দেখি, এত দৌরাত্ম্য, এত অসৌজন্য, এত অত্যাচার কি প্রাণে সয় ? আমরা যে আজো মাতা খুঁড়িয়া মরি নাই, এই অনেক।

৭ম মেঃ।—সে রাজ্য আক্রমণ করিতে কি পরিমাণে ফৌজ পাঠান হয়েছে?

বৈদেশিক মন্ত্রী।—চারিহাজার কার্পেট স্থচি, তিনহাজার বঁটি ও তিন হাজার মুড়ো ঝাঁটা।

৮ম মেঃ।—আর উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে যে শত্রু আসিতেছে, তাহা নিবারণের কি উপায় অবলম্বন করা হইল?

৯ম মেঃ।—সন্ধি হইবার যে কথা ছিল, তাহারই বা কিরূপ ও কতদূর কি হইল?

প্রধান মন্ত্রী।—ওহো,সে সব অতি তুচ্ছ কথা। যাহোক,মহাশয়ারা ইহা জ্ঞাত আছেন যে, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ভিন্ন সন্ধিবিগ্রহে কাহারও ক্ষমতা নাই; কিন্তু প্রেসিডেণ্ট এখন শয্যাগত, এবং যেজন্ত শয্যাগত, তাহাও আপনারা জানেন—

বিপক্ষ মেম্বরীগণ একবাক্যে মাথার শামলা ও টুপি খুলিয়া হাওয়ায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে 'ছি ছি ছি,' 'ঘেন্নায় মরি,' 'ছিক্-লো-ছি,' 'এ সময়ে বিছানায় পড়ে,' 'এমন বিছানায় পড়ে থাকার কাজ করে কেন', ইত্যাকার রবে হাউসমণ্ডপ কাঁপাইয়া তুলিলেন।

পদীর মা তখন করস্থ সম্মার্জ্জনী আস্ফালন করিয়া, মূলাদন্তে দন্ত রাখিয়া কড় মড় শব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন,— 'ছি ছি' কিলা শতেকখোয়ারীরে? আবার 'ছিক্-লো-ছি' বল্‌তে শিখেছেন। অমন কার না হয় লা, কার না হয়েছে, কার না হবে, কার ঘরের খবর আমার জান্তে বাঁকি আছে লা? কার না জানি?

পদীর মার রকম সকম দেখিয়া বিপক্ষ মেম্বরীগণ সভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। চকিত হরিণীবৎ, জয়মণি আসিতেছে কি না, চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। জয়মণির আগমনের কোন চিহ্নই না দেখিয়া তখন তাহাদের মধ্যে যে একটু সাহসী ছিল, সেই কিঞ্চিৎ বুক বাঁধিয়া

বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "প্রশ্নের জবাব এখনও করা হয় নাই।"

ফিল্ডমার্সাল।—মনমোহিনী বিছানায় পড়ে, ন্যামো—

বচন বাগীশ।—সুনিয়ম—সুনিয়ম।

রাজস্ব মন্ত্রী।—ষাইট্ ষাইট্; পদীর মা, অমন অলক্ষণে কথা কি বল্‌তে আছে?

ফিল্ডমার্সাল।—হ্যালা মেথরীছুঁড়িরা, তা যাহোক, তোদের এত ভয়ের কুট কুটুনি কেন?—

প্রধান মন্ত্রী, ফিল্ডমার্সালের বক্তৃতা থামাইয়া, নিজে বলিতে লাগিলেন।—আমি বলিতেছিলাম যে, যদিও প্রেসিডেণ্ট মহাশয়া প্রসব বেদনার ক্লেশে এখন শয্যাগত আছেন, এবং যদিও সেজন্য সন্ধির বিষয় কিছুই স্থিরতর হয় নাই, তথাপি ভয়ের বিষয় কিছুই নাই। শত্রু যদি হাউসমণ্ডপের দুয়ারে আসিয়াও উপস্থিত হয়, তথাপি আপনাদের চিন্তার বিষয় কিছুই নাই (সপক্ষ দল হইতে, 'ভ্যালা দিদি' ও করতালি ধ্বনি)। শত্রু আসিতেছে, তাহাতে ভয়ের বিষয় কি? (সপক্ষদলে আহ্লাদে চুড়ি ঝম্ ঝমানি ও মল খন্ খনানি) আবার বলি, শত্রু আসিতেছে, তাহাতে ভয় কি? জানেন আমাদের সৈন্যের কি প্রতাপ? তাহারা নক্ষত্র গিলে, আগুণ খায়, সমুদ্র শোষে, হিমাদ্রি ডিঙায়, স্থলজল টলটলায়মান করে। আর অধিক কি বলিব, ঝকিত সৌদামিনীবৎ ইরম্মদাকৃতি প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডদ্যুতি কলম্বকুল সম্বলে আমাদের এ অসীম অনিকিনি বেগবাহিনী হইয়া যখন উৰ্দ্ধমুখে ধাবমান হইতে থাকে, তখন পৃথিবী বিকম্পিত, দিগঙ্গনাগণ চমকিত, এই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড সৌরমণ্ডল সম্বলিত সমস্ত জগত সন্ত্রাসিত হইতে থাকে। তাহাদের অস্ত্রের হন্ হন্ ঝন্ ঝন্ হুড়্ হুড়্ দুড় দুড় শব্দে মানবের কর্ণ বধির হয়, গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়, শত্রুগণের পেটের ভাত চাউল হয়, তখন তাহারা ফুট কলাই হইয়া যে কে কোন্ দিকে পলায়ন করে, তাহার ঠিক

ঠিকানা থাকে না। আমাদের যেমন এই দোর্দ্দণ্ডমার্ত্তণ্ডতুল্য প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত সৈন্যসংখ্যা, শত্রুবিমুখকর ভয়ঙ্কর আয়োজন ভাণ্ডও ততোধিক করা হইয়াছে। তাহার পর ফিল্ডমার্সাল মহাশয়া আছেন।

পদীর মা নিজ নামের উল্লেখ শুনিবামাত্র গরবে বুক ঢাকের মত ফুলাইয়া বলিল,—" আসুক না ড্যাকরারা, ঝঁ্যাটা দিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না!"

সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া,'কি আয়োজন—কেমন আয়োজন?'—

প্রেম।—যদি আপনাদের একান্তই শুনিবার বাসনা থাকে, তবে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, যদিও এ সকল বিষয় গোপনে রাখিতে হয়, সম্যক প্রকাশ করিতে নাই। আপনারা ইতিপূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন যে, সমস্ত উত্তরপশ্চিম সীমান্তে মহাকেল্লা নাচঘর ও সাজঘর সকল অপরিমিত রূপে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। আরও ইষ্টিমেট হইয়াছে যে, যুদ্ধ সরঞ্জাম স্বরূপ, ২৫ জোড়া কটাক্ষ ও নয়নবাণ, ৫০ কলসী চোখের জল, ৩০ জোড়া জোড়মল ও ঘুঙ্গুর এবং লক্ষ সংখ্যক সার্দ্ধতিপান্ন প্রকার মুখবিকৃতি, মান, অঙ্গভঙ্গী, এলোচুল, গালাগালি, পায় পড়ি, ছেড়ে দে, ওগায়রহ জমা করা হইয়াছে। সৈন্যসংখ্যা বাছা বাছা ৩০ জন আড়খতী নয়না যুবতী, ১০ জন বাইওয়ালী, ১৫ জন খেমটা, ১০ জন ভরাপূরা, ১৫ জন ঘট্‌কী এবং আবশ্যক হইলে স্বয়ং ফিল্ডমার্সাল মহাশয়া ছিটে ফোটা তন্ত্র মন্ত্র ও তামাকের কৌটাসমন্বিত নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন। (চতুর্দ্দিক হইতে মহা কোলাহল ও মহা আনন্দধ্বনি এবং পদীর মার পুনর্ব্বার সদম্ভে ঝাঁটা আস্ফালন।) তাহা ছাড়া আমাদের জগদ্বিখ্যাত গ্রিণেডিয়ার মিস রেজিমেণ্টও যাইবে। ইহার অতিরিক্ত বাঁকি বিষয় যাহা, তাহা প্রকাশ করার এক্ষণে আবশ্যক নাই। পুনর্ব্বার আপনাদিগকে স্মরণ করাইতেছি যে, যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক কূট কৌশল সকল যতই গোপনে থাকে, ততই ভাল

এবং তাহা ব্যক্ত করা নিষেধ। অসভ্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও তাহাদের সেই সেকেলে অসভ্য ভাষায় বলিয়া গিয়াছে যে, "গূঢ় মাত্রং ন ভেদিতব্যং।"

অতঃপর অন্যদিবসে আর কতকগুলি নূতন প্রশ্ন করিবার নুটিস দেওয়া হইলে, অদ্যকার মত প্রশ্নোত্তর বিষয়ের শেষ হওয়ায়, পার্লেমেণ্টের অপর কার্য্য আরম্ভ হইল।

অদ্য দুইখানি দরখাস্ত পেশ হইবার জন্য হাউসে উপস্থিত করা হইয়াছে। এক খানি সভ্যতার কিঞ্চিৎ আলোকপ্রাপ্ত কতকগুলি ভ্রাতার; ইহার উদ্দেশ্য ভ্রাতাদিগের বেশ সংস্করণ করা; উপস্থিত কর্ত্রী মিসেস্ আনন্দমোহিনী মহলানবিস। অপর দরখাস্ত এই,—শ্রীমতী তিতুমণি দোসাদ্ আপত্তি করেন যে, তাঁহার প্রতিবেশী শ্রীমতী হরিশঙ্করী গঙ্গোপাধ্যায় অন্যের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি খরচ করিয়া নানাবিধ রহস্যপুস্তক লিখনপূর্ব্বক অধিক মান ও ধন সংগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং লোকে তাঁহাকে যেরূপ মানে ও গণে, দরখাস্তকারিণীকে কেহই সেরূপ মানেও না বা গণেও না। অতএব যে "সমত্ব, স্বাধীনত্ব, ভগ্নীত্ব" শব্দ এ রাজ্যের শিরোদেশে অঙ্কিত, ও যাহাকে অবলম্বন্ করিয়া এ রাজ্য চলিতেছে, তাহার মূলে ব্যাঘাত পড়িয়া যাইতেছে। যে হেতু হরিশঙ্করী ও তিতুমণি মহাশয়াদ্বয়ে সমতা রহিল কোথায়? এজন্য উপস্থিতকারিণী মেম্বরী প্রর্থনা করেন যে, রাজ্যের এ অনিষ্ট ও অসংলগ্ন ভাব নিবারিত হউক।

প্রথম দরখাস্তের উপর, উপস্থিত কর্ত্রী মেম্বরী অনেক লম্বা চৌড়া বক্তৃতা করিলেন। আমি কেবল তাহার সারমর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া এখানে দিতেছি। সে সারমর্ম্ম এই যে, "ভ্রাতাগণ অতি নির্লজ্জ বেশে থাকে; অনেক সময়ে খোলা গা, খোলা পা, ল্যাংটা ভাবে থাকে; এমন কি ভগ্নীগণ সে কুরুচিপূর্ণ 'অসভ্যপণার জ্বালায় পথে এবং কখনও কখনও ঘরের বাহিরও হইতে পারেন না। তাহাদের দেখিবামাত্র ভগ্নীদের গা শিহরিয়া

ঢোল হয়, পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া তখন মাটি খনন করিতে ইচ্ছা হয়, বাধ্য হইয়া আড় নয়নে চাহিতে হয়, মাথার চুল খুলিয়া চুল জড়াইতে হয়, এমন কি ধমনীতে পর্য্যন্ত রক্ত ঝন্ ঝন্ শন্ শন্ করিয়া বহিতে থাকে। বিশেষতঃ সেকেলে অসভ্য ধরণে এখনও যাহারা বৈষ্ণব আছে, তাহারা ত বন্যপশুর অপেক্ষাও নির্লজ্জ-বেশ। সে দিন, বলিব কি, একটি ভগ্নী একটা নধর বৈষ্ণবকে দেখিয়া মুর্চ্ছা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। আর একটি ভগ্নী প্রায় উন্মাদের ন্যায় হয়েন। এ সকল কি সামান্য আফ্‌সোসের বিষয়?" এইরূপ নানা কথায় অতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শেষে প্রস্তাব করিলেন যে, "ইহাদের বেশ এইরূপ হওয়া উচিতঃ—গোঁপ রাখিতে পাইবে না, যেহেতু মুখের উপর গোঁপ দেখিলেই কেমন একটা বিকৃত ভাব মনে পড়ে, উহা অতি কুরুচিকর; দাড়ি ও ভুরুও ততোধিক, অতএব এ সকল মুণ্ডিত করিতে হইবে। সর্ব্বশরীর গটাপার্চা ব্যাগে আচ্ছাদিত থাকিবে, মস্তকে আমাদের শেলাই করা টুপি দ্বিগুণ দামে কিনিয়া পরিবে, এবং পোষাকের যে স্থানে হউক, একটা লেজবৎ পদার্থ থাকা চাই, নতুবা এ সকল অসভ্যদের আটকায়ে রাখা ভার হইবে। অথবা এ বেশ যে যে ব্যক্তি পছন্দ না করিবে, তাহারা কোট হ্যাট চস্‌মা ব্যবহার করিলেও করিতে পারে এবং সে রূপ বেশ যাহারা ব্যবহার করিবে, তাহাদের পক্ষে দাড়ি গোঁপে আপত্তি নাই। আর একটি কথা, ইহাদের পুরুষ নামটাও বদলান উচিত; যেহেতু পুরুষ বলিলেই নানা কুভাব মনে আসিয়া পড়ে; উহাদের ঐ নামটা একেবারেই অভিধান হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়।"

এখানে ইহাও বলা উচিত যে, বক্তৃতার মধ্যে গোঁপের কথা লইয়া একটু গোল পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ এই গোঁপ উঠানর প্রস্তাবসূত্রেই একবার সেই বিষম কেলে হাঁড়ি বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল;—ইহা স্মরণ করিয়া অনেক মেম্বরী আতঙ্কে

যাইবার উপক্রম হইলে, দরখাস্ত উপস্থিতকারিণী মেম্বরীমহাশয়া অগত্যা সে প্রস্তাবটি বক্তৃতা হইতে সংহরণ করিয়া লইলেন

পুনশ্চ, মেম্বরী মহাশয়া যখন এই বক্তৃতা করিতে থাকেন, আমাদের গ্যাল্যরীতেও তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য অভিনয় হইতেছিল। ভ্রাতাগণের হৃদয় একবার উত্থান একবার পতন, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, ওষ্ঠাধর বিশুষ্ক এবং সর্ব্বশরীর তাহাদের থর থরে কম্পিত হইতেছিল। সকলেই উর্দ্ধগ্রীব, ঊর্দ্ধকর্ণে মেম্বরীর প্রত্যেক কথা শ্রবণ, পরিমাণ ও ওজন করিয়া ভাগ্যে কি ঘটে, তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যাহাহউক, অবশেষে তাহাদের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়াবৎ ভয়ের অপনোদনে মুখকমল সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহার প্রথম কারণ, বক্তৃতা হইতে প্রস্তাবকারিণী কর্ত্তৃক গোঁপ বিষয়ক প্রস্তাবের সংহরণ; দ্বিতীয় কারণ, অধিকাংশ মেম্বরী, যাঁহাদের সেই ফিন ফিনে, ডিগ্‌ডিগে, বালাম চাউলের অন্নভোজী, বিভাজিতকেশকলাপান্বিতশোভনমস্তক, দাড়ি চস্‌মা পরিশোভিত শ্মশ্রুদ্ধাস্যবিধৌত মুখমণ্ডল, শান্তিপুরে ধূতিপরিহিত নটবর বেশ মনে পড়িল, তাঁহারা মেম্বরীর প্রস্তাবে বড়ই অধীর ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধারা প্রায় বলিতে লাগিলেন, "পোড়াকপালী নিজে আঁটকুড়ি কিনা, তাই সোনার বাছাদের এমনি কর্‌তে বলে; ওমা, ছি-ছি-ছি, ও কথা কি মুখের আগালেও আন্‌তে আছে গা!" যুবতী যাহারা, তাহারা বলিয়া উঠিলেন, "হোক মেনে, মেম্বরী হইচি বলে কি সব সুখের মুখে ছাই দিতে হবে না কি? একেইত পোড়াকপালে মিন্‌সে গুলো আপন গুণে আপনা আপনি নানা রকম সং সেজে বেড়ায়; তার উপরেও আবার এ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন? মাইরি ভাই, এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না। না হয় মেম্বরীগিরি নাই কর্‌বো।"

শেষে স্থির হইল যে, মেম্বরীর অবশিষ্ট প্রস্তাবও কাজে পরিণত করিতে গেলে, প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ তাহা করিতে পারেন না এবং সে

জন্য প্রস্তাব এখন কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। অতঃপর মেম্বরীর প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইলে দেখা গেল, প্রতিকূল ভোটসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইল; সুতরাং উহা কাজে কাজেই পরিত্যক্ত হইয়া গেল।

প্রস্তাবকারিণী মেম্বরী একে বারিষ্টার, তায় বড় নামজাদা এবং তায় আবার আপনাকে আপনি বড় হুসুরী বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল, এবং ইহাও তাহার বিশ্বাস ছিল যে, তাহার প্রস্তাবের উপর 'না' করিবার লোক হাউসে অতি অল্পই আছে, অথবা একেবারেই নাই; সুতরাং এত আত্মসর্ব্বস্ব ভাবের উপর অদাক্কার এই বিড়ম্বনা ঘটায়, তাঁহার চক্ষু দুটি ছল ছল করিতে লাগিল ও অভিমানে কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। তখনই তিনি রুমাল দিয়া ক্ষণেক চক্ষু ঢাকিয়া ও চক্ষের জল মুছিয়া আধ আধ গদ গদ স্বরে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "আজিকেই আমি বাড়ী গিয়া পোষাক নিবারিণী সভা স্থাপন করিব।"

অদ্য রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ হইল, সুতরাং দোসাদ মহাশয়ার দরখাস্তখানি হাউসের আগামী বৈঠকে পেশ হওয়ার জন্য মুলতুবি রহিয়া গেল।

রাজনৈতিক গীতনাট নং ১।

অদ্য হইতে তিন দিন ভগ্নীগণের বনভোজনের লীলাখেলা ও উৎসব; সুতরাং তিন দিনের জন্য পার্লেমেণ্ট হাউস বন্ধ। এই ফাকে ভ্রাতাগণেরও কংগ্রেস, সভাসমিতি, পঞ্চায়েৎ, সমাজ সংস্কার বৈঠক, ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতির ধুম লাগিয়া গিয়াছিল।

যোঁয়াল ও লাঙ্গলবাড়ী কাঁধে ভ্রাতাগণের আর ফুরসৎ কোথায়? স্বেচ্ছায় ফুরসৎ হইবার যো নাই, তাহা হইলেই পাঁচনবাড়ীর পঞ্চস্বরা! সুতরাং কেবল ভগ্নীগণ যখন আমোদ আহ্লাদে মাতেন এবং যখন যখন তাঁহাদের "কি মজার

শনিবার” আসিয়া উপস্থিত হয়, ভ্রাতাগণের তখন তখনই কেবল শ্বাস ফেলিবার সময়; সুতরাং সেই ফাকে ধর্ম্মকর্ম্ম, গীর্জ্জা, ব্রহ্মোৎসব, কংগ্রেস, সভাসমিতি, পঞ্চায়েৎ, সমাজসংস্কার, এক কথায় ভ্রাতাগণের যাহা কিছু মতলব খেয়াল সম্ভাবিতে পারে, তাহা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

অতএব একদিকে যেমন গেল ভ্রাতাগণের সম্বৎসর পাঁচন-বাড়ী খাইতে; আর দিকে তেমনি ফুরসৎ যাহা কিছু, তাহা গেল এইরূপ গুরুগম্ভীর আলোচনায়; কাজেই বাহ্যদৃশ্যে আপাততঃ যেন এরূপ বোধ হয় যে, প্রকৃত আমোদের দিন তবে আর তাদের ভাগ্যে একদিনও আসিল না। কিন্তু সেটা আমাদেরই বুঝিবার ভুল। দৃশ্যত যাহাই হউক, কার্য্যত ভ্রাতাগণের এ সকল অনুষ্ঠানে গুরু গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে, এমন আমোদের তরঙ্গ বহিয়া যায় যে, ভগ্নীগণ তাঁহাদের বনভোজন পর্ব্বাহে তাহার দশাংশের একাংশও পাইয়া থাকেন কিনা সন্দেহ। সে সকল অনুষ্ঠানে,উপস্থিত বৈঠক বসিবার আগে বা পরে, তিলেকের জন্য তিল মাত্র ভাবিতে হয় না; অথবা হয় ত অনুষ্ঠানের অস্তিত্বই আদৌ মনে পড়ে না! সমিতির মিশালে যেখানে সুখের সংমিলনে হাততালি ও হাঁসির হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া দিনের কাণ্ড বিগত হয় এবং প্রস্তাব উঠিলে যেখানে সমস্বরে অনুমোদন পক্ষে তিল মাত্র বেগ পাইতে হয় না, বাড়ার ভাগ বক্তৃতা জন্য প্রাপ্ত বাহবায় বুক ফুলিয়া দু দশ হাত হয়; বল দেখি, এমন বিশালদেহ বারোয়ারী আমোদ আর কোথাও সম্ভবপর হইতে পারে কিনা এবং আহার ঔষধে (কাজ ও আমোদে—অধিকন্তু বাহবা প্রাপ্তি) এমন সংমিলন আর কোথাও আছে কি না? সুতরাং এখন জিজ্ঞাসা করি,ভ্রাতাগণের অনুষ্ঠান চর্চ্চায়,উপরোক্ত “রাজনৈতিক গীতনাট” শিরোনামা দেওয়া কি অন্যায় হইয়াছে?

ভ্রাতাগণের বুদ্ধির খ্যাতি চিরকালই বিখ্যাত। অধিকন্তু এই আহার ঔষধের এরূপ সুন্দর সমাবেশ করিতে সক্ষম হওয়ায়,

সে বুদ্ধির প্রভা যে আরও শতধারায় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কোন কোন পাঠক হয় ত বলিবেন যে, ভগ্নীরাজ্য যখন সর্ব্বসুখের রাজ্য এবং সর্ব্বপ্রকারেই আদর্শ রাজ্য, তখন তাহার মধ্যে আবার ভ্রাতাগণ এমন কি অভাব পাইলেন, যাহার জন্য তাহাদিগকে এতাদৃক অনুষ্ঠান করিতে হয়? আমরাও তাই বলি, অভাব কিছুরই নাই। প্রকৃত অভাব কাহারও থাকিলে, তাহা দূর করিবার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা থাকে, সমস্বরের পরিবর্ত্তে অভাব লইয়া তর্ক বিতর্ক থাকে, পাগলামী হর্ষের হ্রাসতা হয়, বাহবাপ্রিয়তা থাকে না এবং আত্মস্বার্থ দূরে যায়; কিন্তু ইহাদের ত দেখিতে পাই সকলই তাহার বিপরীত; সুতরাং কেমন করিয়া বুঝিব যে, অভাব আছে!

যদি বল, সকলই যদি বিপরীত এবং অভাব যদি নাই, তবে আবার এ অনুষ্ঠান ঘটা কেন? সেটা কি জান, কাজ না থাকিলে যেমন খুড়োকে লইয়া গঙ্গাযাত্রা; মাছমাংস দিয়া খাইতে যেমন চাটনীর দরকার; ও সকল অনুষ্ঠানও সেইরূপ নিত্য অনভাবের একঘেয়েপণায় চাটনি যোগে মুখ বদল মাত্র; নতুবা ফলতঃ ভিতরে কোন খট্‌কা নাই। তাহাই যদি না হইবে, এই দেখনা কেন, এদিকে ছোটগিন্নী মহাশয়ার নিন্দা ভ্রাতাগণের মুখে উঠিতে বসিতে; অথচ কিন্তু ছোটগিন্নীকে পাইলে আর তাহাদের আনন্দ আদর ও উৎসবের সীমা থাকে না। এদিকে ভগ্নীরাজের কত ব্যাখ্যানা করিতেছে, ওদিকে আবার ভগ্নীভক্তিতে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। এদিকে ভগ্নীরা কোন আইন কানুন করিতে বসিলে বা কোন হুকুম জারী করিতে গেলে, এমন হৈচৈ করিয়া উঠে, বোধ হয় যেন পৃথিবী রসাতলে গেল; ওদিকে কিন্তু যাই হুকুম বা আইনকানুনটি পাশ, অমনি যেন মাথায় ধুলোপড়া পড়িয়া সমস্ত নিঃশব্দ। এদিকে দেখ অভাব অভাব করিয়া গগণ ফাটায় ও পৃথিবী কাঁপায়, ওদিকে

কিন্তু বক্তৃতার অতিরিক্ত চিন্তা নাই ও বৈঠকের অতিরিক্ত চেষ্টা নাই ; সুতরাং নিরন্তর তরকারী ভাতের উপর এ সকলকে চাট্‌নি চাকা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে বল দেখি ? চাট্‌নী চাকা না হইলে অবশ্যই সে সকলের প্রকৃতি অন্যরূপ হইত।

তবে দুই একজন আন্তরিক বুদ্ধিতেও এ সকল অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়, এমন নহে। কিন্তু সে কাহারা জান ? যাহারা ভগ্নীরাজ্য হওয়ার আগে নিজে উপার্জ্জনক্ষম ছিল। আর যাহারা নিজে উপার্জ্জনের অভাবে আগে অনেক কষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু এখন স্বচ্ছন্দে ভগ্নীর উপার্জ্জনে দিনপাত করিতেছে, তাহারা এ সকলে বড়ই নারাজ। তাহারা বলে বেশ আছি, নির্ভাবনায় খাওয়া পরা চলিতেছে, ইহার অপেক্ষা আর সুখ কি ? তবে কিনা দশজন যেখানে যায়, সেখানে নাকি না গেলে নয়, তাই। আর যাহারা দশজনের তোয়াক্কা কম রাখে, তাহারা একেবারেই যোগ দেয় না।

ভ্রাতাদের আর একটি কথা বড়ই সারগর্ভ ! তাহারা বলে, কাজ করিতে করিতে আমোদ হয় হউক, অথবা আমোদ করিতে করিতে কাজ হয় হউক, নতুবা প্রত্যেকের জন্য পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ঠিক কথা ! সুখের ভগ্নীরাজ্যে কাজের দফা কি আজিও রফা না হইয়া থাকে ; সুতরাং এখন যা কিছু দরকার তা কেবল এক আমোদের। তাই বুঝি কাজের অনুষ্ঠানের অছিলায় আমোদের স্রোত তরঙ্গে তরঙ্গে এতটা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে !

এহেন সভাপণ্ডিত বাক্যবীর ও কর্ম্মকদলী ভ্রাতাবর্গের কংগ্রেস ও সভাসমিতি প্রভৃতির কিঞ্চিৎ রিপোর্ট আজি আমার পাঠকগণকে প্রদান করিব। তিন তিন দিন ছুটি, কেবল বসিয়া কি করিব, সময় কাটানত চাই ; সুতরাং পাঠককে একটু ক্লেশ করিয়া এই সকল রিপোর্ট পাঠে এ তিনদিন সন্তুষ্ট থাকিতে

হইবে। ভ্রাতাগণের সে অসংখ্য সভাসমিতির যে সকল রিপোর্টই আমি দিয়া উঠিতে পারিব, সে সাধ্য আমার নাই। সুতরাং যাহা কিঞ্চিৎ দিতে আমার সামর্থ্য হইল, তাহাই পাঠক-বর্গ ধন্যবাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নিজেরা বাধিত হইবেন এবং আমাকেও বাধিত করিবেন।

কংগ্রেস

যদি অতি বড় বহু-আড়ম্বরে অতি বড় লঘুক্রিয়ায় কিছুমাত্র অসামান্য শক্তির পরিচয় ও যশ থাকে—এবং আছেও যে প্রভূত, তাহা কে অস্বীকার করিবে?—তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, বচনাবর্ত্তস্থ ভ্রাতাজাতির তুল্য অসামান্য শক্তি ও যশস্বী আর এ জগতীতলে কেহ নাই। কোন দেশের কোন কালেই এমন অতি বড় বহুআড়ম্বরে এমন অতি বড় লঘুক্রিয়া আর কেহ করিয়া উঠিতে পারে নাই এবং পারিবেও যে কখনও, এমন আশা নাই; এবং সেই অসাধারণ লঘুক্রিয়ার অমানুষিকী অতুচ্চ গৌরব নিশান—কংগ্রেস! কাল গত হইবে, যুগ গত হইবে, মনুষ্যজাতি গত হইবে এবং এমন কি জীবসৃষ্টি পর্য্যন্ত গত হইবে, তথাপি তখনও, জীব ও মনুষ্যজগতের মহাশ্মশানে, প্রলয় বায়ুর পরম হিল্লোলে, এ নিশান পত-পত রবে উড়িয়া ভ্রাতাজাতির অসীম গৌরব পরিজ্ঞাত করিতে থাকিবে। তখন সে মহাশ্মশানে যে প্রেতপিশাচগণ নৃত্য করিতে থাকিবে, তাহারাও এ কথা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না,—'ওহো এ জগতে এককালে কি মহার্হ রত্নগণই উদয় হইয়াছিল এবং আমাদের উপস্থিতি ও গুণগ্রাহিতার অভাবে কেমন করিয়াই তাহারা অনাঘ্রাত বনফুলের ন্যায় বনেই বিলীন হইয়া গিয়াছে!'

কংগ্রেসের আয়োজন ও আড়ম্বর প্রকৃতই অতি গুরুতর ও অলোকমহান্; সে আয়োজনের বর্ণনা করা কি তোমার আমার

সাধ্য ? কালে যদি কথনও বলিয়ে ব্যাস ও লিখিয়ে গণেশের আবার আবির্ভাব হয়, তবেই তাহার সম্যক বর্ণনা হইতে পারিবে। ষাইট সেকেণ্ডে মিনিট, ষাইট মিনিটে ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় দিন, ত্রিশদিনে মাস, এহেন মাসের ছয় মাস ধরিয়া আয়োজন ! সহস্র সহস্র টাকা চাঁদার টানে উঠিতেছে, লেখা লেখিতে দোয়াত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে এবং কাগজ যোগাইতে যোগাইতে বালির কল বেকল ! জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে দুয়ারে দুয়ারে ডিলিগেট বাছুনীর সভাসমিতি বসিতেছে, হাজার হাজার লোক তাহে সমবেত হইতেছে, বক্তৃতার ছটা, ঘোর ঘটা, তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার অঙ্কশাস্ত্র পর্য্যন্ত উজান-বহিয়া সভাসমিতির লোকসংখ্যা করিতে ডাইনের শূন্য বামে আনিয়া ফেলিতেছে ! সভাসমিতির বিপুল লোক; প্রবল উৎসাহ, অস্ফু-রণ বক্তৃতা ইত্যাদির কত কি খবরে ও টেলিগ্রামে সংবাদ পত্র সকল বেহুদা প্লাবিত ; আর তাহারা আপন আপন স্তম্ভ দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আবালবৃদ্ধবণিতারা বাছুনির কাজে কুলোঝাড়া করিয়া একটি একটি করিয়া বাছিয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না এবং অঙ্কস্য পুনঃ বামাগতি হেতু, যেথানে বাছনদার যত কম, সেখানে বাছাইয়ের ভাগ ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল ; স্থতরাং ক্রমে ডিলিগেটের সংখ্যা অফুরাণ।

ডিলিগেটদের এ মহাসাজে সন্তোষের সীমা কি ! স্ব স্ব নিয়োগ-সুসংবাদের টেলিগ্রাফ খরচা বিতরণ করিতে আহ্লাদে আটখানা ! এ বথ্সিস তাঁহারা কেনইবা না দিবেন, আর না দিলেই বা চলে কোথা থেকে ? যাহা হউক ডিলিগেট সংখ্যার সে বিপুলভাণ্ডার দেখিয়া সকলে অবাক ! মুখে বাক সরে না, এবং গন্ধমাদন আইসে কি সমুদ্র বন্ধন হয়, কি কি হয়, কেহই স্থির করিতে না পারিয়া আতঙ্কিত হইতে লাগিল। শেষে আঁস-তলা বাঁসতলা বহিয়া জলের ধারা ক্ষুদ্র খাদে, ক্ষুদ্র খাদ হইতে বড়

খাদে, বড় খাদ হইতে শেষে রেলওয়ে রূপ মহাখাদে পড়িয়া, কংগ্রেস মহাসাগরোদ্দেশে ডিলিগেট দল রূপ প্রবল জলস্রোত কল কল রঙ্গে, উত্তাল তরঙ্গে, কত অঙ্গ ভঙ্গে, কাঁপায়ে রাঢ়বঙ্গে, ধাবিত হইতে চলিল। বচনাবর্ত্তের দূরপ্রান্ত পর্য্যন্ত হইতে ডিলিগেটবর্গের সমাগতি। ওদিকে প্রচণ্ড কংগ্রেস-মণ্ডপ বেষ্টিয়া প্রকাণ্ড আতিথ্য আয়োজন, সাজ সজ্জায় ইন্দ্রের অমরা-পুরি ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও লজ্জা পায়। অথবা কতই বা বলিয়া শেষ করিব? ছয় মাস ধরিয়া সমস্ত দেশ তোলপাড় করিয়া যে আয়োজন, বুঝিলেই হয়,—সে আয়োজন কি গুরু-তর! এখন দেখ, এমন মহৎ প্রকাণ্ড আয়োজনে কংগ্রেস বসিয়া কি কাণ্ড বকাণ্ড ঘটায়। এই কাণ্ড উপস্থিত,—অদ্ভুত দেখিতে প্রস্তুত হও সকলে। কেমন, প্রস্তুত ত সকলে?—তবে এখন তাহার মহা বৈঠকের খবর দিই?—অথ খবর,—

বৈঠক।

শীর্ষনীতি!—"একবৃক্ষ সমারূঢ়াঃ নানাপক্ষি বিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে দশদিকে যান্তি কাকস্য পরিবেদনা॥"
"—কাকস্য পরিদেবনা॥"
—কাকস্য পরিচিন্তনা॥"

প্রথম দিন।

প্রস্তাবকারী ডিলিগেট।—বল ভাই সব—'গৌর' বল।
সমর্থনকারী সমস্ত।— গৌর—গৌর—গৌর।

দ্বিতীয় দিন।

প্রস্তাব।—বল ভাই সব—'গৌর—গৌর' বল।
সমর্থ।—গৌর—গৌর, গৌর—গৌর, গৌর—গৌর।

তৃতীয় দিন।

প্রস্তাব।—বল ভাই সব—'গৌর—গৌর—গৌর' বল।

সমর্থ।—গৌর—গৌর—গৌর, গৌর—গৌর—গৌর,
গৌর—গৌর—গৌর।

ইতি বৈঠক।

শিষ্টালাপ।

বৈঠক ভঙ্গের পর শিষ্টালাপ। অনেক ডিলিগেট খেদ করিয়া।—'আমরা যে এই কয় বৎসর ধরিয়া কত আয়োজন ও কত টাকা খরচ করিয়া কেবল 'গৌর' 'গৌর' করিতেছি, কিন্তু কই, তাহারাত আজিও একটি বারও গৌর বলিল না। তাহারা এখনও বলে সেই 'খৃষ্ট।' এখনও তাদের সেই ক্রেশ্চানী মতলব।

২য় ডিলি।—'এখনও' বলিও না। কাজের আবার বাকী কি? হো হো! আমরা কি তেমনি পাত্র যে, গৌর না বলিয়ে ছাড়ি? তাহারা 'খৃষ্ট' বলিতেছে ত?—তাহলেই হলো; তা হলেই দেখ কংগ্রেস করায় কত উপকার, কংগ্রেস করায় আমাদের কত জিত, খৃষ্ট আমাদের কৃষ্ণ নামেরই রূপান্তর বৈত নয়; আর যে কৃষ্ণ সেই গৌর, তবেই দেখ, আমরা গৌর বলাইয়াছি কি না, তবেই হইল কংগ্রেসের জীত কি না। কংগ্রেস করায় কি উপকার! লাখ লাখ টাকা খরচের আজি যথার্থই সার্থক!! ভাই সব, যথার্থই সার্থক!!!

টীপ্পনী।—প্রথম প্রথম কংগ্রেস দেখিয়া ভগ্নীগণ কিছু আশঙ্কিত না হইয়াছিলেন এমন নহে; এমন কি, পঁাীর মা পর্য্যন্ত দুই একটা মিস্‌রেজিমেণ্ট চলাচলের হুকুম জারী করিয়াছিল; আর গুপ্ত পুলিসের ত কথাই ছিল না; কিন্তু হে রাধে! শেষে দিদিবাবুরা দেখেন যে, 'বাপ্পইরে, কংগ্রেসটা দাদাবাবুদের কি বেহুদো পাহাড়ে তামাসা, বাপ!—এ আমাদের বনভোজন-আমোদেরই উতর গাওয়া—পাল্টাপাল্টী। তাঁহারা

আরও বুঝিলেন যে, বনভোজনের ছুটি গুটাইলেই যখন তার বরাত গুটায়, জান ও মুরদ যখন তার এই, তখন তার জন্য আর চিন্তাচরিত্রই বা কি এবং করিলেই বা ভাল দেখায় কোন্। থাকে পাগল ছাগল যদি এ একটা লয়ে আনমনা হয়ে, তা মন্দ কি? বিশেষ আমোদ যত বাড়ে ততই বাহবা, সুতরাং বেশ বেশ! ভ্রাতাগণও অমনি তখন এই 'বেশ বেশ' টুকু শুনিয়া—আপনাপনির মধ্যে বলিতে লাগিলেন,—'দেখিলে, ঐ দেখ, আমরা বড় কেও নই, গবর্ণমেণ্টও আমাদের অনুমোদন ক'রে বেশ বেশ বল্‌ছে।—আর ভয় কি? এখন গবর্ণমেণ্ট চাকররাও আমাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারেন।'

সমাজ সংস্কারক সভা।

শীর্ষনীতি—"উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।"

বোধ করি, সকলের জানা আছে যে, কংগ্রেসের ভাঙ্গা দল লইয়া এবং কংগ্রেস মণ্ডপেই এই মহতীসভায় সংঘটন ও অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। যাঁহারা উহার মধ্যে কিছু দূরস্থান হইতে কংগ্রেসে আসিয়াছিলেন, সুতরাং কংগ্রেসের কেবল তিন দিনের বৈঠকে যাঁহাদের পায়ের ব্যাথা এখনও সারিয়া উঠে নাই, তাঁহারাই এই সমাজসংস্কারক সভার বৈঠক উপলক্ষে পায়ের ব্যথাটা নিঃশেষ করিবার জন্য রহিয়া জান। অতএব বলা বাহুল্য যে, প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে লইয়াই এই সংস্কারক সভা গঠিত হয়। আর কংগ্রেস পাণ্ডা যাহারা, তাহাদের বাড়ী নিকট হউক আর দূর হউক, তাহাদের ত গরজে থাকিতেই হইবে; যেহেতু তখনও কংগ্রেস মণ্ডপে পরের জিনিস পত্রের জম্‌জমাট। আপদ সকল নিঃশেষ বিদায় না হওয়া পর্যন্ত সে সকলের হেপাজাত ও যার যার তার তার ঘরে পৌঁছিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের খালাস কই?

বৈঠক

১

প্রস্তাবকারক -বাল্যবিবাহ বড় নিষিদ্ধ, উহা উঠিয়া যাউক।

মেম্বর সকলে।—মহাশয় যে সে দিন শিশুবিবাহ দিয়াছেন শুনিয়াছি।

প্রস্তাব।—পোড়া দেশে গা মেলিয়া কি কিছু করিবারই যো আছে ছাই! আমার নানা বাধ্যবাধকতা, সে আর বলিব কি! অতএব আমি যাহা করি, তাহা করিও না; যাহা বলি, তাহা কর।

মেম্বর।—প্রস্তাব অনুমোদিত।

২

প্রস্তাব।—বিধবার বিবাহ হউক।

মেম্বর।—আপনার বাড়ী শুনিয়াছি নাকি, ১২।১৩ বৎসর বয়সের একপাল বিধবা?

প্রস্তাব।—ঐ ত! নানা বাধ্যবাধ্যকতা, সে আর বলিব কি! অতএব আমি যাহা করি তাহা করিও না, যাহা বলি তাহা করিও।

মেম্বর।—প্রস্তাব অনুমোদিত।

৩

প্রস্তাব।—লোক সব বিলাত যাউক।

মেম্বর।—আপনি শুনিয়াছি নাকি মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত জাহাজে গিয়া, অনেক প্রায়শ্চিত্তের পর জাতে উঠিয়াছেন?

প্রস্তাব।—আবার নানা বাধ্যবাধকতা, সে আর বলিব কি! অতএব আমি যাহা করি তাহা করিওনা, যাহা বলি তাহা করিও।

মেম্বর।—প্রস্তাব অনুমোদিত।

ইতি বৈঠক।

বৈঠকের পর মিষ্টালাপ।

জনেক মেম্বর খেদ করিয়া।—আমরাত প্রস্তাব অনুমোদিলাম ও বাঁধিলাম,—১ বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাউক।—২ বিধবার বিবাহ হউক।—৩ লোক সব বিলাত যাউক। কেবল এবার নহে, বৎসর বৎসরইত এইরূপ বাঁধিয়া আসিতেছি, কিন্তু পালেও না কেহ এবং পালিবেই বা কাহারা ?

২য়।—আমাদের কাজ আমরা করিলাম, দেশের কাজ দেশে করুক। দেশ যদি না করে তবে দেশেরই দোষ, আমাদের কি ? দেশেরই মঙ্গল হইবে না, আমাদের কি ?

৩য়।—সে দিন শুনিলাম, কে একজন নাকি কার বিধবা মেয়ে বার করিয়া আনিয়া, তাহার পর দায়ে পড়িয়া তাহাকে তিনি আইন মতে বিবাহ করিয়াছে।

এমন সময়ে জনেক উন্নতিশীল ভ্রাতা ছুটিয়া আসিয়া তৃতীয় মেম্বরের কাণে কাণে উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"মহাশয়, সেটাও ভুলিবেন না, সোনাগাজী মহলে সেদিন আর একটি ভদ্রমহিলা পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছেন।"

৪র্থ।—হ্যাদে আর শুনেছ ?—ভাঁড়ুদত্তের ছেলে সে দিন বাক্স ভেঙ্গে বাপের টাকা চুরি করে বিলাতে সিবিল হতে গিয়াছে।

৫ম।—আর শুনেছ, হরি সরকারের মেয়ে ১৫।১৬ বৎসরের, আজিও বিবাহ হয় নাই, নানা কেলেঙ্কার রটিতেছে। লোকে বলে, তার জাত যাওয়ায় মেয়ের বিয়ে হয় না।

২য়।—তবে দেখ দেখি, আমাদের সমাজ সংস্কারক সভায় নাকি কাজ হয় না ? (সজোরে টেবিলে আঘাত ও সকলের চমকিয়া উঠা) নিশ্চয় বলছি, এসকল আমাদের সভা ও প্রস্তাব অনুমোদনের ফল। তবে যে ঐ ঐ সৎ অনুষ্ঠানগুলির গোড়ায় এক একটা লেজ জুটাইয়াছে দেখিতেছ, যেমন বাহির করা, বাক্সভাঙ্গা, জাতি যাওয়া; সে আর কিছু নহে, কেবল জেন

আমাদের এ অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক কার্য্যের প্রতি ঈর্ষা বশতঃ গোঁড়া বেটাদের কথার টানমাত্র। আর না হয় থাকিলই যেন লেজ, অনুষ্ঠানগুলি ত অতি সৎনীতি সম্পন্ন ও মহৎ; তাত স্বীকার করিতে হইবে, এবং ইহাও কে না স্বীকার করিবে যে, ইহা নিশ্চয়ই আমাদের এই মহতীসভার ফল।

কংগ্রেস ও সমাজ সংস্কারক সভার
শান্তিপাঠ।

১ম।—কেমন ভাই সব, পার ব্যাথা সেরেছে?

সকলে সমস্বরে।—সেরেছে।

১ম।—তবে?

পাণ্ডাগণ।—আপদের শান্তি!

সকলে সমস্বরে।—শান্তি-শান্তি-শান্তি;—প্রভাতে দশদিকে যান্তি কাকস্য পরিবেদনা।"

ইতি সমাজ সংস্করণ সভা।

রাজনৈতিক গীত নাট নং ১।

পাঠক, যখন ধীরচিত্তে এতই শুনিতেছেন, তখন বোঝার পর শাকের আটিটা 'ভট্টাচার্য্য সম্বাদে' সত্যই আর আপনার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে না। অতএব অবধান করুন।

স্থান পেত্নীতলা পল্লীর উপকণ্ঠ, বেলা ৮টা, সময় শীতকাল এবং নায়ক জনৈক কংগ্রেস ও সংস্কারক সভার মেম্বর, রৌদ্র পোহাইতে পোহাইতে হন্ হন্ করিয়া বাড়ীমুখে চলিয়াছেন। যতই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই বুক তাঁহার দুর-দুর করা ছাড়িয়া ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া সজোরে লাফাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিতেছে; আশঙ্কা, গিন্নী গিয়াছিলেন বনভোজনে,

তিনি তাঁহার আসিবার আগে ভিটায় আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই; কাজেই কি জানি কপালে আজি কি হয়! কিন্তু বিপদের উপর বিপদ, সম্মুখেই এমন সময় পথরোধ করিয়া দিগ্‌গজ টীকিদার এক ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

ভট্টাচার্য্য সম্বাদ।

ভট্টাচার্য্য।—কি গো বাবা, কোথা গমন হইছিল, বড় তাড়াতাড়ি দেখ্‌ছি যে?

মেম্বর।—আজ্ঞে, বড় দেরি হয়ে গিয়েছে, গিন্নী কি বলবেন, সেই জন্য তাড়াতাড়ী।

ভ।—বিলক্ষণ, সেই জন্য? তা গিন্নী সভ্য ভব্য হয়ে থাক্‌লেও আমার কথাটা এখনও নেহাত অমান্য করেন না, তা আমি না হয় তোমার জন্য কিছু সুপারিস কর্‌বো এখন; কেমন তা হলে হবে না?

মে।—(সাহসে বুক পাঁচ হাত করিয়া) যে আজ্ঞে।

ভ।—এখন গমনটা হইয়াছিল কোথা?

মে।—কংগ্রেস ও সমাজ সংস্কারক সভার মেম্বর হয়ে গিয়েছিলাম।

ভ।—তোমার কঙ্গ বঙ্গ বুঝিনে বাপু, সমাজসংস্কার বিষয়টা কি? আমরা কিছু জান্‌লাম না শুন্‌লাম না, আর সমাজ সংস্কার?

মে।—তাই ত আমরা করি।

ভ।—কি কর?

মে।—একজন প্রস্তাব করেন, আর আমরা অনুমোদন করি।

ভ।—তাতে কি হয়?

মে।—সমাজ সংস্কার হয়।

ভ।—হয়েছে কোথাও? আমরা ত কই দেখ্‌তে পাই না কেন?

মে।—হয় বৈ কি না হলে কি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর আপনারা দেখ্‌তে পেলেই বা তাদের নিস্তার কই ?

ভ।—কেন বাপু, কি করলেম আমরা ?

মে।—এই দেখুন, দেখ্‌তে পাওয়ার জন্য কতজন জেলে গেল।

ভ।—তবে ফাটকে যারা কয়েদ যায়, তারা সংস্কার কর্‌তে গিয়াই কয়েদ হয় বটে? তবে শুনেছিলাম নাকি চুরি ডাকাতির জন্য ?

মে।—তা চুরী ডাকাতি না আছে এমন নয়, কিন্তু বেশীর ভাগ সংস্কার সদনুষ্ঠান করিতে গিয়া। এই দেখুন না একটা দৃষ্টান্ত বলি; মনে করুন, একজনের ১৩।১৪ বৎসরের বিধবা মেয়ে আছে, একজন ভ্রাতা তার দুঃখে অতিশয় কাতর হয়ে, ঘরে হতে তাহাকে লয়ে গেলেন মুক্তিমণ্ডপে। অবশ্য দেখুন কতটা প্রগাঢ় সদুদ্দেশ্য; কিন্তু নষ্ট বেটারা করিল কি, না বালিকা বার করেছে বলে তাকে জেলে দিল। এইই রকম। যদিও আমাদের এ পুণ্য ভগ্নীরাজ্যে আর সে সব বালাই নাই, কিন্তু আর সর্ব্বত্র আছে ত ?

ভ।—বটে, তা দিব্য সংস্কার। তা এবার কি কি সংস্কার হলো ?

মে।—বাল্যবিবাহ রহিত হয়, বিধবার বিবাহ হয়।

ভ। কেন, না হলে কি হয় ?

মে।—দেশ উৎসন্ন যায়, আমাদের উন্নতি হয় না।

ভ।—কিসে ?

মে।—এই দেখুন দেশময় ম্যালেরিয়া; কত জ্বরজ্বালা, কত মানুষ মরতেছে, ভদ্রবংশ সব লোপ পেতেছে, গ্রাম সব ভিটে সার হয়েছে, আমরা বড় চাকরী করিতে পারি না, যেখানে সেখানে যেতে পারি না, গায়ে বল নাই, মানুষ সব ছোট হয়ে

যেতেছে, সাহেবদের মত বড় লোক হতে পারি না; আরও কত বল্‌ব?

ভ।—তা বেশ, তা বাপু তোমাদের মক্ষমুলার না কে আছে, সে শুনিতে পাই নাকি বলে, প্রাচীন হিন্দুরা খুব বলিষ্ঠ ছিল, সাহসী ছিল, সভ্য ভব্য ছিল, সব ছিল; তা যদি ছিল, কই তখনও ত বাল্যবিবাহ ছিল, বিধবা বিবাহ ছিল না, তবু ত সে সকলে তখন কিছু আটকায় নাই।

মে।—কোথায় ছিল?

ভ।—কেন এই রামেরা ক ভাই ত অতি শিশুকন্যা বিবাহ করেছিল।

মে।—ও ত প্রক্ষিপ্ত।

ভ।—ভাল, এই ধর্ম্মশাস্ত্রকার যারা, তারাও বাল্যবিবাহের বিধি সকলেই দিয়াছে।

মে।—বিধবা বিবাহ ত তখন ছিল।

ভ।—তাই বা কই?

মে।—কেন পরাশরের বচন।

ভ।—প্রাচীন শাস্ত্র সকলে কত ইতিহাস, কত উপাখ্যান আছে, তার মধ্যে কোথাও দেখাতে পার কাহারও বিধবা বিবাহ হয়েছে? চলিত থাকলে অবশ্যই উপাখ্যান সূত্রে অনেক উল্লেখ তাহার থকিত। তাই বলি, তোমার অপেক্ষা বরং আমার ঐ পরাশরের একুড়ে বচনটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে বেশী জোর খাটে। বচন অপেক্ষা ঘটনার উল্লেখে বেশী জোর বাঁধে স্বীকার কর ত?

মে।—আর দেখুন, তখন অবরোধ প্রথা ছিল না।

ভ।—তবে বাপু, হাজারও যায়গায় যে 'অসূর্য্যম্পশ্যরূপা' কথাটা আছে, তার মানে কি?

মে।—তখন সহমরণ ছিল না।

ভ।—কেন বাপু, এই ত মাদ্রী, পাণ্ডুর সঙ্গে সহমৃতা হইছিল।

মে।—আপনি কেবল এক আধটা কথা বা ঘটনার উল্লেখ করে খতম করিতেছেন। বিশেষ প্রমাণ আপনার নানা গ্রন্থ হতে কই ?

ভ।—মাটে দাঁড়িয়ে এখন নানা গ্রন্থের প্রমাণ তোমাকে কি দিব বাপু। আর তোমার নিজের যদি না দেখিবার সামর্থ্য থাকে, তবে অন্যে দেখাইয়া কি করিতে পারে ? চোখে কালির আঁচড় পড়িলেও দেখা হয় না বা কাণে শব্দ প্রবেশ করিলেও শোনা হয় না। সামর্থ্য থাকে, তুমি শাস্ত্রগ্রন্থের ম্লেচ্ছ তর্জ্জমা ছাড়িয়া আদত গ্রন্থ দেখিতে শেখ, অনেক প্রমাণ পাইতে পারিবে।

মে।—ভাল, আপনার কথাই ধরুন মানিয়া লইলাম। তাহলে আমাদের গায় বল নাই কেন, বুদ্ধি খেলে না কেন, উন্নতি হয় না কেন, আর এত ম্যালেরিয়াই বা কেন ? ইহার কি বলিবেন ?

ভ।—কি জান বাপু, আমরা বামনপণ্ডিত মানুষ, এত শত বুঝিনা। তবে বাল্যকালে দেখিছি, তখন ভাতও সস্তা ছিল আর আইন আদালতও এত পায়ে পায়ে ছিলনা,. মান মর্য্যাদা বজায়ের জন্যও এত ভয়ে ভয়ে বেড়াতে হতোনা। সেই জন্যই কি কি, লোকও ছিল তখন অনেক, আর লোক ছিল যেন সব অসুর অবতার ; ম্যালেরিয়া জ্বরজাড়ী তখন ছিল না, লোকে খাইতেও পারিত অনেক, আর দিবারাত্রি আমোদ আহ্লাদে মেতে বেড়াত। তার আগে তার অপেক্ষা আরও বেশী ছিল। তবে এটা ঠিক যে, তখন এত লেখাপড়ার চর্চ্চা, এত সৌখিনগিরি, এত রাজনীতির ঠেলা ঠেলি, এসব ছিল না। না থাকুক কিন্তু লোক ত সুখে কাটাত। সেই একদিন আর এই একদিন, কি সুখের দিনই ছিল। আর এখন বাপু, দিবারাত্র অন্নচিন্তায় মনে স্ফূর্ত্তীর লেশ মাত্র নাই, একে দিবা-রাত্র মনে মরা, তারপর কিসে মানআবরু বজায় থাকিবে, সেই এক মহা ভয় ; তার উপায় দেখেছি, যে বৎসর খাবার

জোটাতে না পারিলাম, সে বৎসর ত আর বেয়ারামের সীমা থাকে না।

মে।—আপনি কি তবে বলেন, ম্যালেরিয়া ও মানুষক্ষয়ের কারণ অন্নচিন্তা প্রভৃতি যাহা বলিলেন তাই?

ভ।—দিবারাত্র অন্নচিন্তা হেতু স্ফূর্ত্তির অভাবে মনে মরা, মনে মরা হেতু শরীরে মরা, তাহার পর অন্নাভাব হেতু অসম্পূর্ণ পরিপোষণ, আর অসম্পূর্ণ পরিপোষণ হেতু শরীরমন মরার উপর আরও মরা। আর একটা দেখ, ছোটলোকের এখনও তবু উপায় আছে; কিন্তু ভদ্রলোকের আয় বাড়ার পরিবর্ত্তে বরং কমিতেছে, কিন্তু ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন; এজন্য কাজেই ক্ষয় হইতেছে কাহারা বেশী?—ভদ্রবংশ।

মে।—আর যে এখনকার নব্যদল এত মাথায় খাট, সকলেই অম্লরোগে রোগী, জীয়ন্তে মরা, লেখাপড়া শিখিয়াও পড়া পাখির ন্যায় যাহা শিখিয়াছে তাহাই মাত্র লইয়া নাড়াচাড়া, মৌলিকতা বা বুদ্ধি খেলার নামগন্ধটি নাই; এ সকল?

ভ।—একে মনে মরা ও শরীরে মরা লোকের বীর্য্যে তাহাদের জন্ম, তাহার পর এখনকার তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী।

মে।—লোক সকল দিন দিন এত জুজু হইয়া যাইতেছে কেন?

ভ।—একে মনে মরা শরীরে মরা, তারপর তদ্রূপ বীর্য্যে জন্ম; তৃতীয় ঐ শিক্ষা প্রণালী; চতুর্থ পায় পায় আইন আদালতের উপসর্গ; পঞ্চম যাহাদের মুখ তাকাইবে তাহাদের দ্বারাই সর্ব্বদা তিরস্কার ও ঘৃণাবর্ষণ।

মে।—চরিত্রও এখন এমন দূষিত হইল কেন?

ভ।—স্বাস্থ্যসম্পন্ন শরীরমনের সকলই স্বাস্থ্যসম্পন্ন; আর, রুগ্নের সকলই রুগ্ন হয়।

মে।—উন্নতি হয় না কেন?

ভ।—যেহেতু তোমরা উন্নতির চেষ্টায় বড় ব্যাস্ত। তোমাদের উন্নতিকারক সংস্কারক সভা প্রভৃতি তাহার অন্তরায়।

মে।—তবে কি বাল্যবিবাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহাদি প্রবর্ত্তন ভাল নহে?

ভ।—ভাল কি মন্দ, সে স্বতন্ত্র কথা। তবে এই বলি যে, তোমাদের উদ্দেশ্য যাহা, ও সকল তাহা সাধন করিবার পথ নহে। ও সকল লইয়া নাড়াচাড়া করা পরের কথা, আগে দরকার নিজেরা সাব্যস্ত হওয়া। আগে ত নিজেকে সামলাইতে শেখ, পরে অন্য সকল সামলাইবার চেষ্টা করিও। তুমি রুগ্ন, দুইজনে ধরাধরি না করিলে তোমার নাই উঠিবার সামর্থ্য, আর তোমার মাথায় দশমন বোঝা! বোঝা কেবল মাথায় উঠিলেইত কাজ হয় না, মাথায় উঠিলে তাহাকে তথায় সহা চাই; সহিয়া পুনঃ চলা চাই, চলিয়া পুনঃ গন্তব্য স্থানে পৌছান চাই। কিন্তু তোমার নিজের ভার নিজে বহিতে তুমি অক্ষম, অথচ দশমন মাথায় করিবার তোমার লালসা! বাপুহে, আগে নিজে সুস্থ হও, নিজের ভার নিজে বহিতে পটু হও, নিজেকে নিজে সংস্কার আগে কর, আর গুলি আপনা হইতেই আসিবে।

দ্বিতীয় একজন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।—"কি হে তর্কালঙ্কার দাদা, কি কথাবার্ত্তা হচ্ছে?"

১ভ।—এই ভাই বাবাজীর সঙ্গে সংস্কারের কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

২ভ।—সংস্কার, কি সংস্কার? কিহে বাপু, কি সংস্কার, একটা বলই না।

মে।—এই আমাদের সকলের বিলাত যাওয়া উচিত, তাই।

২ভ।—বিলাত যাওয়া উচিত কি?—বিলাত কি?—জাত যাবে যে?"

এতক্ষণে মেম্বর মহাশয়ের উপর পবিত্র-আত্মা অবতরণ করিলেন, সুতরাং আর এখন প্রথম ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আলাপকারী

বেকুব মেম্বর তিনি নহেন; সুতরাং উত্তর করিলেন,—"দেশ বিদেশে না যেতে পাল্লে আমাদের উন্নতি হবে কেন ?

২ভ।—কি উন্নতি ?

মে।—এই মনে করুণ ব্যবসায় বাণিজ্য, দেশবিদেশে গিয়ে ব্যবসায় বাণিজ্য না কত্তে পারলে কি দেশ ধনী হয় ?

২ভ।—কেন, এই আমাদের কেষ্টামুদী যে মুদিখানার দোকান করে ব্যবসা কর্চ্ছে, তাকে ত বিলাত যেতে হয় নি। আর নাই বা হলো দেশ ধনী, ধনের জন্য কি ধর্ম্ম হারাবো নাকি ?

মে।—সে ব্যবসা বল্‌ছি নে, এই বড় বড় জাহাজী ব্যবসার কথা বল্‌ছি।

২ভ।—কি দরকার ? ক্ষেত আছে, খামার আছে, লাঙল আছে, গরু আছে, সবই ত তাতে হয়। জাহাজী ব্যবসার দরকার হয়, তা সাহেবেরা কচ্ছে।

মে।—তারাই ধনী হচ্ছে, তায় আমাদের কি ? কেবলই কি আদার ব্যাপারী হয়ে থাক্‌তে বলেন ?

২ভ।—তা নয় ত কি ? আমাদের ধর্ম্ম ত থাক্‌ছে।

মে।—আপনিও ছোটগিন্নীর প্রসাদ অবশ্য পেয়েছেন।

২ভ।—তা পাব না কেন, রাজসন্মান, কত বড় কথা।

মে।—অনেকে ত ভাল বলে না।

২ভ।—সে যে বেটারা পাই নি, যাদের চোখ টাটায়, তারাই বলে।

মে।—আচ্ছা, এর পর যদি ছোটগিন্নী ও রাজন্যগণ তাদের ইচ্ছামত বিধি দিতে বলে, বা কোন বিধি দিতে মানা করে, তা শুন্‌তে হবে ত ? আর না শুন্‌লে প্রসাদ বন্ধ করে দেবে যে।

২ভ।—তা যার খাই তার গাই, হাঁ তর্কলঙ্কার দাদা, শুন্‌তে হবে বৈকি ?

মে।—তাতে ধর্ম্ম যাবে না ?

১ভ।—তা বল্‌তে গেলে কি সংসার চলে বাপু! তোমরা এখনও বালক, তা বুঝবে কি।

মে।—সংসার ত চলেনা সত্য! ভাল, মনু ত ধর্ম্মশাস্ত্রের চূড়ো, না হয় তাতে জাতবিচার করাকরি নিয়ে যেমন নিয়ম কানুন আছে তাই না হয় চালান। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যে রকম সমুদ্রগমনাগমনের কথা আছে, না হয় সে রকম যাওয়া আসা করিলে ত হানী নাই।

২ভ।—(ক্রোধে) আমি শাস্ত্র জানিনে, ধর্ম্মশাস্ত্র জানি নে, তাই তুমি শেখাতে এসেছ? হাজার ধর্ম্মশাস্ত্র থাক্‌লেও লোকাচারই প্রধান ধর্ম্ম। বিশেষ শাস্ত্রেই আছে "যস্মিন্ দেশে যদাচার।" জাহাজে গেলে কি জাত থাকে না ধর্ম্ম থাকে?

মে।—আচ্ছা, আর একটা কথা মনে করুন, আমরা যদি স্বাধীন জাতি হই, তা হলে এখনকার যেমন কাল দিন, পৃথিবীর সকল রাজ্যের সঙ্গেই অল্পবিস্তর রাজসম্পর্ক কিছু না রাখলে চলবে না। তা যদি আমরা বিদেশে যেতে না পারি, তবে সে সম্পর্ক রাখা চল্‌বে কিরূপে?

২ভ।—রাখতেই যদি হয় সে সম্পর্ক, মুসলমান আছে, হাড়ী বাউড়ী আছে। আর না হয় নাইবা হলাম স্বাধীন। স্বাধীন হলে যদি বিদেশে না গেলে না হয়, ধর্ম্ম না থাকে, তবে কাজকি তেমন স্বাধীনতায়? যুগসহস্র পরাধীন থাক্‌ব সেও ভাল, তবু ধর্ম্ম থাক্।

মে।—কর্ম্মই মানুষের জীবনের পরিমাণ, ধর্ম্ম সেই কর্ম্মের আধ্যাত্মিক মূল। কর্ম্মপথে মানুষ যদি পঙ্গুই হইল, তবে তাদের আর ধর্ম্ম থাকে কোথায়? বৃক্ষের শাখা কাণ্ড না থাকিলে, মূল পচে নষ্ট ও মাটি হয়ে যায় যে। বিশেষতঃ এই ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখনই বলেছেন যে, যাহার শরীরমন সুস্থ, তাহার সব সুস্থ, আর যার রুগ্ন, তার সব রুগ্ন। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সে কথা খাটে, মানুষের জাতীয় জীবনের পক্ষেও

সেই কথা খাটে, অতএব আমাদের মত জাতীয় জীবন যাহাদের রুগ্ন, তাঁহাদের কখন প্রকৃত ধর্ম্ম থাকিতে পারে কি ?

২ভ।—(মহারোষে) কি বল্লিরে বেটা ব্যাল্লিক, আমাদের ধর্ম্ম নাই ? ত্রিসন্ধ্যা না ক'রে জল খাইনা, কারও হুকো খাইনা, জ্বর হলে পাছে মদ খেতে হয় বোলে কুনিয়ান ভিন্ন অন্য ওষুদটি পর্য্যন্ত খাইনা, তবু বলিস কিনা আমাদের ধর্ম্ম নাই!

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বলিতে বলিতে মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আর রাগের বেগে বাক্য সরিল না, শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন পায়ের ছেঁড়া চটী খুলিয়া মেম্বর বাবাজীকে তাড়া। তবে মেম্বর মহাশয়ের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, যেমন তাড়াইয়া মারিতে যাইবেন, অমনি পাঁর ফাটার ভিতর গোঁজা প্রবেশ করায়, দিকচতুষ্টয়ে হস্ত পদ উৎসর্গ পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্য মহাশয় সজোরে ভূতলশায়ী হইলেন!

অষ্টম বৈঠক

আজিকার বৈঠকের অপূর্ব্ব গৌরব, অপূর্ব্ব গুরুত্ব, অপূর্ব্ব মহত্ব আমি কি বলিয়া বর্ণনা করিয়া শেষ করিব?—হায় আমি! কেন আমার শক্তি এত ক্ষুদ্র, বুদ্ধি এরূপ মোটা ও কলম এমন ভোঁতা হইয়াছিল! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, আজিকার এ মহা বৈঠকের কথা, জগতের ইতিহাস মধ্যে যে পাতাটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় চকচকে, তাহাতে উহা নিঃসন্দেহই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। যে ইউটিলিটী; বাঙ্গালা তর্জ্জমার যাহাকে হিতবাদশাস্ত্র বলে, যাহা সাম্য অবতার রুসো রবস্প-য়ার আদি মহাত্মাগণ কেবল স্বপ্নে দর্শনবৎ অনুভব করিয়া-ছিলেন, যাহার আদি অন্ত বেন্থাম আদি মহর্ষিগণ খুজিয়া পান নাই, যাহার মাহাত্ম্য উদ্ঘাটনে মিল স্পেন্সার আদি মহারথি-

গণেরও মস্তিষ্ক ফুর ফুর করিয়া উপিয়া গিয়াছিল, এবং অবশেষে আমাদের বাঙ্গালা ওয়াল্টার স্কট, যাহার মধুর হাঁড়ি চুরি করিয়া বাঙ্গালা দেশে আনয়নপূর্ব্বক তাহার তলা ছ্যাঁদা করিয়া দেওয়ায়, হাঁড়ির পাছা দিয়া মধুর ধারা তর তর করিয়া পড়িতে থাকিলেও এ বিশুষ্ক অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালার নিরেট মরুতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; সেই স্বর্গীয় দিব্য অমৃতময় ইউটিলিটী বা হিতবাদের আজি প্রত্যক্ষ মীমাংসা হইবে; তাহার জীবন্ত অনুষ্ঠানের পথ চিরদিনের মত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কৃষ্ণ চরিতে চিত্রবিচিত্র করা যে আদর্শ মনুষ্যত্ব (? ভগ্নীত্ব) এবং সর্ব্ববৃত্তির পরিস্ফুরণে যে পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এতদিনের পর, তাহা জলের মত সংসাধিত হইয়া যাইবে। এক কথায়, এতকালের ঘোর খট্‌কা যে সকল, আজি এক দোসাদ্ মহাশয়ার দরখাস্তের খরধারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিদূরিত হইবে।—'জয় ভগ্নীতন্ত্র রাজাকি জয়!'

গত বৈঠকের মুলতুবি দরখাস্ত, যাহা দোসাদ মহাশয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, হাউসে আজি তাহা পহেলা নম্বরেই পেশ হইল। দোসাদ মহাশয়া অতি অসাধারণ ভগিনী। ইহাঁর জীবনের কাহিনী লোকের শিখিবার স্থল বটে। আর্য্যদর্শনের সম্পাদক যদি ইহাঁরও জীবনবৃত্তটি লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্মভূমিকে প্রকৃতই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করা হইত। ইনিও মিল, ম্যাটসিনী, ওয়ালেস অপেক্ষা কম পাত্রী নহেন। আহা! সে শয্যাবিলাসী স্কলাষ্টিকমধুর বাঙ্গালার মৃদুহিল্লোলে যখন জীবনীর শীশগাছটি হেলিত দুলিত, তখন না জানি তাহার নীলিম শোভায় এ জগতে কি অপূর্ব্ব নিরুপম সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই হইতে পারিত; কিন্তু কেন যে দোসাদ্ মহাশয়ার এ সৌভাগ্য ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। আমরা হিন্দু, কাজেই বলিতে হয়, হয়ত তাঁহার পূর্ব্বজন্মের একটু পাপ ছিল। যাহোক, দোসাদ্ মহাশয়া বড় অসাধারণ লোক। তিনি এমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ অধ্যবসায়শীল যে, যৌবনেই রূপের

গরবে থিয়েটারে অভিনেত্রীর কার্য্যসূত্রে জীবন আরম্ভ করেন এবং সেই শুভক্ষণ হইতেই ইহাঁর বিদ্যাভ্যাসের আরম্ভ হয়। সংক্ষেপে আর কি বলিব? তৎপরে নানা চেষ্টায়, নানা ফিকির খেলায় ও নানা সহবৎ প্রাপ্তে শেষে অপরিসীম পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অতঃপর আর বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, বাকী সমস্ত তাঁহার বক্তৃতাতেই প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে চমৎকৃত করিতে থাকিবে।

বক্তৃতা।

এই দরখাস্তের উপস্থিতকর্ত্রী আমি; অতএব এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যে ত্রুটি ও অন্যায়ের কথা, যাহা কালে আমাদের এই গৌরবান্বিত রাজ্যের উদ্দেশ্য ও শীর্ষনীতির মূলে নিশ্চয়ই কুঠারাঘাত করিত, তাহা আজি আমি হাউসের কর্ণগোচরে আনিতেছি। ইহার দ্বারা আমি যে একজন পরম দেশহিতৈষিণী এবং ধন্যবাদের পাত্রী হইতেছি কি না, সে বিষয়ে আমি কোন কথা বলিতে চাহি না। হরিশঙ্করী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া নিঃসন্দেহ রাজ্যের বিরুদ্ধাচার কার্য্য করিতেছেন এবং ইহাতে রাজ্যের মূলীভূত যে "সমত্ব, স্বাধীনত্ব, ভগ্নীত্ব" নীতি, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে। 'সমত্ব' 'হিতবাদ' উভয়ে একই কথা; কি অপূর্ব্ব জিনিস্! আহা, বল সবাই একবার, কি অপূর্ব্ব জিনিস্! (শুন শুন, দুই একটা ধুয়া 'কি অপূর্ব্ব জিনিস'।) সে কালের লোকে সমত্ব কাহাকে বলে জানিত না; ফলত আদৌ তখন সমত্ব নীতি দূরে থাকুক, সমত্ব পদেরই অস্তিত্ব ছিল না। হিতবাদ কথা হিন্দুরা ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু সে আর এক অর্থে এবং বিকৃত অর্থে। তাহাদের হিতবাদের অর্থ—ক্ষুধাতুরকে অন্ন দেওয়া, বিপন্নকে বিপদোদ্ধার করা; অথবা মোটা কথায় যাহার যেরূপ দুঃখ, তাহাকে সেইরূপ সাহায্য করা। হায়! ইহা কি হিতবাদ!

ইহা হিতবাদ নহে, ইহা শয়তানীবাদ। যোগ্যের জয়, অযোগ্যের ক্ষয়, ইহাইত প্রাকৃতিক নিয়ম; অতএব অন্ন-হীনকে অন্ন দেওয়া, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার করা, এসকল হিতবাদ নহে; ইহা বর্ব্বরের নীতি, ইহা পাশব নীতি; ইহার দ্বারা সমাজে আলস্য ও অকর্ম্মণ্যগিরির প্রশ্রয় দেওয়া হয়, স্বাবলম্বন বৃত্তি ক্ষয় পায়; বিশেষতঃ ইহা দ্বারা সমাজের মধ্যে কেহ ধনী কেহ নির্ধন, কেহ উচ্চ কেহ নীচ, কেহ বিপন্ন কেহ সম্পন্ন, এ সকল কি সূচিত হয় না? হায়! আমাদের এ সভ্যরাজ্যে যে এরূপ হিতবাদ হাস্যের বিষয় ঘৃণার বিষয়, তাহা কি আর বলিবার আবশ্যক রাখে? ইহা যদি হিতবাদ, তবে সমত্ব রহিল কোথায়? প্রকৃত হিতবাদ তাহাকে বলি, যদ্দ্বারা সমাজস্থ সকলেই স্বচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি করিয়া, সকলেই সমান সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। মিল ও বেন্থাম ঋষিদ্বয় বলিয়াছেন বটে যে, যাহাতে বেশী লোকের বেশী সুখ সাধন করিতে পারা যায়, তাহাই হিতবাদ। মিল ও বেন্থামের উপর আমার যথেষ্ঠ সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকিলেও, অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাহাদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। আমি আরও একটু আগু বাড়াইয়া বলি যে, সুখসাধনই যদি উদ্দেশ্য হইল, তবে তাহার আবার বেশী কমি কি?

ফিল্ড মার্সাল।—(তামাক পোড়ার কৌটায় একটা সজোরে টোকা দিয়া) বলি হ্যাঁলা পোড়াকপালি, তবে আমি আমার পদীর বাপ একটা বই পাইনে কেন, আর তোদের যে পাঁচটা বাঁধা রয়েছে লা?

সকলের উচ্চহাস্য। দোসাদ মহাশয়া কিন্তু তাহাতে দৃকপাত না করিয়াই বলিতে লাগিলেন।—"এই সমত্বের জন্যই আমাদের এই সভ্যতমা রাজ্য সংস্থাপিত। ইহারই জন্য আমরা রাত জাগি, হাউস করি, চিন্তায় মাথার ব্যামো জন্মাই, সর্টসাইট হইবায় চস্‌মা লইতে বাধ্য হই; এমন কি একগাছি দাড়ি পর্য্যন্ত বাহির

হইবার উপক্রম হইয়াছে। এত কাণ্ড তবে কিসের জন্য? ফলতঃ সমত্ব এবং হিতবাদ, হয় এরূপ, নতুবা তাহা কিছুই নহে। যদি বলেন যে, সুখের সমত্ব বা দুঃখের সমত্ব, ইহা বিতরণের ভার লওয়া বড় কঠিন কাজ; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের সমত্ব এবং হিতবাদ তবে বস্তুত দাঁড়ায় কি? তবে এ বিশাল স্বর্গোপম ভগ্নীরাজ্য স্থাপনের প্রয়োজন কি?

পদীর মা।—হ্যাঁলা দোসাদনি, পারিস ত আয় দেখি, তোর যৈবনটা ভাগাভাগী করে দে দেখি? ওলো আমার সোমস্ত-পদানি লো!—ডেড়কড়ার মুরদ নেই, চাটিগাঁয়ে বরাত!

দোসাদ্ মহাশয়ার তবু দৃকপাত নাই।—"মহাত্মা মিল কি বলেন শুনুন, "যে ভাববাদে এই হিতবাদ অর্থাৎ সুমহান শুভ তত্ত্বকে নীতিশাস্ত্রের মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই ভাববাদেই ইহা নিরূপণ করে যে, কার্য্যসমূহকে কেবল সেই পরিমাণে সু বলিতে পারা যায়, যে পরিমাণে তাহা শুভ বা সুখোৎপাদনে সমর্থ; ঐরূপ আবার সেই পরিমাণে কু, যে পরিমাণে তাহা তদ্বিপরীত ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। শুভ অর্থে তৃপ্তি বা সুখ এবং অসুখের অভাব; অশুভ অর্থে অসুখ এবং সুখের অভাব।" বলিতে পারেন বটে যে, সকল হস্তেরই জন্য উপযুক্ত কর্ম্ম এবং সকল উদরের জন্য যদি উপযুক্ত আহার যোগান যায়, তাহা হইলে মবলক অসমতার নিরাকরণ করা হইল। মানি বটে, একথা কিয়ৎপরিমাণে ঠিক, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নহে। গুরুপ্রবর বেন্থামও সুখ এবং দুঃখ ভেদে যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার দ্বারা আইনসমতা, আহারসমতা আদি একরূপ স্থিরীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও মানুষের পূর্ণরূপে অসমতার নিরাকরণ বলা যায় না। কারণ মনুষ্যের আরও কতকগুলি সুখদুঃখবিষয়িণী বৃত্তি আছে, যাহা বেন্থামের তালিকা ছাড়াইয়া যায়। যথা ঈর্ষাজনিত দুঃখ, অভিমানজনিত দুঃখ; এ সকলের নিবারণ করিবার উপায় কি? মনে করুন, অমুক ব্যক্তি, অথবা

অমুক ব্যক্তিই বা কেন, মনে করুন এই গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া অধিক বুদ্ধি পাইয়া তাহা এখন বেহুদা ও অধিক খরচ করিতেছেন। লোকেও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অধিক সম্মান করিতেছে, তিনিও তাহাতে অপরিসীম সুখী হইতেছেন বটে, কিন্তু কেমন করিয়া?—আর পাঁচ জনের মনে হিংসা উৎপাদনের দ্বারা সুখহরণ করিয়া। আমরা তেমন সুখী ভাগী হই না কেন? বলিবেন যে, আমাদের ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমি বলি, আমাদের ক্ষমতা নাই বলিয়াই কি আমরা চোর-দায় ধরা পড়িয়াছি? যখন আর পাঁচজনের ক্ষমতা নাই, তখন তিনি কেন আর পাঁচজনের সহ নিজের ক্ষমতা সমতা করিয়া না চলেন, পাঁচজন বড় না তিনি বড়; পাঁচজন আগে না তিনি একা আগে; কোন্ শাস্ত্রে আছে যে,তিনি আর পাঁচজন হতে আগুবেড়ে চলিবেন; তিনি আমাদের অপেক্ষা এত অধিক সুখভোগ করিবেন? ইহাতে তবে সমত্ব রহিল কোথায়? আরও দেখ, তিনি আপনার কেতাব বেচিয়া বহু ধনসঞ্চয় এবং তাহাতে নানাবিধ কাপড় ও গহনা পর্য্যন্ত করিতেছেন, আমরা কেন তাহার ভাগী হই না? ভাগী হওয়া দূরে থাকুক, অধিকন্তু তাঁহার অধিক টাকা, অধিক কাপড়চোপড়, অধিক গহনাগাঁটি দেখিয়া আমাদের ঈর্ষা, অভিমান ও লজ্জায় দুঃখের সাগরে ডুবিতে হয়; এ সমত্বরাজ্যে থাকিয়া কেন আমরা ডুবি? তাঁহার সুখের ভাগী হওয়া উচিত ছিল, তাহাও হইল না, অধিকন্তু সেই ঈর্ষাদি নানাবিধ দুঃখে ডুবা! তাই আবার বলি, ইহাতে সমত্ব কোথায়? সুখের ভাগ তিনি না দেবেন না দেন, বাড়ার ভাগ প্রতিবেশীবর্গের চোখ্ টাটাইয়া তাহাদের দুঃখ দেন কোন্ হিসাবে? সুখের ভাগ তাঁহার চাই না; তিনি এখন বাড়াবাড়ী করে দুঃখ না দিলেই যথেষ্ট মনে করি। বল দেখি, অনেকের মধ্যে একজন ভগ্নীকে সম্মানিত দেখিলে, তাঁহার কাপড় গয়নার ছড়াছড়ি দেখিলে, কাহার না চোখ্ টাটায়, কাহার না প্রাণের মধ্যে

ঘট্ ঘট্ করে ? হায়! এ সমত্বরাজ্যে কি এখনও এত নষ্টামি, এত পাপতাপ স্থান পায় গা ? চাহিয়া দেখ দেখি পশুরাজ্যের প্রতি,—পাখীর নিকট পোকাপতঙ্গ, হনুমানের নিকট ক্ষেত-খামার, সকলেরই সমান প্রাপ্য নয় কি ? তবেই দেখ, পশুসৃষ্টিতে যে সমত্ব আছে, দুর্লভ মানব জনম পেয়ে এবং তাহার মধ্যে আবার ভগ্নী জনম পেয়ে, আমরা সে সামান্য সমত্বটুকুতেও বঞ্চিৎ থাকিব ?— কি আফ্সোস্!

এইবার দোসাদ্ মহাশয়ার কথায় অনেকেরই মন টানিল, অনেকেই সম্মতিসূচক করতালিধ্বনি দিয়া উঠিল এবং চারিদিক হইতে 'ঠিক কথা' 'সত্তিইত' এইরূপ নানা রব উঠিল। পদীর মা পর্য্যন্ত এবার ভুলিয়া গেল; ডাগর গলায় বলিয়া উঠিল, "হরিশঙ্করি ?—ও বাবারে, তার ছান্ ছাপ্ পা দেখে কে, ঠ্যাকারে যেন বুক্‌টো দুলিয়ে হাঁটে।"

এইবার দোসাদ মহাশয়ারও স্থিরগম্ভীর মুখকান্তি হাস্য-কৌমুদীতে ঈষৎ বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন যেন বুক পাঁচ হাত ফুলাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন।—

"যে অশুভ, যে বৈষম্য আলোচনা করিয়া, আমাদের দুঃখের সমুদ্রকে ঘোর উত্তাল তরঙ্গসমন্বিত রূপে সম্মুখে দেখিতেছি; তাহার এখন প্রতিকার করার চেষ্টা কর্ত্তব্য। আমার এ বক্তৃতা চস্‌মায় আপনাদের দৃষ্টি বিস্ফারিত হওয়ায় এতক্ষণে যে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন (চতুর্দ্দিক হইতে বাহবা, বাহবা, কি চাল্‌সে নাশক উপমা গা!) আমার এ বক্তৃতা ঝাড়নে আপনাদের বুদ্ধিগালিচা হইতে যে এতক্ষণে কুসংস্কার-ধুলা ঝাড়িত হইয়াছে, তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করি। যে ঝাপ্‌সা এত দিন চোখের কাছে ঘুরিতেছিল, তাহা আশা করি, এতক্ষণে সুসভ্য ধীশক্তিসম্পন্ন সমস্ত মেম্বরী মহাশয়াদেরই চক্ষু হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য, এ আপদ্ বালাই বিদেয়ের জন্য কি আমাদের অধিক কষ্ট পাইতে হইবে

তাহা নহে। এ সকল বৈষম্য আমাদেরই শক্তি দ্বারা নিরাকরণীয়। এত দিন যে নিরাকরণ করা হয় নাই কেন, তাহা কেবল আমাদেরই আলস্যের ফলমাত্র; কিন্তু আলস্য আর কি সাজে?

মেম্বরীবর্গ সমস্বরে।—কখনই না।

দোসাদ্ মহাশয়া।—আপনারা সকলেই যখন এমন অনুকূলা, তখন অদ্য এই শুভক্ষণেই আমি সাহস করিয়া বুক ঠুকিয়া প্রস্তাব করিতে পারি যে, শ্রীমতী হরিশঙ্করী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া ও তাঁহার ন্যায় ভবিষ্যতে আর সকলকে, তাঁহার মত কুপ্রবৃত্তি ও কুকার্য্য সকল পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত এই কয়টি সদনুষ্ঠান করাইতে বাধ্য করা হউক:—

১ম। সর্ব্বসাধারণের বুদ্ধির যে পরিমাণ, তিনি বা ভবিষ্যতে অপর যে কেহ তাহাপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রদর্শন বা তাহার অপেক্ষা অধিক মাত্রায় খরচ করিতে পারিবেন না। পরিমাণের সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য থাকেন।

২য়। সর্ব্বসাধারণের পুস্তক লিখিবার ক্ষমতা যত দূর, তিনি যেন সে ক্ষমতার অতিরিক্ত যাইতে না পারেন। অতএব যে যে পুস্তক গুলি লিখিয়াছেন, তাহা হয় পোড়াইয়া ফেলা হউক, নতুবা তিনি গ্রন্থকর্ত্রীত্ব নাম লইতে পারিবেন না। গ্রন্থকর্ত্রীর নাম যদিই উল্লেখ করেন, তবে রাজ্যস্থ সমস্তভগ্নীকে গ্রন্থকর্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হউক।

৩য়। তিনি সাধারণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণে সমভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া হউক। কাপড় ও গহনাপত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা।

৪র্থ মে।—আমি প্রস্তাব করি, অর্থবিভাগটা না হয় পরে হইবে, কিন্তু কাপড়গয়নাটা আজিকালির মধ্যেই বিভাগ হইয়া যাউক।

৫ম মে।—আমিও তাই বলি।

৬ষ্ঠ মে।—কিন্তু পিঠে কুলো বেঁধে সব ভাগ কর্ত্তে যেয়ো।

আমি দেখেছি, তার আলমারীতে মুড়োঝাঁটাও সাজান আছে অনেক গুলি।

৫ম মে।—ও বাপরে, হরিশঙ্করী যে দস্যি, যেন অসুর!

৭ম মে।—না লো না, তা ধর্ব্বে না। সে বলে যে, ভদ্র মহিলারা কি কোঁদল করে, না ঝাঁটা ধরে, না অশ্লীল কথা কয়; সে সকল ইতর মেয়ে মানুষের কাজ।

দোসাদ।—মহাশয়াগণ, এখনও একটি প্রস্তাব বাকী আছে। এ পর্য্যন্ত প্রতিবেশীবর্গকে যে মনস্তাপ দিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

এই প্রস্তাবচতুষ্টয়ের উপর এক্ষণে ঘোরতর ডিবেট চলিতে লাগিল। নানা জনে নানা বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু সে সমস্ত বক্তৃতা উল্লেখ করিলে পাঠকের বিশেষ উপকার নাই। তবে উহারই মধ্যে যে দুই একটা বক্তৃতা একটু গোছাল গোছের বলিয়া গণনীয় হইবার কথা, তাহাই মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

জনেক মেম্বরী এইরূপে প্রতিবাদ করিলেন।—"দোসাদ মহাশয়া যাহা বলিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, সংসার, সমাজ ও লোকযাত্রার মূলে কুঠারাঘাত করা হয় এবং তিনি আমাদের সকলকে ধিক্কার দিবার জন্য যে পশু পক্ষী ও হনুমানের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকে প্রকৃতই সেই পশুভাবে পুনরাবর্ত্তন পূর্ব্বক বনে যাইতে হয়। হিতবাদ ও সমত্ব কাহাকে বলে, তাহা বুঝিও না, বুঝিতেও চাই না; এবং আদর্শ পুরুষত্ব বা আদর্শভগ্নীত্ব বা সর্ব্ববৃত্তির পরিস্ফূরণে পূর্ণমনুষ্যত্বও কখনও দেখি নাই—এবং দেখিতে পাইব যে এমন আশাও নাই। আছে—বস্তু—নিয়ে—বিচার। কার্য্যে নহে, কেবল কল্পনায় যাহা হইতে পারে, তাহা লইয়া যে বুদ্ধি এবং কালক্ষেপ, এ উভয়কেই বুদ্ধি এবং সময়ের অসদ্ব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। হিতবাদ ও সমত্বের প্রথম খেয়াল উদয় প্লেটোর সাধারণতন্ত্রে, প্লেটোর উহা অনেক চিন্তার

ফল ; কিন্তু বলিতে পার, জগতের কোনও কাজে কখনও উহা আসিয়াছিল কিনা ? রুসোর সামাজিক চুক্তি খাটাইতে গিয়া, যে জিয়ান পৌল মারা প্রথমে ছিল অতিভদ্র এবং যে রোব-স্পেয়ার জীবনদণ্ডের আজ্ঞা দিতে হয় বলিয়া কারুণ্য আইন-জ্ঞেরপদ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারাই পরিণত হইয়াছিল বিষম নরশোণিতলোলুপ নর-রাক্ষসে। তাহার পর তোমার বেন্থাম মিলের কথা শুনিতে গেলে, মানুষ পরিণত হয় কেবল আহারীয় জীর্ণের কল কারখানায় এবং সুখ দুঃখ তাহার দাঁড়ায় কেবল কতকগুলি ইন্দ্রিয় সহ ইন্দ্রিয়বিষয়ের সংযোগ পক্ষে সুবিধা অসুবিধায় !

কিন্তু মানুষ সত্য সত্যই কলকারখানা নহে যে, কতকগুলি বাধাছাঁদা নিয়মের দ্বারা জলকয়লা ও আগুণ দিয়া চালাইলেই লোকযাত্রা পরিচালনের ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইতে পারে। মানুষের চতুর্দ্দিকে অনন্ত, মানুষ স্বয়ং অনন্তে শায়িত এবং স্বয়ং অনন্তরূপ ; তাহা হইতে যাহা কিছু বাহির হইবে বা তাহাতে যাহা কিছু সমাহিত হইবে, তাহাও সুতরাং পূর্ণ অনন্ত মূর্ত্তি এবং তাহাদের গতিও অনন্ত পরিণাম মুখে। এমন কি, একটা সামান্য আঁক মানুষের হাত দিয়া অনন্তবার পাতিত করিয়া দেখ দেখি ; দেখিবে, তাহা অনন্ত প্রকারের হইবে এবং সেইরূপ সামান্য একটা কথা মানুষে প্রয়োগ কর, দেখিবে তাহা অনন্ত ঘাত প্রতি-ঘাত ও অনন্ত কার্য্যকারণ প্রবাহে অনন্ত মুখে চলিয়া যাইবে। সামান্য একটা আঁক বা কথায় যখন এরূপ, তখন আর তদপেক্ষা গুরুতর বিষয়ের উল্লেখে কি প্রয়োজন ? অতএব এমন অনন্ত প্রতিরূপ যে মানুষ, তাহাকে সামান্য কয়টি সুখদুঃখের তালিকা বা শাসননীতি সঙ্কলন করিয়া বাঁধিতে যাহারা যায়, তাহাদের নাম মিল হউক, আর বেন্থাম হউক, আর যাহাই হউক ; তাহা-দিগকে পণ্ডিত কখন বলিতে পারি না। ফলতঃ ওরূপ বা যেরূপেই হউক, এবং যে কথা উপলক্ষ্য করিয়াই হউক, বেশী

নিয়মে মানুষকে বাঁধিতে ছাঁদিতে গেলেই, কেবল অনর্থোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইতিহাসেও তাহার সাক্ষ্য দেয়! ফরাসী জাতির ঐরূপ বুদ্ধির উদয় হওয়াতেই, ফরাসী রাজবিপ্লবের শেষ অঙ্কে তাদৃশ রোমহর্ষণকর কাণ্ড এবং হিন্দুশাস্ত্রকারগণ হিন্দু-জাতিকে নানা খুটিনটী ও কূটনীতির অছিলায় বাঁধিতে ছাঁদিতে যাওয়াতেই হিন্দুজাতির এরূপ অধোগতি। যেখানে এবং যখনই আইনের কড়াকড় বেশী, তখনই দেখিতে পাইবে যে, সেখানে অপরাধের ভাগ বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে।

মানুষের বৃত্তি প্রবৃত্তির অনন্ত-মুখী গতি এবং সুখ দুঃখেরও অনন্ত প্রসারিত প্রবাহ; কয়টা তুমি তাহার তালিকা করিয়া শেষ করিবে এবং কতই বা তুমি তোমার তালি-কানুগত আইনকানুনের দ্বারা বাঁধিয়া সে সকলকে স্বেচ্ছামত প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইবে? অপরিমেয় কি পরিমেয়ের ভিতরে কখনও আবদ্ধ হয়? যদিই বা ক্ষণেকের নিমিত্ত তুমি তদ্রূপ আবদ্ধ দেখিতে সক্ষম হও, তাহাতে মনে করিওনা যে, তুমি সমস্ত আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছ; বরং তৎপরিবর্ত্তে ইহাই মনে করিও যে, তোমাকর্ত্তৃক নিয়মিত অংশের অতিরিক্ত যে বৃত্তিপ্রবৃত্তির গতি এবং সুখদুঃখের যে অসীম প্রবাহ, তাহারা তোমার প্রতিকূলতা হেতু আপাততঃ ক্ষণেকের নিমিত্ত গহ্বরগত স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অবরোধে শক্তিসঞ্চয় হয়, সুতরাং যখনই শক্তিসঞ্চয়ে সে গহ্বর ভাঙ্গিয়া পুনঃ বাহির হইবে, তখনকার তাহার সে তেজ সে বেগ সহিবার উপায় কি?—সে বেগে তুমি আমি ও নিয়ম এবং আরও যাহাকিছু সম্মুখে পাইবে. সে সমস্তই সমূলে উৎপাটন পূর্ব্বক চিহ্নশূন্য করিয়া কোথায় লইয়া যে ফেলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তেরও কিছু অভাব নাই। ইতিহাসের প্রতি রাজবিপ্লবই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যখনই যে রাজা যত বেশী

প্রজাকে বাঁধিতে গিয়াছে, দেখা যায় যে সে রাজা ততশীঘ্রই সবংশে উৎসন্ন হইয়াছে। পিউরিটানদের বড় নৈতিক বড়াবাড়ি হেতুই, দ্বিতীয় চার্লসের আমলে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা। হিন্দু ঋষি ঠাকুরদের বড় বেশী ছাঁদুনী বাঁদুনী হেতুই, হিন্দুধর্ম্ম অতি অতুলনীয় ধর্ম্ম হইলেও আজি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।

আধুনিক ইউটিলিটী ও সমত্বনীতিও প্রকারান্তরে অস্বাভাবিক অতিবাঁধুনী ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমত্ব এ সংসারে কোথায়? যে প্রকৃতি হইতে আমরা উৎপন্ন, যাহার আশ্রয়ে আমরা জীবিত রহিয়াছি, তাহার তুল্য এমন অসাম্যবাদী আর নাই। এ সৃষ্টিতে কোনও দুই পদার্থ একসমান নহে। সকলেই পৃথক পৃথক, সকলেই নূতন নূতন, সকলেই পরস্পর সম্বন্ধে অসমান। অথবা এই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিস্থ বৈচিত্র ও সৌন্দর্য্যের উৎপত্তিই সমান ও অসমানের একত্র সমাবেশ হেতু। সমানে সমানে কেবল দ্বন্দ্ব, সমান অসমানেই সংমিলন এবং সেই সংমিলনহেতুই বৈচিত্র এবং বৈচিত্র হেতু সৌন্দর্য্য। স্ত্রী-পুরুষ, আলোক অন্ধকার, অস্তি নাস্তি, ক্ষুদ্র মহৎ, ধনী নির্ধন, ইত্যাদির আলোচনায় একবার দেখ। স্ত্রীপুরুষ সংমিলন ভিন্ন পুরুষে পুরুষে উৎপত্তি হয় না। আলোক অন্ধকারের মিলনে সৃষ্টির স্থিতি, নতুবা কেবল আলোক ও আলোক অথবা অন্ধকার ও অন্ধকারে সৃষ্টি কোথায় থাকিত? অস্তি নাস্তির সমন্বয় ব্যতীত জ্ঞানের প্রবাহ ছুটিতনা, নাস্তি হইতে সন্দেহের উৎপত্তি এবং সন্দেহসূত্রেই জ্ঞান; সেই ধনীনির্ধন ব্যতীত সমাজ হইত না, যেহেতু নির্ধনতা হইতে অভাবের উৎপত্তি এবং অভাবের তাড়নেই সামাজিক অভিনয়; ইত্যাদি। তবেই দেখ, সমত্বের অভাবেই যখন সৃষ্টি এবং সমত্বের অভাবেই যখন প্রকৃতি, তখন আমরা সেই প্রকৃতিগর্ভে অধিষ্ঠান করিয়া কিরূপে সমত্বনীতি চালাইতে সক্ষম হই? উহা কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইবে না এবং সে সংগ্রামে কে কবে জয় লাভ করিতে পারিয়া থাকে? অতএব হিতবাদ ও সমত্বনীতি অলীক

পদার্থ এবং বাতুলের স্বপ্ন মাত্র। উহা যখনই কাজে খাটাইতে যাওয়া গিয়াছে, তখনই বিষম বিপ্লব বাধাইয়া বসিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্যফল যাহা, তাহা ঝাড়ে বংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। পুনশ্চ, অবশেষে তত্ত্বাবতের কল্পনাগুলি মানুষের চিন্তা ও নীতি-বিষয়িনী শক্তি অসদ্ব্যবহারপক্ষে চিরকলঙ্কনিশান স্বরূপে রাখিয়া গিয়াছে।

যে যে বিধিকারক নিজের ও নিজের প্রিয়পদার্থের মঙ্গল চাহে, সে যেন কখনই মানুষকে অতিবিধিতে বাঁধিবার চেষ্টা না পায়। সে বন্ধনে যতক্ষণ শক্তির সহজ গতি একেবারে রোধ না হইতেছে ততক্ষণ ভয় নাই বটে; কিন্তু যখনই সে গতি একেবারে রোধ হইবে, তখনই বিধিদায়কের সর্ব্বনাশ! অতএব রাজনীতি কেবল সেইপর্য্যন্ত হইলেই মঙ্গল দায়ক, যদ্দ্বারা মানুষের বাহ্য-বাধা বিদূরিত হয় ও তাহারা স্ব স্ব শক্ত্যনুরূপ কর্ম্মপথ দেখিতে পায়। সমাজনীতিও সেই পর্য্যন্ত হইলেই মঙ্গল, যদ্দ্বারা যথোচিত কর্ম্মানুসরণার্থে মানবীয় চরিত্রের পরিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়; এবং সমত্বনীতিও সেই পর্য্যন্ত আচরিত হইলে মঙ্গলদায়ক হয়, যদ্দ্বারা যে মানকেন্দ্রে সমান ও অসমানের সামঞ্জস্য হইতে পারে, সেই মানকেন্দ্র ছাড়াইয়া কি সমাজ কি অসমাজ, কেহই বাড়িয়া উঠিতে না পায়।

তাহারপর আদর্শ মনুষ্যত্ব, সর্ব্ববৃত্তির পরিস্ফুরণে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অথবা সমস্ত জগতের প্রতি প্রেমে ডুবু ডুবু হওয়া, এ সকলও কথায় যতটা শুনিতে ভাল, কাজে তত নয়। কথায় যত শুনিতে পাই, কাজে তত দেখিতে পাই না। এ কথা গুলি ত অনেকবার অনেকে লিখিয়াছে, অনেকে বলিয়াছে, কিন্তু কখনও কি তাহাদের কথা ধরিয়া কেহ অনুষ্ঠান করিতে ছুটিয়াছে? এক প্রাণীও না; কিন্তু এদিকে দেখ, বুদ্ধদেব একটা কথা যাই শুনাইলেন, অমনি কতলোক জগতের কল্যাণ চাহিয়া জগতের দূরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিল। মহম্মদ যেই একটি বাক্য বাহির করি-

লেন, অমনি সেই বাক্য ধরিয়া যে আরবেরা পাষণ্ড, নিরাশ্রমী, নরপিশাচ ও দস্যু ছিল, তাহারা সভ্য হইয়া উঠিল ও সমস্ত জগতে সভ্যতা বিতরণ করিতে বাহির হইল। কই, তাহার অনেক আগে প্লেটো প্রভৃতির সধারণতন্ত্র, জগৎপ্রেম, আদর্শতত্ত্ব, এ সকল ত কতই বাহির হইয়াছিল; তাহাতে কত তর্ক ছিল, কত বুঝান ছিল, কত লওয়ান ছিল, কিন্তু তথাপি একজনও ত তাহাতে ভিজে নাই; আর বুদ্ধ ও মহম্মদাদির শাদা কথা, একটাও বুঝান নাই; অথচ শাদা কথায় সবাই মাতিয়া গেল কেন, ইহার কারণ কি? প্লেটোপ্রভৃতির কথা বা তোমাদের আদর্শ মনুষ্যত্বাদি কথা ভূয়ো জিনিস, কেবল জীবনীশূন্য নিরস বাক্যের বোঝা মাত্র। আর বুদ্ধ মহম্মদাদির কথা? জীবন্ত শক্তি, ঈশ্বরাদেশ, সুতরাং তাহা সত্যধর্ম্মের প্রকাশক ও যথার্থ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ঈশ্বরে ভক্তি হইলেই কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হয়, নীতির দ্বারা সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি নিয়মিত হয় এবং তখন সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে যে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত জগতহিতে ও জগতপ্রেমে কৃত এবং তাহাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায়। ইহারই নাম আদর্শ মনুষ্যত্ব, ইহারই নাম সর্ব্ববৃত্তির স্ফূরণ এবং ইহারই নাম জগতের প্রতি প্রেম; তদ্ভিন্ন শুষ্কনীতিবিদ্ বা দার্শনিকেরা যাহা বলিয়া থাকে, তাহার কোন অর্থ নাই, তাহা কেবল নির্জ্জীব বাক্যের বোঝা মাত্র এবং কর্ম্মজগতে তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। কেবল মানুষ ধরিয়া প্রেম করিতে গেলে, স্বার্থ ও নানাবিধ প্রতিবন্ধকে কিছুতেই সে প্রেম আইসে না; কিন্তু ঈশ্বরে প্রেম সহজে আইসে, এবং ঈশ্বর সর্ব্বমূর্ত্ত ও সর্ব্বভূতস্থ হেতু সে প্রেমও সুতরাং ঈশ্বরের ভিতর দিয়া জগতব্যাপ্ত হয়। এইরূপেই কেবল জগত ও সর্ব্বভূতে প্রেম সম্ভবপর, নতুবা অন্য প্রকারে হয়-না। ঈশ্বরে কর্ত্তব্যবুদ্ধি হেতু যে কার্য্য, তাহাও ঐরূপ কারণে জগতহিতে জগতব্যাপ্ত হয়। বৌদ্ধ এবং মুসলমান প্রভৃতির

আদি কালে সেই জীবন্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদয় হেতুই তাহারা কর্ম্মজগতে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মক্ষমতা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল; আবার যখনই মানুষের মনে যে কোন সূত্রে সেরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় করিতে পারিবে, তখনই কেবল মানুষ ক্রিয়া-জগতে আবার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল প্রসব করিতে সক্ষম হইবে, নতুবা নহে। জীবন্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাহাকেই বলে, যখন কর্ত্তব্যের উপর সর্ব্বান্তরীণ বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়ায়।

অতএব ভগ্নীগণ, মিছা শুষ্কবাক্যের মোহে ভুলিয়া প্রকৃতি-চ্যুত হইয়া অপ্রাকৃত পথে যাইও না। যাহা কেবল বাক্যেই পরিসমাপ্তি হয় না, যাহা যথার্থতঃ জগতের কাজে লাগিবার উপযুক্ত অথচ কোন প্রকৃতি বিপর্য্যও ঘটায় না, সুতরাং যাহা মঙ্গল ভিন্ন কখনও অমঙ্গল উপস্থিত করে না, কেবল তাহারই অনুসরণ সকলে সর্ব্বতোভাবে কর।

এ বক্তৃতা অনেকেরই ভাল লাগিল না। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল "গরব দেখেছিস দিদি! মিল বেন্থাম প্লেটো আরও কে কে,তারা হলো না পণ্ডিত, আর উনি তাদের চেয়েও বড়। কি আস্পর্দ্ধা! মুখে বাহির করিতে একটু বাধ বাধও করিল না গা।" আর একজন বলিল, "তাই ত, বড় বড় পণ্ডিতের কথা ফেলে দেও, এখন ওর কথা ধর।" কেহ বলিল, "ওমা তাই ত, সকলকে ছেটে ফেলে এমন বড় পণ্ডিত যে আমাদের মধ্যে আছে, এতদিন আমরা তা জানতাম না।" আর এক জন পাছে গয়না কাপড়ের ভাগ ফস্‌কায় সেই ভয়ে বলিল, "ও মাগির কথা শুনিস্‌নে দিদি, ও নেহাত পুরাণ কাঁসারবাটি।" আর একজন বলিল, "ভালো, ও নিয়ে এত গোল কেন, জানিস নে, ও কেতাব থেকে নকল করে লওয়া।"

বক্তৃতাটায় আমারও একটু চটক লাগিয়াছিল এবং মনে মনে বক্তৃতাকারিণীকে কিছু প্রশংসাও করিতেছিলাম; কিন্তু এই

সকল খুঁত ধরায় আমার মনে একটু খট্‌কা হইল, সুতরাং গ্যালারীস্থিত আমার পার্শ্বের একজন ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, সত্য সত্যই কি তবে বক্তৃতাটি মেম্বরী মহাশয়ার নিজের নহে, উহা প্রকৃতই কি কোন কেতাব হইতে নকল করিয়া লওয়া?"

তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আপনাকে দেখিতেছি দোষ গাহক মেম্বরীদের সঙ্গে সমান ভুতে পাইয়াছে।"

আমি।—কেন মহাশয়?

ভ্রাতা।—আপনি কি জানেন না যে, আমাদেরই সঙ্গে সমান চলে ফেরে, খায় দায়, এমন কেহ যদি আমাদের বুদ্ধিবিদ্যার দৌড় অপেক্ষা উচ্চ কোন বিষয় উদ্ভাবন করে বা বলে বা কোন গ্রন্থ লিখে, সে স্থলের নিয়মই এই যে, হাজার এক খুঁত ধরিয়া তাহাকে খাট করা, নানা উপায় ধরিয়া তাহার মৌলিকতা অস্বীকার পূর্ব্বক নষ্ট করা। তাহা না করিলে আমাদের নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ের খ্যাতি থাকে কই?—আমাদের নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় অপেক্ষা আরও দৌড় কি কখনও এ সংসারে সম্ভব হইতে পারে? যাহা সে দৌড়ের মধ্যে না আসিল তাহা বাতিল বৈ কি, তাহা নকল বৈ কি?

আমি।—কেন মহাশয়, ইউরোপ আদি দেশে ত, যেমন বলিলেন, জীবিত গুণীদিগকে সেরূপ অনাদর বা খাট করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই না।

ভ্রাতা।—এ জানেন না যে, নিজের গুণ থাকিলেই পরের গুণ গৃহিত হইতে পারে; নতুবা আমার গুণ খাঁটি ও পরের গুণ মাটি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইউরোপাদি দেশ ত এখনও অধঃপাতে যায় নাই।

আমরা যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছি, তখন একজন মেম্বরী উত্থিত হইয়া সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে আর আমাদের আকাঙ্ক্ষার পূরণ নাই? ভাল, যে ঈশ্বরের কথা

আপনি বলিলেন, মানিয়া লইলাম যেন তিনি আছেন। তাহা হইলে, আপনাদের ঈশ্বরপ্রধানশাস্ত্রেই ত বলিয়া থাকে যে, আকাঙ্ক্ষা মাত্রের পূরণ আছে।”

বক্তৃতাকারিণী।—আকাঙ্ক্ষার পূরণ আছে, দুরাকাঙ্ক্ষার পূরণ নাই। সাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হেতু সুখ, আর দুরাকাঙ্ক্ষার পূরণ চেষ্টায় দুঃখ, ইহাই সংসারের সাংসারিক সুখদুঃখতত্ত্ব। দুরাকাঙ্ক্ষার কি সীমা আছে তাই পূরণ হইবে? মনে করুন, আপনার যদি সখ হয় যে আকাশে যত সৌরমণ্ডল আছে, তাহাদের উপর কিরূপ ও ভিতরে কি কি আছে, তাহা দেখিতে পাইলেই আপনার পরম সুখ হয়। মনে করুন, আপনি দেখিবার শক্তি পাইলেন, কিন্তু তখন কয়টা দেখিয়া শেষ করিবেন? অথবা আপনার ইচ্ছা মাত্রে গতি; ইচ্ছা মাত্রে এক একটার ভিতরে যাহা কিছু আছে, তাহার সমস্ত দর্শনের শক্তি এবং দেখিবার সময়ের নিমিত্ত জীবনও আপনার অনন্ত করিয়া দেওয়া গেল; কিন্তু তাহা হইলেই বা আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভবতা কোথায়, যেহেতু যাহাদের দেখিবেন, তাহারাও যে সংখ্যায় অনন্ত, সুতরাং অনন্ত জীবনেও দেখিয়া শেষ হইবার কথা কোথায়? অতএব আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণও হইল না এবং পরমসুখও পাইলেন না। দুরাকাঙ্ক্ষার ইহাই পরিণাম; আকাঙ্ক্ষা পূরণের অনন্ত শক্তি পাইলেও, দুরাকাঙ্ক্ষার অবধি পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে সুখের একমাত্র উপায়, আকাঙ্ক্ষাকে খাট করা। এ সংসারে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, কত আকাঙ্ক্ষাই ত মনে উদয় হয়; কিন্তু সে সমস্ত মিটে কি? শতকের মধ্যে একটাও মিটে কি না সন্দেহ। ভাল, যখন এতই মিটিতেছে না এবং উপেক্ষিত হইতেছে, তখন আরও একটাকে তাহার সঙ্গী করা, এটা সহজ, না সেই একটাকে পোষণ করিয়া তাহার প্রতিপ্রসবে অনন্ত আকাঙ্ক্ষার উৎপাদন পূর্ব্বক চিরজীবন দ্বন্দ্ব বিঘূর্ণিত হওয়া, সুতরাং দুঃখে অতিবাহিত করা, সেটা সহজ?

তখন প্রস্তাবকারিণী দোসাদ মহাশয়া পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন।—মেম্বরী মহাশয়া নিজেই বলিতেছিলেন যে, এমন কথা ধরিয়া চলা উচিত, যাহা প্রকৃত কাজে লাগে; কিন্তু তিনি নিজেই ত আবার দেখিতেছি এমন সকল কথা আনিয়া ফেলিতেছেন যাহা জগত ছাড়াইয়া সৌরজগত এবং সৌরজগত ছাড়াইয়া নক্ষত্রজগত এবং নক্ষত্রজগত ছাড়াইয়াও অনেক দুরে উঠিয়া গিয়াছে। অতএব ভগ্নীগণের প্রতি অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন ওরূপ বাহুল্য কথায় বেশী কাণ দিয়া নিজের কাজ না ভোলেন। বিষয়টি অতি সামান্য, তিনটি অক্ষর মাত্র লইয়া কথা, অর্থাৎ "সমত্ব;" তাহা লইয়া এত ঈশ্বর, প্রকৃতি, সৌরজগৎ, হেন তেন লইয়া টান পাড়িয়া কোনই প্রয়োজন নাই। আবার বলি, আপনারা এই সকল কথায় কাণ দিয়া যেন ভাগ হারাইতে বসিবেন না।

অনেকে।—হঁা তাই বস্‌বো, কখনও না।

মিস্ রেবেকা মজলিসকামিনী ঘোষাল।—এক্ষণে মন্ত্রী সভার এ বিষয়ে মতামত কি, হাউসে জ্ঞাত করা উচিত। বিষয়টি যদিও মন্ত্রীসভার দ্বারা উপস্থিত করা হয় নাই বটে, কিন্তু মন্ত্রীসভা উহার বিপক্ষতা করেন না। ইউটিলিটী অর্থে আমরা যতদুর বুঝিতে পারি, তাহাতে উহার উদ্দেশ্য, সমাজস্থ সকলের সমভাবে সুখস্বচ্ছন্দতা সাধন; কিন্তু সে সুখ স্বচ্ছন্দতা পদার্থটা কি? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহা কেবল এই দ্বিবিধ উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে; এক উদরপূর্ত্তি অপর মনের তৃপ্তি। ভাল, উদরপূর্ত্তি যেন যে সে রকমে হইল, কিন্তু তাহাতে এত তারতম্য হয় কেন? একজন পাঁচশত টাকা ভাঙ্গিয়া খাইবে, আর এক জন পাঁচ পয়সার খোরাকে পরিতুষ্ট হইবে; একজন গাড়ি চড়িয়া যাইবে, আর একজন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া দেখিবে; একজন কাঁশার পঁইচে পরিবে, আর একজন জড়াও হীরার গহনা দেখাইয়া বেড়াইবে;

ইহাতে দুই পক্ষেই কি সমান মনের তৃপ্তি, সমান মনের সুখ ও শান্তি? তুমি বলিবে যে, যে যেমন উপার্জ্জন করে, সে সেই রকম ভোগ করিবে এবং যদি তাহা করিতে না দেওয়া যায়, তবে যে বুদ্ধিমান ও শক্তিমান, সে বুদ্ধি ও শক্তি উভয়ই খরচ করিবার পক্ষে নিরুৎসাহ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সমাজের আর উন্নতির আশা রহিল কোথায়? কিন্তু এস্থলে আমি কেবল এই মাত্র বলিব যে, তবে তোমার সমত্ববাদ ছাড়িয়া দাও। যে সুখ ও মনের তৃপ্তি বলিয়া ইউটিলিটী অহঙ্কার করিয়া থাকে, তাহা ত তাহা হইলে সাধিত হইল না। অতএব যে যেমন বুদ্ধি খরচ করিবে, যেমন উপার্জ্জন করিবে, সে তেমনি ভোগ করিবে, এ কথা কোন কাজেরই নহে। বিশেষ নিয়মই হইতেছে বেশীর জয়, অল্পের ক্ষয়। বেশী লোকে যাহা পছন্দ করে, তাহা করা উচিত। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্যমাত্র যে, যাহার বুদ্ধি বেশী আছে, সে বুদ্ধি ছোট করুক। যে বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে, সে হয় কম উপার্জ্জন করুক, নতুবা যাহা বেশী মাত্রায় উপার্জ্জন করিবে, তাহা সর্ব্বসাধারণে সমান ভাগ করিয়া দিউক। তবে কিনা এখানে একটা সুবিবেচনার কথা এই বলি যে, উপার্জ্জন কম করা অপেক্ষা, বেশী করিয়া সকলকে ভাগ করিয়া দেওয়াই ভাল। যে হেতু তাহাতে দেশে ধনবৃদ্ধিও হয়, উন্নতিও হইতে পারে।

এখন এক জন এই আপত্তি তুলিলেন; "ইহাতে বাহ্যদৃশ্যে কতকটা সাধারণ ভোগের সমতা হইল বটে; কিন্তু যাহারা উচ্চ বুদ্ধিশীল ও উচ্চভাবযুক্ত, তাহারা তাঁহাদের বুদ্ধি ও ভাব সকল খেলানর অভাবে, যাহারা অপেক্ষাকৃত নির্ব্বুদ্ধি, তাহাদের অপেক্ষা ত অধিক মানসিক যন্ত্রণা, সুতরাং অধিক দুঃখ ভোগ করিবে? এখানে সমতা হইবে কি করিয়া?

উত্তর।—ইহাও ইউটিলিটী শাস্ত্রে আছে যে, যাহাতে বেশী সংখ্যক লোকের সুখ হয়, তাহাই আচরণীয়। অতএব তোমার

বুদ্ধিমান কয় জন? তাহারা গণনাতেই আইসে না। তাহারা যদি আপন দোষে আপনি দুঃখভোগ করে, তবে তাহাতে হাত কি?—বেশী সংখ্যারই জয়।

প্রশ্ন।—তা হলে উন্নতি থাকিবে কোথায়?

উত্তর।—উন্নতি সুখের জন্য, সেই সুখই যদি বেশী পরিমাণে পাওয়া গেল, তবে আর উন্নতি কাহাকে বলে? এ অপেক্ষা বেশী কিছু উন্নতি থাকে যদি, তাহা আমরা চাই না।

এইরূপ নানা তর্কবিতর্কের পর শেষে স্থির হইল যে, পার্লেমেণ্টে এই কয় খানি সমত্বসাধক বিল উপস্থিত করিতে হইবে।

১ম। আহার, বসন, ভূষণ ও বেশ সমতা আইন।—ইহার উদ্দেশ্য এই যে, একজন আর একজনকে অতিক্রম করিয়া অধিক পরিমাণে, অধিক ব্যয়ে বা অধিক রকমের খাদ্য আহার করিতে পারিবে না। বসন, ভূষণ ও বেশবিন্যাসও সকলকে একই মূল্যের এবং একই প্রকারের করিতে হইবে। যে কেহ কোন বিষয় বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিয়া প্রতিবেশীবর্গের ঈর্ষা উদ্দীপনপূর্ব্বক তাপ জন্মাইয়া দুঃখ দিবে, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

২য়। বাসগৃহ সমতা আইন।—ইহার উদ্দেশ্য, সকলেরই বাসগৃহ এক রকমের হওয়া চাই।

৩য়। বিদ্যাবুদ্ধির সমতা আইন।—ইহাও উক্তরূপ। অন্যের অপেক্ষা কেহ বেশী বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করিয়া কোন প্রতিবেশীর মনঃপীড়া না জন্মায়। হাউস হইতে বিদ্যাবুদ্ধি খরচের সীমাবিষয়িণী যে তালিকা প্রস্তুত করা যাইবে, কেহ তাহার অতিরিক্তে না যাইতে পারেন। যদি কাহারও বিদ্যাবুদ্ধি বেশী খরচ করিবার ইচ্ছা হয়, ও না করিলে তিনি যদি থাকিতে না পারেন, তবে তিনি ঘরে দুয়ার দিয়া ও লোকের অজ্ঞাতে তাঁহার যে কিছু অধিক বিদ্যাবুদ্ধি, তাহা খরচ করিতে পারেন।

৪র্থ। ভালমন্দ বিষয়ক আইন।—ইহার উদ্দেশ্য এই যে,আমাদের জীবনের আবশ্যকীয় নানা বিষয়ের জন্য নানা জনকে নানা প্রকার বিষয়কর্ম্ম করিতে হয়। অতএব তাহার মধ্যে কাহারও কর্ম্ম ভাল, উচ্চ, বা মানাস্পদ; আবার কাহা-রও বা মন্দ, নীচ বা অপমানাস্পদ; এরূপ বিচার থাকিলে, লোকে পরস্পরের তুলনে কেহ অধিক সুখী, কেহ অসুখী হইতে পারে। অতএব এই আইন পাস হওয়ার তারিখ হইতে যাবতীয় কর্ম্ম উচ্চ, মানাস্পদ ও ভাল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অভিধান হইতে মন্দ, নীচ বা তথাবিধ শব্দ যত কিছু আছে, সে সমস্ত এবালিস করিয়া ফেলিতে হইবে।

৫ম। বিহার সমতা আইন।—আমোদ আহ্লাদ যাহা কিছু অনুষ্ঠেয় আছে, তাহা সর্ব্বত্র ও সকলেরই একরূপ হইতে হইবে। কেহ বেশী মাত্রায় বা কেহ কম মাত্রায় আমোদ করিতে পারিবে না, অথবা কেহ এ রকম, কেহ ওরকম আমোদ আহ্লাদও করিতে পাইবে না। হাউস হইতে আমোদ আহ্লা-দের সিডিউল বাঁধিয়া দেওয়া যাইবে।

বিশেষ বিধি।

ভ্রাতাজাতিও একরূপ আমোদকর ভোগ্যপদার্থবিশেষ। অত-এব এখন হইতে কেহ যুবা, কেহ আধবুড়া, কেহ বুড়া, এরূপ অসমবয়স্ক লোক সেক্রেটারী বা গৃহপতি অথবা যে নামেই অভি-হিত কর, তাহা যাহার যাহা ইচ্ছা, সেরূপ রাখিতে পাইবে না। ভ্রাতা সকলকে রূপ ও বয়েস অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, ভগ্নী-সমাজের এক এক সেক্‌সন অনুসারে, তাহাদের লাট বিলি করিয়া দেওয়া যাইবে। অতএব ভগ্নীগণ নিজ নিজ সেক্সনের নির্দ্দিষ্ট লাট হিসাবে পালাক্রমে, যুবা, আধবুড়ো ও বুড়ো সকল ভ্রাতাকেই আপনাপন এক্তারাধীনে পাইতে পারিবেন ও পাইতে তাঁহারা আইন অনুসারে বাধ্য হইবেন। ইহাতে একঘেয়েপনা

লোপ এবং বৈচিত্র্য হইবে ; সুতরাং সুখ সমতা সকলই এক-কালে সাধিত হইবে।

খরচা বিধি।

কি ভ্রাতা, কি ভগ্নী, যাহারই গর্ভে সন্তান হইবে, তাহারা যে লাটে হইবে, সেই লাটভুক্ত থাকিয়াও ভ্রাতাগণের দ্বারা পালিত হইয়া, ভ্রাতাসন্তান হইলে ভ্রাতা লাটের সম্পত্তি এবং ভগ্নী সন্তান হইলে ভগ্নী সেক্সনের মেম্বরী স্বরূপ গণ্য হইবে। এরূপে অনেক ভ্রাতাভগ্নী জড় হইলে, তখন দশশালা বন্দোবস্তে তাহাদের আবার একবার পুনর্বিভাগে লাট বা সেক্সনভুক্ত করিয়া দেওয়া যাইবে।

হায়! কেবল আধুনিক ইউটিলিটীবাদী নহে, প্রাচীন এবং ইউরোপখণ্ডের জ্ঞানগুরু প্লেটো মহাত্মার সাধারণতন্ত্রের বিধি সকলও এতদিনে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল! প্লেটো মহাশয় আজিকে দান্তের লিম্বোতে বসিয়া না জানি ভগ্নীতন্ত্র-রাজ্যকে কত আশীর্ব্বাদই করিতেছেন। তাই বলি, এদিন যদি স্বর্ণাক্ষরে জাগতিক ইতিহাসের রংদার পৃষ্ঠায় লিখিত না থাকে, তবে আর থাকিবে কি? আমি এদিকে হায়, আহ্লাদে মত্ত হইয়া খেঁই হারাইয়া ফেলিতেছি। আরও একটা আইন হইবার প্রস্তাব হইল।

৬ষ্ঠ। সুখ সমতা আইন।—ইহা শুনিতে একটু কেমন কেমন লাগিতেছে বটে, কিন্তু 'কেমন কেমন' ইহাতে কিছুই নাই। সমাজে অনেক মূর্খ, নির্ব্বোধ এবং অবিজ্ঞ আছে যে, যাহারা সুখের বস্তু হাতে পাইলেও সুখী হইতে চাহে না। অতএব তাহাদের এই সুখ অবহেলার দৃষ্টান্তে, যাহাতে অন্য লোকের সুখের প্রতি অবহেলা না জন্মায় বা যাহাতে কেহ আপন স্বেচ্ছা ক্রমে অসুখী হইয়া সমত্বের মূলে কুঠারাঘাত না করিতে পারে ; এজন্য বিধান করা যাইতেছে যে, আইন অনুসারে সকলকেই সুখী

হইতে হইবে। যে কেহ সুখী না হইবে বা দুঃখী হইবে, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে পারিবে।

কেহ ইহাতে আশ্চর্য্য ভাবিও না। ইংরেজ রাজত্বে কোন রাজা বা রাজপুরুষ মরিলে, আইনের দ্বারা শোকসন্তপ্ত এবং বিষম দুঃখে দুঃখী করান হইয়া থাকে। অতএব আইনের বলে লোকে যদি দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত হইতে পারে; তবে সেই আইনের বলে কেন না লোককে সুখী করিতে পারা যাইবে? বিশেষত সুখী করার আইন কেবল এ ভগ্নীপার্লেমেণ্টেই যে অভিনবরূপে উৎপন্ন, তাহাও নহে। এই ভগ্নীগণের ন্যায় কথঞ্চিৎ জ্ঞানসম্পন্ন ইংরাজও, আইনের জোরে লোককে সুখী করাইয়া থাকে। বিশ্বাস না হয়, ভারতীয় ইংরাজ রাজত্বে, যথায় ঘোর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর জ্বালায় লোকে যখন একান্ত অস্থির, সেই সময়ে একবার তথায় তাকাইয়া দেখিও। তথায় তখনও বড়কর্ত্তা বা ছোটকর্ত্তার শুভাগমন হইলে, লোক সকলকে কতই সুখ ও আনন্দের সাগরে ভাসমান হইতে দেখা যায়। ইংরেজী আইনে এ সুখী করার শক্তি আছে বলিয়াই না ইংরেজেরা দেশ মধ্যে দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর অত্যাচার আদৌ গ্রাহ্য করে না। নতুবা ভাব দেখি, যদি তাহা গ্রাহ্য করিতে হইত, তাহলে কতই না কষ্ট পাইতে হইত ও কতই না অর্থব্যয় করিতে হইত? কিন্তু ইংরেজ তাহা করিবে কেন? জানে যে, দুর্ভিক্ষে যতই জ্বালাতন করুক, মহামারীতে যতই মড়ক হউক, এক কথায় যতই প্রকার ক্লেশ হউক, একবার সেদিকে শুভাগমন করিয়া সুখী ও আনন্দিত হওয়ার হুকুম জারি করিলেই সকল ফর্সা হইয়া যাইবে। তবেই দেখ, সুখী করার আইনে কেবল সুখ নহে, লাভও অনেক। কিন্তু হায়! এ সকল জানিয়া শুনিয়াও যে ইংরেজ কেন তবে সুখী আইন পূরাপূরি রূপে জারি করে না, তাহা বলিতে পারি না। বোধ করি তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড়ে ততটা কুলায় না; ফলতঃ ইহা ভিন্ন আর কি বলিব? যাহা হউক,

ভরসা করি, এবার তাহারা এই ভগ্নীরাজ্যের দৃষ্টান্তে সদুপদেশ গ্রহণ করিবে।

অদ্যকার বৈঠকে সমস্ত আইন সম্বন্ধে কতকগুলি অতি গোপনীয় কথার রিপোর্টও আমার পাঠকগণকে উপহার দিব। কিন্তু দিবার পূর্ব্বে অনেক অনুনয় বিনয় ও হাতজোড় করিয়া তাঁহাদের কাছে আমার অনুরোধ ও নিবেদন এই, যেন সে সকল কথা কোন মতে বাহিরে প্রকাশ না হয়। রাজকীয় গূঢ় কথা, প্রকাশ হইলে, হাল আইন অনুসারে আমি একেবারে মারা যাইব। মাদারী মারা গেলে আর আপনাদিগকে এ মহা পার্লেমেন্টের রিপোর্ট দিবে কে?—সে গোপনীয় রিপোর্ট এই।—

হাউস ভাঙ্গার পর দলে দলে মেম্বরীগণ হো হা করিয়া বাহির হইলে, আমি প্রচ্ছন্ন ভাবে পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলাম। শুনিলাম, মন্ত্রীবর্গের মধ্যে আপনাপনির ভিতর আপোষে কথা হইতেছে।

যুদ্ধমন্ত্রী মহাশয়া প্রধান মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।—হ্যালা অবি দিদি, এ আবার সমত্ব আইন কি হবে লা? ওত দোসাদ ছোট জাত। ছোট জাতের কি, মাথা ভেঙ্গে পায়ের সমান করতে পারলেইত তাদের লাভ। আমরা ত আর সত্তি সত্তি মাজায় কোমর বেঁধে ডোবায় ডোবায় ব্যাঙ গুগ্‌লি কুড়িয়ে বেড়াতাম না। যেমন হোক, মিন্‌সেটা সেকালে কিছু করে রেখেছে। এখন কি দোসাদকে তার ভাগ দিতে হবে নাকি?

শিক্ষামন্ত্রী।—ছোটলোকের ত মজাই ঐ, ছোট জাতেই ত সকলের আগে চায় ব্রাহ্ম হতে, কেননা বামন কায়েত এসে সমান হউক। আর যাদের কিছু নাই, যারা আধুনিক বা সাতপুরুষে ন্যাকড়া ঝাড়া, তারাইত আগে চায় যে, ভেঙ্গে চুরে সব এক হয়।

স্ত্রীসত্ব।—হাদে শোন রংদারণিরে, আমার সে প্রাইবেট সেক্রেটারিটি বড় দামী জিনিস, একমাণিক সাতরাজার ধন;

তোমাদের সে সমস্ত আইন কর আর যাই কর, সে ধনের কিন্তু আমার ভাগ হবে না। জান ত, আমার সেই সে কালের বিয়ে হতে আমরা দুটি চকাচকী মাণিকজোড়, একে আর নয়নে হারাই। আমি তোমার সেক্সন মেম্বরীও হব না, আমার সে মাণিকের ভাগও কারে দেবনা। (নিজের হৃদয় দেখাইয়া) যে ভাগাভাগী—সে এখানে।

রামার মা।—হ্যালা অবলা, কাণ্ডখানা—।

প্রধান মন্ত্রী।—আ মর, তোরা দেখ্‌ছি সবাই পাগল হলি। উস্‌কে দিয়ে পাগল নাচিয়ে মজা দেখ্‌না। ক্ষমতা ত আমাদের হাতেই, একটা মজা দেখ্‌তেও কি তোরা নারাজ, তোদের ভাতার কি তাও সেখাই নি? দেখ দেখি, আমার বিনি ভাতারে কত বুদ্ধি! র—তোদেরও বেশি বুদ্ধি দিবার জন্যে সমস্ত আইনে সত্তি সত্তি সায়দিয়ে তোদের ভাতার ছাড়াচ্চি।

সকলে তখন সাহস পাইয়া, তামাসা পূর্ব্বক "বেশ কথা, বেশ কথা, ওলো বেশকথা। খুব রাজী, সবাই রাজী। (স্ত্রীসত্ব মন্ত্রী তখন প্রধান মন্ত্রীর থুৎনিতে হাত দিয়া) ওলো আমার নাচন দিদিলো, তোর বালাই লয়ে মরে যাই।

আমি তখন মন্ত্রীদল ছাড়িয়া আর একদল মেম্বরীর পাছ লইলাম। তখন একজন আর একজনকে আতঙ্কে বলিতেছেন।

১ম।—হ্যা দিদি! তবে কি হবে?

২য়।—হবে আবার কি লা?

৩য়।—যদি পাস করে দেয়?

২য়।—বিল হাউসে উঠুকই আগে।

৪র্থ।—উঠ্‌লে কি করিব?

২য়।—যে দিন উঠবে, সেদিন সবাই এক এক গাছ মুড়ো ঝাঁটা হাতে করে যাব, তার পর যা করতে হয় তা করব। এখন হতে ভাল রকম এক এক গাছ মুড়ো ঝাঁটা চেয়ে ঠিক

করগে ; আর তুই না পারিস ত তোর তাকে বলিস্। তখন যেন হা করে হাবা হস্‌নে।

ইহার পর বাকী যে মন্ত্রণা, তাহা চুপি চুপি চলিতে লাগিল, সুতরাং আমিও আর শুনিতে পাইলাম না।

জন্মতিথি পূজা।

(ফৌজের কুচ-কাওয়াজ।)

শিরোনামা দেখিয়া পাঠকগণ হয়ত মনে মনে কত তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এ পার্লেমেণ্টের রিপোর্ট মধ্যে জন্মতিথির পূজার কথা কেন,—উহা কি তবে রিপোর্ট-দাতার নিজের,—তা সে কথা এখানে কেন ?

পাঠিকা এবং পাঠকগণ, আপনারা বিরক্ত হইয়া চটিবেন না। জন্মতিথি পূজা আমার নহে, তবে আমার বলিতে আমাদের এই বিশালগৌরব ভগ্নীরাজ্যের বটে। দশ বৎসর পূর্ব্বে, আজি এমন দিনে ও এমনই শুভক্ষণে, ভগ্নীরাজ্যের সংস্থাপন বা জন্ম হয় ; অতএব ঐ শিরোনামা ভগ্নীরাজ্যেরই জন্মতিথি পূজা বা জন্মোৎসব সূচনা করিতেছে। পর্ব্বাহ হেতু আজিকে হাউস বন্ধ, তাই বসিয়া না থাকিয়া আপনাদিগকে জন্মোৎসবেরই রিপোর্ট প্রদান করিলাম। এক্ষণে ভগ্নীরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট প্রার্থনা করি যে, হোটেলের খানার মিশালে যেরূপ কাশ্মিরী চাট্‌নী, এই রিপোর্টও আপনাদের নিকট সেই-রূপ নয়ন ও শ্রবণপ্রিয় হউক।

জন্মোৎসব উপলক্ষে হাউস দুইদিন বন্ধ। তাহার একদিন এই রিপোর্টে গত হইল। কালিকে কিসের রিপোর্ট দিব, তাহা কালিকে ভাবিয়া ঠিক করা যাইবে।

অতি প্রত্যূষে মাথাল মাথাল নাগর নাগরী সকল * লইয়া, উৎসব উপলক্ষে রাজন্যবর্গের মহতী সভা হইয়া গিয়াছে। সভাতে নানা বক্তৃতা, নানা বচন খরচ, নানাবিধ শান্তিপাঠ হওনান্তে, উপাধি বিতরণ পূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইয়াছে। অবশ্যই, এ সভায় যাহা কিছু হইয়াছে তাহাপেক্ষা গুরুতর জ্ঞাতব্য বিষয় যদি কিছু না থাকিত, তাহা হইলে তাহা লইয়া কালক্ষেপণ করিতে পারিতাম।

তবে এক উপাধিদানের কথা?—তা উপাধি পাইয়া থাকে কাহারা, তাহা পাঠকেরা পূর্ব্বেই দ্বিতীয় বৈঠকে মেজর জেনারল দীনতারিণীর বক্তৃতায় কতকটা জ্ঞাত হইতে পারিয়া থাকিবেন। পাঠিকাদের জন্য ভাবিনা, তবে পাঠকদের মধ্যে কেহ কেহ মোটাবুদ্ধি বশতঃ তাহাতেও যদি বিশেষ জ্ঞাত হইতে না পারিয়া থাকেন, কেবল তাঁহাদের জন্য এখানে কিঞ্চিৎ সঙ্ক্ষেপে বলিব।

এ রাজ্যের সুব্যবস্থার নিয়মই এই যে, যেমন করিয়া হউক, তৈল ব্যবসায়ের সংস্রব ব্যতীত কোন প্রকারে উপাধি মিলিতে পারে না; আবার কেবল সংস্রব থাকিলেও হয় না। যাহাদের পুঁজী পাটা কমে ব্যবসায় সামান্য, তাঁহারা কেবল 'মধুর হাসি' ও 'বাহবা' দ্বারাই পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। যাহারা উহারই মধ্যে বিখ্যাত ব্যবসায়ী, তাঁহারাই উপাধির যোগ্য, কিন্তু সেও ছোট ছোট সামান্য উপাধি। বড় বড় উপাধি পান কেবল তাঁহারা, যাঁহাদের ব্যবসায় ফলাও, তেলে সিদ্ধহস্ত, অধিকন্তু ব্যবসায়ের লাভ হইতে সিন্দুর আলতা সংগ্রহ পূর্ব্বক

* রাজ্যে রাজা না থাকিলে, প্রজা খেতাব কাহারও হয় না। সাধারণতন্ত্রে সবাই সমান স্বাধীন হেতু, প্রেসিডেণ্ট হইতে অতি সামান্য লোকটি পর্য্যন্ত নাগর নাগরী (অর্থাৎ Citizen Citizeness) নামে উক্ত হয়। সাধারণতন্ত্রে উপাধির উপসর্গও থাকে না। কিন্তু তবু যে ভগ্নীরাজ্যে আছে, তাহার কারণ এখানে এখনও অবোধ ভ্রাতাজাতিকে লইয়া ঘর করিতে হয়। যে কোন উপায়ে হউক পাগল থামানর ত দরকার, বিশেষ যখন দেখা যায় যে, সে উপায়ে লাভও কিছু না আছে এমন নয়।

ভগ্নীলোকের তুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন। যাহার যে যে রকমের তেল, সর্ষপ, মধ্যম নারায়ণ, ইত্যাদি তাহার উপাধিও সেইরূপ বিভিন্ন। কিন্তু তা বলিয়া কেরোসিন্ কি মরিচাদি তেলে উপাধি হয় না, বরং উল্টা উৎপত্তি; ভগ্নীলোকের পক্ষে উহা ইষুমূল।

অনেকে উপাধিটা কেবল তেলীর একচেটে বলিয়া, তাহার প্রতি উপেক্ষা ও উপহাস করিয়া থাকেন; এবং সাধারণ লোকে পুনঃ উহাকে সম্মানের পরিবর্ত্তে অসম্মানের চিহ্ন বলিয়াই ধরে, কিন্তু পিছানে যে যা বলে তাহাতে আসে যায় কি, সম্মুখে ত কেহ বলিতে আইসে না; সুতরাং উপাধিধারীরও লোক-মতামতে অনভিজ্ঞতা হেতু উপাধি ভোগে কোন ব্যাঘাত হয় না। এ সংসারে সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, তুচ্ছ অতুচ্ছ, সকলেরই অবান্তর ভেদ এবং কাটান উভই আছে, তাহাতেই রক্ষা; তাই—মানুষের সহিয়া যায়, মানুষের পুনঃ ভোগ্য হয় এবং ভোগেতেও আবার সুখ আছে।

রাজন্যসভা ও উপাধি বিতরণের কথা হইল। এখন চল সবে, ভগ্নীতন্ত্রের সে সর্ব্বজনভয়ঙ্কর দুর্দ্দমনীয় দুর্ম্মদ বিশাল ফৌজের কুচ কাওয়াজ দেখি গিয়া। যদিও পুলিস ফৌজেরও আজ সেই চিরনূতন "লেপ্ট—রেইট", "তুদ রুটী বেশ", * "শোও আরাম" † ইত্যাদি মধুর সঙ্কেতে কুচ-কাওয়াজ হইতেছে; আমাদের সেখানে দেখিয়া কাজ নাই। আমরা দেখিগে চল, যথায় বচনাবর্ত্তের মহাফৌজ এবং সেনাপত্নী পদীর মা যেখানে স্বয়ং হুকুমদার।

এক মাসের উপর হইতে, মিলিটারী ও গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কুচ-কাওয়াজের নিম্নলিখিত যে বিজ্ঞাপনী বাহির হইতে ছিল, আজি তাহার পূর্ণাহুতি।

---

* Towards the right face.

† Shoulder arms.

বিজ্ঞাপনী।

জবরদস্ত শ্রীযুক্তা ফিল্ড মার্সাল,

(সহি) পদীর মা (× ঢেরা সহি।)

বঃ কলম শ্রীমতী চণ্ডীমণি গাঙুলি, কর্ণেল।

"যেহেতু অপ্রকাশ নহে যে, আমাদের এই পরমগৌরবান্বিত ভগ্নীরাজ্যের জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে, রাজ্যস্থ জগতবিজয়ী সৈনা সকলের প্রদর্শনী ও কুচ-কাওয়াজ হইবে। আমাদের এই রাজ্য জগতের শীর্ষস্থানীয় ও সর্ব্বরাজ্যের আদর্শস্থল; এজন্য শিক্ষালাভ করিবার আশায় পার্শ্বস্থ সমস্ত রাজ্য হা করিয়া সেই দিনের প্রতি দৃষ্টি দিয়া আছে। আমাদের ভগ্নী-সেনাও যে তদুপ-যুক্ত আদর্শ-সেনা, তাহা বলাই বাহুল্য; তথাপি স্মরণার্থে বলা যাইতেছে যে, তাহারা বুঝিয়া সুঝিয়াই কার্য্য করিবেন। তাঁহারা আরও ইহা জানিয়া গৌরব রক্ষায় যত্নশীল হইবেন যে কাওয়াজে বহুতর বৈদেশিক রাজদূত সমাগত হইবেন। ভগ্নী-সেনা ইহাও অবগত হইয়া আশ্বাসিত হইবেন যে, যিনি যিনি পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবেন, তিনি তিনি বিপুল মূল্যবান উপহারের দ্বারা সম্মানিত হইবেন। এবারকার উপহার,——

ঝাঁটা, তামাক পোড়া ও চুলের দড়ী।

মুড়ো ঝাঁটা কেবল একগাছি, সুতরাং উহা সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী যিনি, তাহারই করকমল শোভা করিতে থাকিবে; অধিকন্তু, আজীবন ধরিয়া উক্ত মুড়ো ঝাঁটার তাড়নে যখনই তাঁহার গৃহপতিগণের নিমিত্ত দড়ী-কলসির প্রয়োজন হইবে, তাহা যাহাতে রাজভাণ্ডার হইতে বিনা ব্যয়ে পাইতে পারেন, সেজন্য বহু সম্মানান্বিত ও অতি দুষ্প্রাপ্য "দড়ী-কলসি-স্বাধীন" খেতাব দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করা হইবে।

এবারকার কাওয়াজের বিষয় প্রেমনগরের অবরোধ অভিনয়। প্রেমনগরাধিপতি ঢেঁকিরাম ভ্রাতার প্রতিনিধি স্বরূপ একটি অতি সুন্দর ও সুগঠিত নূতন ঢেঁকি রণ-ময়দানে রাখিয়া পরীক্ষা করা হইবে যে, কে প্রতিদ্বন্দ্বী বিভাগকে পরাজয় পূর্ব্বক ঢেঁকি হরণ করিতে সমর্থ। এবারকার এ কাওয়াজে নিম্নলিখিত ফৌজগুলির প্রতি আদেশ জারি করা হইল, তাহারা দুই ভাগ হইয়া এক ভাগ ঢেঁকি অবতারকে রক্ষা করিতে থাকিবে, আর একভাগ আক্রমণ পূর্ব্বক ঢেঁকি অবরোধ করিয়া তাহা হরণ করিতে চেষ্টা পাইবে।

রক্ষণকারী সেনা।	অবরোধকারী সেনা।
হুকুমদারণী,	হুকুমদারণী,
জেনারল জয়মণি।	লেপ্টেনেণ্ট-জেনারল রামমণি
সেনা,	সেনা,

পদাতিক রেজিমেণ্ট,

উনন মুখী	নাকে হাত
নাকে কাঁদুনী	বাজিমাৎ
ভরা যৌবন	কদম ফুল
ঘর মজানী	যমের ভুল

অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট,

নাচনদিদী	গঙ্গাজল
ভরা ভাদ্দর	টল মল

তিরন্দাজ রেজিমেণ্ট

আড়নয়নী	টানাভুরু

গোলন্দাজ,

প্রেম বিলাসী	কল্পতরু।

সাহায্যার্থে মুলতুবী ফৌজ,

ড্রেগুণ মিস রেজিমেণ্ট	গ্রেণেডিয়ার মিস রেজিমেণ্ট
(সহি) শ্রীমতী হরমণি কলকলী;	(সহি) শ্রীমতী যশোদাচাকী
এডজুটাণ্ট জেনারল।	কোয়াটার মাষ্টার (মিষ্ট্রেস) জেনারল।

কম কোন রেজিমেণ্টই নহে, তবু উহারই মধ্যে 'ভরাযৌবন' রেজিমেণ্ট ও 'কল্পতরু' গোলন্দাজ ফৌজ, ইহারা নানারূপে মেডেল প্রাপ্তে বিশেষ খ্যাতাপন্ন। ইহাদের কথনই পৃষ্ঠভঙ্গ বা পরাজয় কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই।

কাওয়াজের বিস্তীর্ণ ময়দান। একধারে তাহার দর্শকের স্থান করা হইয়াছে। ঐ স্থানের মধ্যস্থলে উচ্চ মঞ্চ, তাহাতে প্রেসিডেণ্ট, ডিঃ প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রীবর্গ, বিদেশীয় রাজদূত ও রাজপুরুষ বর্গের স্থান। দুই পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিম্ন মঞ্চে অন্যান্য গণ্য মান্য দর্শকবর্গের স্থান। আমিও সেই দর্শকদের স্থানে সুবিধামত আসন অধিকার করিয়া বসিলাম।

আজিকে স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট স্বগণসংহতি আসিয়া স্বস্থান আলো করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার সে স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি (তবে হালে প্রসবের কার্য্য নির্ব্বাহ হেতু নীলে শির উঠায় পাঙাস মুখ) দেখিলে, কে না বলিবে যে,—'হাঁ, ইনিই এ আদর্শ রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী বটেন।'

ক্রমে ভেরি তুরী জগঝম্প ও চড়বড়ীর বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে আগে ব্যাণ্ড, পশ্চাতে রেজিমেণ্ট সকল একে একে আসিয়া রণ-ময়দান পুরিতে লাগিল। সকলেই স্ব স্ব রেজিমেণ্টের নিয়ম অনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্রে আপাদ মস্তক সুসজ্জিত। বলিতে কি, আমি তাহাদের সেই বীরা অঙ্গভঙ্গিমা ও রণচণ্ডা মূর্ত্তি দেখিয়া সহসা যেন চমকিত ভীত ও কম্পিত হইয়া উঠিলাম এবং 'ধন্য ভগ্নীগণ' বলিয়া মনে মনে কতই যে ভগ্নী

মাহাত্ম্য ও ভগ্নীশক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলাম, তাহা আর বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া কি বলিব। বিষয় যতই গুরুতর, গভীর ও উচ্চ হয়, ততই তাহা বাক্যের অতীত হইয়া থাকে।

আমি অনেকক্ষণ অবাক হইয়া থাকিয়া, তাহার পর আমার পার্শ্বস্থ দর্শক একজন বৃদ্ধ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মহাশয়, যে ভগ্নীগণ কিছুকাল পূর্ব্বে অবলা সরলা অতিশয় কোমলা কুলবালা ছিল, ঘরের বাহির হইতে হইলে ভয়ে কম্পিত হইত, ছেলে বিদেশে যাইতে চাহিলে ষষ্টীরকাছে মাথা কুটিয়া কুটিয়া ফুটিয়া রক্ত বাহির করিত এবং পেঁচার ডাকে ভয়ে যাহারা মূর্চ্ছা যাইত; তাহাদের এ অল্প সময়ের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন হইল কি প্রকারে? যাহারা ছিল অবলা এবং ভীরুর এক শেষ, তাহারাই হইয়াছে সবলা এবং বীরার এক শেষ! কেমন করিয়া যে হইয়াছে, আমিত মনে ধারণা বা বিশ্বাস্ করিতেই পারিতেছে না। আমার যেন, মহাশয়, সমস্তই যাদুকরের কারখানা বলিয়া বোধ হইতেছে।

বৃদ্ধ।—ভায়াহে, জগতের নিয়ম অবশ্য মূল, বাকী সময় সঙ্গ ও প্রয়োজনে সকলই করিতে পারে।

আমি।—মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম না! একটু খুলে বলুন।

বৃ।—খুলে বলিতে গেলে সে অনেক কথা, শুনিতে তোমার ধৈর্য্য থাকিবে কি?

ভাবে বুঝিলাম লোকটি একজন ছোট খাট ফিলোজফার (তত্ত্ববিদ্)। তখন আরও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলাম।—হাঁ মহাশয়, ধৈর্য্য কেন না থাকিবে, আপনি বলুন বিশেষতঃ এখনও ফিল্ড মার্সালের আসিতে বাকী, সুতরাং কুচ কাওয়াজ আরম্ভ হইতে কিছু বিলম্ব আছে দেখিতেছি।

বৃ।—আচ্ছা ভায়া শুন। এ জগতে সকল পদার্থেরই ভাব ও অভাব বলিয়া দুইটি অবস্থা আছে জান কি? চক্রবৎ পরিবর্ত্তনক্রমে তাহারা সকল পদার্থকেই আক্রম ও অতিক্রম করিয়া যায়।

জগতের নিয়মের কথা যাহা বলিতেছিলাম, সে ইহারাই। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি যে, মানুষের এমন এমন সময় আইসে, যখন সহস্র চেষ্টাতেও সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ, ইহা থামাইয়া রাখিতে পারে না; অথবা সকলকেই পর পর কিছু না কিছু সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়ই হয়! অধিক কি, অতি সামান্য যে তাস খেলা, তাহাতেও দেখিয়াছ ত, কখনও খুব পড়তা পড়ে, কখনও একেবারে নাই। বদ পড়তার সময় হাজার তাসাও, হাজার সাজাইয়া দেও, তবু বিপক্ষের হাতে সেই ছখান রং আর তোমার হাতে দুই খানা। তবে কি না,—এটাও জানিয়া রাখিও যে, অভাবেও একেবারে কখন ভাবের ধ্বংস হয় না, বা ভাবেও কখন একেবারে অভাবের ধ্বংস হয় না। ভাব বা অভাব, উভয়েরই একক হওয়ার নাম মৃত্যু। অতএব আমরা লৌকিক ভাবে যে ভাব ও অভাব বলি, সে কেবল ভাব বা অভাবের আধিক্য সূচক মাত্র।

আ।—কেন মহাশয়, ভাবে অভাব ছাড়ায় না বা অভাবে ভাব ছাড়ায় না?

বৃ।—যেহেতু ভাব ও অভাব উভয়ের যোগে সৃষ্টি; সুতরাং সৃষ্টু্যৎপন্ন পদার্থ যে, সে কিরূপে উভয় বা একতর সংস্রব হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে? কেবল অভাবে সৃষ্টি নাই; কেবল ভাবেও সৃষ্টি নাই। ভাব পূর্ণ, সুতরাং গতিশূন্য, বিনা গতিতে সৃষ্টি হয় না। অভাবেই গতি, অভাবশক্তি; কিন্তু বিনা অবলম্বনে শক্তিও আবার অকার্য্যকর। ভাব শক্তির সেই অবলম্বন; সুতরাং উভয় যোগ হইলেই তখন সৃষ্টিরূপে প্রকাশমান হয়; আবার বিয়োগ হইলেই মৃত্যু। তাই প্রকাশমান জীবিত পদার্থ মাত্রে, একেবারে ভাব অভাবের সংস্রব শূন্য হইতে পারে না। এই সোজা কথাতেই তাহার সাক্ষ্য দেখ না কেন,—একেবারে খাঁটি ভাল বা একেবারে নিখুঁতও কিছু পাইবে না;

অথবা একেবারে মন্দ বা একেবারে খুঁতযুক্তও কোথাও পাইবে না। একেবারে খাঁটি পুণ্যবানও কোথাও নাই, অথবা একেবারে মহাপাপীও কোথাও নাই; বা একেবারে পূর্ণও কোথাও নাই, বা একেবারে অপূর্ণও কোথাও নাই

আ।—ভাল, তাহার পর?

বৃ। ভাব অভাবের এইরূপ ক্রমোদয় বিলয় হেতুই, আজি যাহা দুর্ব্বল কালি তাহা সবল, আজি যাহা কোমল বা কমনীয় কালি তাহাই কঠিন বা পৌরুষ ভাব; ঐরূপ সবল কঠিন বা পৌরুষভাব পুনঃ দুর্ব্বল কোমল বা কমনীয়তাকে প্রাপ্ত হয়। এই সকল ক্রমপরিবর্ত্তনের আধার হইতেছে আবার কাল। কাল, শক্তিগতিরই পরিমাণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শক্তি পর পর ভাব অভাব সংস্পর্শে গতি করে বলিয়া, শক্তির গতি সর্ব্বদাই আঁকাবাঁকা; সরল রেখায় শক্তির গতি নাই। দেখিয়াছ ত, সাপ চলে হিলিবিলি করিয়া, নদী চলে বাঁকিয়া চুরিয়া, আর তুমিও চল ডাইন পা বাঁ পা আঁকাবাঁকা ফেলিয়া। সে যাহাহউক, সময়ে পরিবর্ত্তন ঘটনা হেতুই ভাব বা অভাবাত্মক যখন যাহা উদয় হয়, লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে তখন, অমুক বিষয়ের আবর্ত্ত বা হাওয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ পদার্থ সকল একেবারে ধ্বংস না হইয়া জগতে যতক্ষণ জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে পর পর বিপরীত অবস্থাদ্বয় আক্রম ও অতিক্রম করিয়া যাইবেই যাইবে। কেমন বুঝিলে?

আ।—বলিয়া যাউন।

বৃ।—এখন উপস্থিত কথায় আইস। কামিনীগণ "অবলা সরলা ও কোমলা বটে; কিন্তু সেই কামিনীগণ "স্পার্টায় কিরূপ ছিল, রাজপুতনায় কিরূপ, এখন বা আমেরিক ও ইউরোপে কিরূপ আছে, জানত? তাহারা সেই সবলা ও বীরা; আর তোমার ঘরে?—ছেলের পায় হুঁছট লাগিলে মায়ের প্রাণ ছিট্‌কে বাহির হয়, অথবা ষষ্ঠীতলায় মাথা কুটিতে মাথা

ফাটিয়া যায়। অথবা যে বাঙ্গালী লইয়া একসময়ে লক্ষ্মণ সেন ছিল "আকৌমারবিকস্বরঃ দিশি দিশি প্রস্তন্দিভিঃ দোর্যশঃ," সেই বাঙ্গালীই এখন কাপুরুষের একশেষ; এমন মরণের ভয় আর কোন জাতিরই নাই; মরণের কথা দূরে যাউক, হুতাসেই প্রাণ হাঁপিয়ে বাহির হয়; এক পা এগুতে তিন পা পিছায়। যে যত মারুক, অপমান করুক, বা সর্ব্বস্ব যাউক, তবু প্রাণ লইয়া ঘরে থাকিতে পাইলেই বাঙ্গালী আর কিছু চাহেনা। সায় দিও ভায়া।

আ।—আপনি বলিয়া যাউন, আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেছি।

বৃ।—কেন এরূপ বিপরীত পরিবর্ত্তন হয়?—এতক্ষণ অবশ্যই বুঝিয়াছ যে, সেই ভাব বা অভাবরূপ হাওয়ার পরিবর্ত্তনে। আর এক কথা, লক্ষ্মণ সেনের বাঙ্গালীতে যে বীরত্ব ছিল, এখনকার বাঙ্গালীতেও কি তাহাই আছে?—আছে বৈ কি। এককথায় এই মানুষে বীরত্ব ভীরুত্ব, দেবত্ব অসুরত্ব, মনুষ্যত্ব পশুত্ব ইত্যাদি সকলই আছে। গুণের কখনও ধ্বংস নাই। প্রভেদ কেবল, যখন যে গুণ বিষয়ক ভাব বা অভাবের হাওয়া উঠে, তখন সেই গুণটি জাগরিত ও তাহার বিপরীতটি সুপ্ত হইয়া যায়। যখন যে গুণ লইয়া যে প্রকার হাওয়া, তখন তদনুসারে তাহার ভাব বা অভাব সুপ্তোত্থিত হয়; সঙ্গ গুণে তাহা পুষ্ট হয় এবং প্রয়োজন হইতে তাহার তেজস্বীতা বৃদ্ধি হয়। সঙ্গের বড় গুণ! সঙ্গ হেতু এমন কি মহা পাষণ্ডও মহা ধার্ম্মিক হয় এবং মহাধার্ম্মিকও মহা পাষণ্ড হয়। সঙ্গ অপেক্ষা আবার প্রয়োজনের তেজ আরও বেশী। ফলতঃ হাওয়া উঠিলেও সঙ্গ ও প্রয়োজন যদি না থাকে, তবে অস্ফুটন্তেই সে হাওয়ার ফল নষ্ট হইয়া যায়। তোমার এ ভগ্নীরাজ্যের ভগ্নীদিগেরও বর্ত্তমান অবস্থা, সেই হাওয়া, সঙ্গ ও প্রয়োজনের ফলে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে।

আ।—তাহা হইলে ভীরু, কাপুরুষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত বাঙ্গালীরও অবশ্য একদিন বীর ও মানুষ হইবার আশা আছে।

বৃ।—আছে বৈকি, কিন্তু যদি অনুকুল হাওয়া উঠিবার আগেই লোপ না হয়। কিন্তু যেরূপ গতিক দেখিতেছি এবং যেরূপ দ্রুতপদে বাঙ্গালীভদ্রবংশ ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে এ জাতি যে ততদিন টিঁকিবে, তাহা বোধ হয় না। তবে যদি স্বীয় পুরুষকারের দ্বারা অনুকূল হাওয়া ফিরাইতে শীঘ্র সক্ষম হয়, তাহলেই যাহউক।

আ।—এই যে বলিলেন হাওয়া ফেরা না ফেরা জাগতিক নিয়ম, তবে তাহা পুরুষকারের অপেক্ষা রাখে কোথা?

বৃ।—জাগতিক নিয়ম সমস্তই দেখিয়া শেষ করিতে পার নাই ত। যেমন পর পর হাওয়া পরিবর্ত্তন জাগতিক নিয়ম; উহার বেগ শীঘ্র ফিরাণর পক্ষেও, পারিপার্শ্বিক বিধি স্বরূপ যদি আর একটা জাগতিক নিয়ম থাকে? মানুষের স্বেচ্ছাশক্তি, জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সেই পারিপার্শ্বিক বিধিস্বরূপ। দেখ নাই কি, সেই ত্রিবিধ শক্তিবলে মানুষ কত প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রভুত্ব পূর্ব্বক তাহাদের কত রূপান্তর এবং প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপের কত ভাবান্তর করিতে সক্ষম হয়? এখানেও তাহাই। দৈহিক বলের গণনীয়তা অতি সামান্য, মানুষের মন এবং মানসিক বলই সর্ব্বেসর্ব্বা। ভীরুতা কাপুরুষত্ব প্রভৃতি মনের মোহ প্রাপ্ত অবস্থান্তর মাত্র। এখন জ্ঞানের দ্বারা সেই মোহ ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেই, কথিত হাওয়া শীঘ্র ফিরিয়া যায় এবং ভীরুতা কাপুরুষত্ব প্রভৃতিও কোথায় ছুটিয়া পলায়। পুনশ্চ মন সাহসী ও সবল হইলে, শরীরও সাহসী এবং সবল হয়, যেহেতু শরীর মনেরই অনুগমন করিয়া থাকে।

আমাদের ফিলোজফারী যখন এই পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন সহসা ঘোরতর গগণভেদী বাদ্যের রোলে আমাদের চিত্ত আকর্ষিত হওয়ায় তাকাইয়া দেখি যে; আগু পিছু পার্শ্বে

ঢাক ঢোল চড়বড়ী সানাই জগঝম্প প্রভৃতির গভীর বাদ্যে তোলপাড়; আর মাঝে তাহার স্বগণ সহিত ফিল্ড মার্সাল পদীর মা, এই মহতীসজ্জায় কাওয়াজ স্থলাভিমুখে শুভাগমন করিতেছেন। বলিয়া রাখি, ঢাকের বাদ্যে অধিকার এক ফিল্ড মার্সাল মহাশয়া ছাড়া আর কাহারও নাই; উহা তাঁহার একচেটে সম্মান।

বলিতে কি, ফিল্ড মার্সাল মহাশয়ার সে রণরঙ্গমল্লবেশে আগমন এমনই চিত্তস্তম্ভকর যে, তাহা গদ্যে উপযুক্ত বর্ণনা করিয়া শেষ করে, কাহার সাধ্য। বুঝি পদ্যে কতক হইলেও হয় ত হইতে পারে। আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, ভগ্নীরাজ্যের জনেক ভ্রাতা সে সজ্জা বর্ণনা করিয়া একটি পদ্য লিখিয়া ছিলেন। যদিও পদ্যটি উপস্থিত ব্যাপার অনুযায়ী সম্যক ভাব ও রসোদ্দীপক হয় নাই, তথাপি মধু অভাবে গুড় স্বরূপ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

সাজ্ সাজ্ বলিয়ে ওরে পড়ে গেল সড়া।
ধাঁগুড় গুড় গুড় নাগ্‌রা বাজে সাজে পদীর মার পাড়া॥

ঝুমুর ঝামর গুমুরগাম
ঝুমুর ঝম্ বাজে।
বেহদ্দ বেতাল তালে তাল
পদীর মা সাজে॥
করে হলকম্প জগঝম্প
ঝঝ মঝ বোল।
আর চড়বড়ীতে চট্‌র পট্‌র্
হটর হটর রোল॥
কত বাজ্জে কাঁশি রাশি রাশি
কাঁই কাঁই কাঁই।

করে ক্যাঁ কোঁ কোঁকোঁ হ্যাঁকো প্যাঁকো
মধুর সানাই ॥
বাজে ঢাক, ঢোল ডাগর বোল
টাক্‌সানাতে টানা।
(আর) ডগরকড়ায় কড়াৎ কড়াৎ
রামশিঙেতে হানা ॥
তখন—
পদীর মা রঙ্গে সাজে রণমাঝে
কোটর চোকে চায়।
ওল গোল টেকো মাথা ধরিয়ে ছাতা
পাগ বাঁধন তায় ॥
দোলে দোল লম্বা ঝাঁটা, কব্‌জাআঁটা
গোলাপ-গায়ে ভেড়া।
কিবা সেই লেউয়ো পেটে লহর উঠে
থানফাঁড়াতে বেড়া ॥
দন্তগুলো যেন মূলো
আধ অধরে ঢাকা।
তামাক পোড়ায় কালো কোলো
বদন খানি ঢাকা ॥
হাত নাড়া ঘন সাড়া ঝাপন কাঁপন।
ঘন হাঁক ঘন ডাক গভীর গর্জ্জন ॥
রণদুলালী আউমাতালী
রণমাঝে চলিল তখন।
আর দেখে যা বেহদ্দ মজা
কর্ব্বি যদি সার্থক নয়ন ॥

পদীর মা সমাগত হইবামাত্র সকল গোলমাল, সকল ব্যাঙ ক্ষণেকের জন্য নিস্তব্ধ হইল, তখন সদর্পে ;—

জবরদস্ত করে কস্ত
রণমঞ্চে উঠে।
দেখে সে সাজ শত্রু রাজ
অহঙ্কার টুটে ॥

সকল সৈনিক অপেক্ষা ফিল্ড মার্সালের উচ্চাসন। প্রথা অনুসারে একখানি গরুশূন্য গোশকট আভূমিবিলম্বিত রণ-জাজিমে মণ্ডিত, তাহার উপর মেলের পাটী ও পোয়াল ভরা তাকিয়া। পদীর মা একটু মোটা সোটা গোছের মানুষ ও বেজায় লম্বা পেট, সুতরাং উঠিতে একটু হাঁস ফাস করিতে হইয়াছিল। শকটারোহণের পরেই মহত আরামের অতি দীর্ঘচ্ছন্দ আঃ শব্দ পূর্ব্বক—পা ছড়াইয়া বসিয়া, তখন মার্সেলী শঙ্খ লইয়া গোঁ-গাঁ মহতী শঙ্খধ্বনি করিলেন।

মার্সালের শঙ্খধ্বনির সঙ্কেত পাইবামাত্র সমস্ত সেনা তদভিমুখী হইয়া, বামপদ উত্তোলন পূর্ব্বক মার্সালের প্রতি সৈনিক-সেলাম প্রদান করিল। জেনারল জয়মণি যদিও মার্সালের অধীনে নিজেকে কিছু কুণ্ঠিত বোধ করেন বটে; কিন্তু এ সময়ে কি করেন, একে সৈনিক নিয়মের কড়াকড়, তায় উপরওয়ালানী, সুতরাং কাজেই সেলাম প্রদান করিতে হইল। তবে বোঝা গেল যে, সেলামটা আন্তরিক নহে। পদীর মাও বুঝিল, কিন্তু কায়দায় পতিত দেখিয়া চোখ ঠারিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিল।

আমি পুনর্ব্বার আমার পার্শ্বস্থ বৃদ্ধটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জেনারল জয়মণি পদীর মার অধীনে এত কুণ্ঠিত কেন?"

বৃ।—তোমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর অধীনত্বে এত কুণ্ঠিত হইয়া সাহেব মুনিব বাঞ্ছা করিয়া বেড়াও কেন? মানুষ অবস্থার দাস। ক্রমাগত গোলামীতে থাকিয়া তাহা এমন অভ্যস্থ হইয়া যায় যে, স্বজাতিকে জাতি ও স্বজাতীয় মানুষকে আর মানুষ বলিয়া জ্ঞান হয় না; অথবা সকলকেই ভাবতঃ সমান গোলাম

দেখিয়া নিজের অপেক্ষা কাহাকেও উচ্চ বলিয়া স্বীকার করিতে বা তাহার অধীনস্থ হইতে লজ্জা হয়। আরও একটা কারণ অবশ্য ফেলিবার নয়; অর্থাৎ স্বজাতীয় উপরওয়ালা যে, যে গোলামীর ভিতর সহসা ক্ষমতা লাভে, ক্ষমতারও সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য দেখনা, যে অপরাধে একজন ইংরেজ মাজিষ্ট্রেট যে সাজা দেয়, একজন বাঙ্গালী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট দেয় তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। একজন ইংরেজ একজন বাঙ্গালী সম্ভ্রান্তের খুব সম্মান নাও করে ত অপমান করিবে না, অন্ততঃ নেহাত রাগ ভিন্ন; কিন্তু একজন বাঙ্গালী হাকিম তাড়াইয়া ও গায় পড়িয়া একজন সম্ভ্রান্তকে খাট করিতে ব্যস্ত;— কেননা লোকে দেখুক যে আমি কতবড় মানুষ! লোকেও দেখে, অতি ইতরের ইতর এবং পাকে পড়িয়া খেঁদীর পুত্র চন্দনবিলাস।

এমন সময়ে মার্সালের শাঁখ আবার বাজিয়া উঠিল। উহা কাওয়াজ আরম্ভের সঙ্কেত। অমনি রক্ষক ও অবরোধক দুইদল ভাগ হইয়া দাঁড়াইল; মাঝখানে তাহাদের নধর ঢেঁকিরাম এবং ধারে ধারে তাহার ধামা সাজান। ধামার প্রয়োজন এই যে, যদি এ বেলার মধ্যে ঢেঁকিহরণ না হইয়া উঠে, তবে উভয় দলের কোন্দল দ্বিপ্রহরের নিমিত্ত ধামা ঢাকা দিয়া রাখিয়া, অপরাহ্নে আবার পুনর্গ্রহণ করা হইবে।

এইবার যুদ্ধ আরব্ধ। ওহো, কি ভয়ঙ্কর কুচ কাওয়াজ, কি রোমহর্ষণকর যুদ্ধ! যেই জেনারল রামমণির সঙ্কেত-শিঙা বাজিয়াছে, অমনি অবরোধকদল আগু হইয়া আক্রমণ করিতে অস্ত্র ছাড়িল,—'আড়খতি নয়নবাণ!' স্বপক্ষদল তাহা সংহার করিয়া ফেলিল—আড় খ্যাম্‌টায়।" বিপক্ষদল তখন অপর পক্ষকে অবসর না দিয়াই সতেজে ফায়ার করিল,—'মুচ্‌কে হাঁসি।' সপক্ষদলও উত্তর গাহিল সতেজে ছাড়িয়া পার্ব্বতীয় গোলা,—'অলিকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনম্‌।' এইরূপে দুইপক্ষে

বহু ধাওয়াধায়ী ও বহু অস্ত্র প্রয়োগ হইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি দেখা গেল, ঢেঁকিরাম হেলেন না দোলেন না, যেমন তেমনি যেখানকার সেখানে তখনও নধর ভাবে নিপতিত।

ক্রমে এ সকল অস্ত্র ব্যার্থ দেখিয়া তখন উভয়পক্ষ হইতে মন্ত্রপূত অস্ত্র সকল প্রয়োগ হইতে লাগিল। কি যে সে সকল অস্ত্র, তাহা অবশ্যই মন্ত্রগণের আদ্য শব্দ বলিলে, সকলে না বুঝুন, অন্ততঃ লড়ায়ে পাঠিকা ও পাঠকগণ অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। যথা—"আটকুড়ি", "সর্ব্বনাশি", "পাড়াঢলানি", "মরণ বাড়", "চোখথাগি" "পুতথাগি", যমের বাড়ী যা", ভাল-বাসার মাথা খা", ইহার পর ক্রমেই উচ্চে উচ্চে আরও তীক্ষ্ণতর অস্ত্র সকল প্রয়োগ হইতে লাগিল; কিন্তু আমি নিজে সঙ্গী-লোক না হওয়ায় সে সকল ঠিক উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিতে পারিলাম না।

তবু এততেও ঢেঁকি অবতার নড়িলেন না।

তখন স্বীয় স্বীয় দলকে কিছু ক্লান্ত দেখিয়া, এদিকে গৃণে-ড়িয়ার মিস এবং ওদিকে ড্রেগুণ মিস রেজিমেণ্ট আসিয়া যোগ দান করিল। এই বার—সে আর কি বলিব—

যথা যবে ধড়িবাজ জালিয়া ক্লাইব,
যজ্ঞের সিপাহি সঙ্গে উতরিলা বঙ্গদেশ,
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি
উলঙ্গিয়া বঁটিরাশি, জিহ্বা টঙ্কারী,
আস্ফালি $\frac{\text{অলক}}{\text{নোলক}}$ পুঞ্জে, ঝক্ ঝকু ঝকি
কাঞ্চন চিকের বিভা উজলিল পুরি।
কলকণ্ঠে হ্রেসে হ্রস্ব, উর্দ্ধ কর্ণে শুনি,
$\frac{\text{রামমণি}}{\text{জয়মণি}}$ নাদে কাপড় চোপড় ভরি;—
গম্ভীর নির্ঘোষে, যথা ঘোষেপদী (র) বাপ-

দূরে, খাইয়ে পদীর মার বজ্র হেন
ঝাঁটা, পলায়ে তুড়ুক লাফে, অঙ্গে হাত
দিয়ে, রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে কন্দরে।
নিদ্রা ত্যজি পাড়া (র) লোক জাগিল অমনি
সহসা পুরিল দেশ ঘোর কোলাহলে। *

এই বার মহারণ। প্রচণ্ডচণ্ডী খর্পরখণ্ডাহস্তা চামুণ্ডাবৎ রণচণ্ডাবেশে সরোষে বামাঙ্গিনীগণ এই বার অঙ্গভঙ্গী সহ বিষম রণরঙ্গে উন্মাদিনী; ঝন্‌ঝনায়মান চুড়িকা হস্তে সন্‌সনায়মান ঝাঁটাগ্রভাগ উর্দ্ধলেলিহান লক্‌ লক্‌ জিহ্বায় বন্‌ বন্‌ রবে বিধুনিত; আয়ুদর চুলী; ঝম্পকম্পের বেতর বেগে বেশবিঘট্টনে বসনার্দ্ধভাগ ধুল্যবলুণ্ঠনে ধুসরিত; বদনকরালে কড়মড় দন্ত; কটমটনয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে এবং ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘামে রবিকিরণ প্রতিফলিত হইয়া যেন কালাগ্নিশিখাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। শাঁকচুন্নিচিৎকারে দিগঙ্গনাগণ স্বগণশব্দ জানিয়া মহোৎসাহে কলকলিত ও তোলপাড়; এইবার, চুলোচুলি টুলোঠুলীর মহা ব্যাবস্থা।

পদীর মা যদিও এতক্ষণ রণস্থলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া এবং নেহাত চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া, সমের ঘর দেখিয়া মাঝে মাঝে ঝাঁকি দিতেছিল বটে; কিন্তু তথাপি, মার্সালী গাম্ভীর্য্য রক্ষার নিমিত্ত একরূপ স্থির হইয়াই বসিয়াছিল। কিন্তু আর পারে না। চুলোচুলী টুলোঠুলীর উপক্রম দেখিয়া মুখ যেন চুলবুল করিয়া উঠিল; তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'হায়, কেন আমি মার্সাল না হইয়া সামান্য সৈনিক হইলাম না, তাহা হইলে পোড়াকপালি জয়মণি কি এখনও নিটুট গায়ে খাড়া

* এ মহাবর্ণনা মহাকবির ধরণে হওয়া উচিত, তাই কাজেই মাইকেল কবি হইতে বাদ ছাদ দিয়া নিজের প্রয়োজন মত গড়িয়া পিটিয়া লওয়া গেল।

থাকিতে পারিত?——কোন্‌কালে ঝাঁটার আগায় বিষঝাড়া করিয়া ফর্সা করিতে পারিতাম!'

পদীর মার মনে যখন এইরূপ সাত পাঁচ তোলা পাড়া হইতেছে, তখন ভামিনীগণ আবার একবার যেই চুলোচুলীর উপক্রম সূচক ঝাঁকার দিয়া উঠিল। পদীর মা আর থাকিতে পারিল না; সকল ধৈর্য্য লোপ; তখন শকট হইতে লম্পে ঝম্পে অবতরণের পন্থা লক্ষ্য করিতে করিতে একেবারে সম্মার্জ্জনী ঘুরাইয়া দণ্ডায়মান; কিন্তু এদিকেও যেমন দাঁড়ান, ওদিকে অমনি ঠিক পদীর মার পায়ের নিচে গাড়ির তলায় কি একটা বিকট শব্দ হইল,—পটাস্! অমনি পদীর মাও উস্ক খুস্ক, মহা আতঙ্কে ধপাস!

আবার পদীর মার আসন তলে সেই শব্দ; এবার একটা নহে, যুগল;—'পটাস—পটাস'! চকিৎ হরিণীবৎ পদীর মার চোখ্ তখন একবার এদিক একবার ওদিক, নানা দিক ঘুরিয়া একেবারে কপালে উঠিয়া স্থির।

আবার ডাহিনে সেই শব্দ;—পটাস্! পদীর মা আবার আতঙ্কে ধপাস! শব্দ সরিয়া আসিয়া বামে চাপিল। বামে শব্দ—পটাস্! ডাহিনে চাপিল। শেষে ডাহিনে বাম, আগু পাছু, পদীর মা যে দিকে সরিয়া সরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া বসে, সেই দিকেই শব্দ,—পটাস—পটাস—পটাস! বাপ! এ আবার কি উপসর্গ—উড়ো আপৎগা! আর কতক্ষণ প্রাণে সয়? এইবার পদীর মার ঝোলা চাপিয়া দাপানিতে ছট্ ফট্, আর হাঁপাইতে—হাঁপাইতে—"ও বাবা! ও বাবা!"

তাইত! এত লোকের মাঝে, একি লোকহাসানে উড়ো বিপদ!—'হে হরি, হে বিপত্তে মধুসূদন, মা মুখ রোখো মা!'—কিন্তু হায়, আবার দুর্দ্দৈব, আবার সেই বিপদ!—ঝাঁপ ফেলিতে না ফেলিতে আবার সেই—এবার একটা নয়, দুটো নয়, চারিটা নয়, একেবারে অগুণ্‌তি——'পট—পট—পট—পট—পাটাস!'

এইবার পদীর মা—আর গাম্ভীর্য্যে কি করে—এইবার একেবারে ডাক ছাড়িয়া চিৎপাৎ ও চিৎকার—"ও বাবাগো, ওরে তোরা আয় রে বাপ !'

পদীর মা গাড়ির উপর পড়িয়া কুমুড়া গড়াগড়ি, গায়ের গেলাপ পায়ে বাধিয়া লটপট, মুড়ো চুল এলিয়ে কালো এবং মুখে মৃদুরব ও নাকে ঘন-শ্বাসে——"ও বাবা—ও বাবা—ও বাবা !"

বিষয়টা কি ভাবিয়া এতক্ষণ সবাই অবাক হইয়া দেখিতেছিল ও ভাবিতেছিল এবং অনেকে বা হাসিতেও ছিল ; কিন্তু এখন বুঝা গেল, যত নষ্টের গোড়া, সকল নাটের গুরু, কতকগুলি ত্রপণ্ড বালক। কারণ, দেখাও গেল, পদীর মার অবস্থা দৃষ্টে আর তাহারা গাড়ির তলায় থাকিতে না পারিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে পট্‌কা হাতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং বাহির হইয়াই ছড়া বলিতে বলিতে পদীর মার গাড়ী ঘেরিয়া নৃত্য ;—

"ঢুঃ পদীর মার জল পড়া,
গুলি হোস ত হস্‌কে পালা।"
"পদীর মা লো-সই,
তোর পদীর বাপ কই।"
"পদীর বাপের টেকো মাথা
তায় পদীর মার ছেঁড়া কাঁথা।"
"ঝাঁটার ঘায়ে ছটকটানী,
পদীর মার প্রেমে কট কটানী।"

আবার পদীর মার ধড়ে প্রাণ আসিল। পদীর মা তখন সাহসে ভর, উঠিয়া বসিয়া ও মুলা দন্তে দন্ত রাখিয়া,—"ও ড্যাকরারা, ও অপ্পেয়েরা, তোদের মা আঁটকুড়ি হোক, দাঁড়া, ঝাঁটা দিয়ে তোদের মাথা কুটে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে——।"

কিন্তু হায়! পদীর মার আর বাক্য স্ফূর্ত্তির অবসর হইল না ;—সব ছোঁড়াগুলো একযোগে একেবারে পদীর মার গা

ঘেষিয়া 'পট-পট্-পট-পট-পটাস! আবার সেই বিপদ! পদীর মা অমনি চমকে চোক কাণ বুঁজিয়া—'ও বাবাগো।' আর সেই মুহূর্ত্তে হাত পা আছড়াইয়া দাঁতে দাঁত একেবারে গাড়ির উপর সটান চিৎপাৎ ও অজ্ঞান।

বলা বাহুল্য যে সকলেই তখন পদীর মাকে লইয়া ব্যাস্ত।

হায় হায়! মার্সাল মহাশয়ার সে বেহুদা বিশাল শৌর্য্য বীর্য্য বীরত্ব ও সাহসের অভিনয় সুরু হইবার মাত্র উপক্রমেই, এ কি নির্দ্দয় নির্ঘাত অভাবনীয় ও দারুণ হৃদয় কট-কটক্ষম মুখছোপ! বলিতে কি, এ নিপট্ট দুর্ঘটনায় জগত আজি যে অলোকসামান্য মিলিটারীদৃশ্যে বঞ্চিৎ হইল, আর যে তাহা কখনও সহজে পূরণ হইতে পারিবে, এমনটা মনে কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

কি করা যাইবে?—নাচার। যাহাহউক, অবশেষে মার্সালী বিক্রমের এই অপূর্ব্বরূপে ইরসাল হওয়ায়, এবারকার মত কুচ-ক্বাওয়াজের এইই শেষ।

রাজনৈতিক গীতনাট নং৩।

আজিকেও ভগ্নীরাজ্যের জন্মতিথি উপলক্ষে হাউসবন্ধ ও ছুটি। কালি গিয়াছে ভগ্নীরাজ্যের জন্মদিন, সুতরাং আজি ভগ্নীরাজ্যের নূতন বৎসরের আরম্ভ।

আজিকে ভ্রাতাগণের উৎসব দুইটি; এক নবপঞ্জিকা শ্রবণ, অপর, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ছুটি পাইলেই ভ্রাতাগণের সভা-সমিতির আমোদ বাধিয়া যায়, সুতরাং বচনাবর্ত্ত এসোসিয়েশনের মহাধিবেশন।

বরাবর বলিতেছি যে, ভ্রাতাগণ পরদানশিন্; তবে আবার সভা-সমিতি প্রভৃতি করেন কি করিয়া?—প্রথম কথা, এখানে

বলিয়া নহে, ভ্রাতৃপ্রধান দেশেও দেখিতে াইবে, বড় ঘরেই বেশী পরদা; সাধারণে ততটা চলেনা। দ্বিতীয়তঃ ভগ্নীবুদ্ধির দুর্জ্জেয় কৌশলে, এখানে সম্ভব ও অসম্ভবে সামঞ্জস্য, এমন কি উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রেও সামঞ্জস্য ও সংমিলন সাধন হয়। মনে করুন যেমন ব্রাহ্মিকাগণের,—সমাজে, ঘরে, অব্রাহ্মের নিকট পর্দ্দাঢাকা; অথচ কোন সভা সমিতি করা, কোন স্থানে যাওয়া আসা বা কোন কর্ম্মই আটকায় না। অতঃপর আর এ সকল মিছা কৈফিয়ৎ লইয়া আমাকে জ্বালাতন করিবেন না; যাহা বলিয়া যাই, তাহা শুনিয়া যাউন। একেই ত উপযুক্ত বর্ণনা দিতে আমার কালঘাম ছুটিয়া যায়, শক্তিতে কুলায় না, তাহার পর আবার এত খুটিনুটী ধরিলে পারিব কেন?

উমেদার পঞ্জিকা।

শুনানির বিষয় নূতন পঞ্জিকা, কিন্তু শিরোনামা দেওয়া "উমেদার পঞ্জিকা", এ রহস্যের ব্যাপার কি?—ইহা লইয়া হয় ত অনেকেরই মনে কৌতূহল উদ্দীপিত হইতে পারে। অতএব ব্যাপার কি, তাহাও একটু আমার বলা কর্ত্তব্য।

নূতন পঞ্জিকার নাম শুনিয়া যেন পাঠকগণ এমন মনে করিবেন না যে, ভগ্নীগণ আজিও এতটা কুসংস্কারাবিষ্ট যে, তাঁহারা নূতন পঞ্জিকার খাতির করিয়া চলিবেন। পদ যৌবন অর্থ, এ তিন বা ইহাদের একতরেরও গরম মানুষের থাকিলে, পঞ্জিকা ত পঞ্জিকা, মানুষের দেবতা এবং ঈশ্বর বিষয়ক কুসংস্কার পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। লোকাতীত ঈশ্বর এবং লোকাতীত শক্তি বা লোকাতীত শুভাশুভ, এ সকলে বিশ্বাস হইতেছে কেবল দীন ব্যক্তির সম্পত্তি।

এই সঙ্গে এ কথাটাও বড় আশ্চর্য্য এবং বিবেচনাস্থলও বটে যে, ঈশ্বর কেবল দীনতার দ্বারাই প্রাপ্তব্য! ফলতঃ

দীনতা ব্যতীত বিশ্বাস-ব্যাকুলতা ও ভক্তি আইসে না এবং এটাও ঠিক যে বিশ্বাস-ব্যাকুলতা ও ভক্তি না আসিলেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। পদ অর্থ ও যৌবনের গরম, দীনতার বিরোধী বলিয়াই কি শাস্ত্রকারগণ সে সকলকে এতটা দূষিয়াছেন? পদ অর্থ ও যৌবনের মধ্যেও দীনতা না আইসে এমন নহে; কিন্তু সে সকলের মধ্যে দীনতা আনিতে হইলে, অন্ততঃ তাহাদের গরমটা এড়াইতে হইলে, তাহার একমাত্র উপায় অনাশক্তভাব। যতই জ্ঞান ও বিচারশক্তি থাকুক, বিনা অনাশক্তিতে গরম কাটেনা। ভগ্নীদের গরম হইবার কারণ ও উপকরণ বিস্তর।

যখন ভগ্নীরাজ্য, তখন বলাই বাহুল্য যে দেশের মধ্যে যাহা-কিছু ভাল স্থান, ভাল থাকিবার ঘর, ভাল খাইবার জিনিস, ভাল পরিবার জিনিস, ভাল চড়িবার জিনিস, এক কথায় যাহা কিছু ভাল, তাহা সমস্তই ভগ্নীগণের। আর যাহা তাহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত ও যাহা কিছু তাঁহারা ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করেন না, তাহাই মাত্র ভ্রাতাদিগের প্রাপ্য। যদিও ভ্রাতার দেশ এবং ভ্রাতৃশ্রমে সমস্তই প্রধানতঃ উৎপন্ন বটে, কিন্তু ভ্রাতাগণ সকল বিষয়েই চোর; সকলেতেই বঞ্চিত; স্বদেশে থাকিয়াও তাহারা বিদেশবাসী গোলামাধম; সুতরাং তাহাদের অপেক্ষা আর দীনের দীন কে হইতে পারে? অথবা ভগ্নীদের অপেক্ষাই গরমের গরম আর কাহার হওয়া সম্ভব?

দীনতাও ভ্রাতাদের ভাগ্যক্রমে তাহার স্বাভাবিকী ও ন্যায্য সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যে, মনুষ্যসম্ভব সামান্য সামান্য কর্ম্মশক্তির অস্তিত্বেও ভ্রাতাদের আর প্রত্যয় নাই। দুর্ব্বলের প্রধান বল দৈব, সুতরাং ভ্রাতাদের এখন সকল বিষয়েরই জন্য দৈবের প্রতি প্রতীক্ষা ও দিনক্ষণাদির প্রতি দৃষ্টি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কারণে পুনঃ, পুরুষত্বপথে এতই হীনতা, এতই স্বাবলম্বনশূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, এখন

পরপদলেহনই ভ্রাতাগণের একমাত্র জীবিকা। এমন কি, সকলেরই সহজ প্রাপ্য যে ভিক্ষা, তাহাও আর ইঁহারা একজনের পরাধীনতা ও অনুজ্ঞা ভিন্ন স্বয়ং হইয়া সাধন করিতে পারে না; অন্য চেষ্টা ত পরের কথা।

ফলতঃ দাসত্ব একমাত্র উপজীবিকা হইয়া পড়ায়, সমস্ত জাতিটাই যেন উমেদারের জাতিতে পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না ;—বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, পদলেহন করিবার লোক অসংখ্য, কিন্তু পদ নাই তত! এ হেন যে উমেদারের জাতি, তাহাদেরই অবলম্বনীয় বলিয়া, ভগ্নীগণ ঘৃণা ও বিদ্রূপ পূর্ব্বক তাহাদের অবলম্বনীয় পঞ্জিকার নাম দিয়াছেন,—— "উমেদার পঞ্জিক।" সুতরাং আমারও, উপরোক্ত শিরোনামা! কেমন পাঠক, এখন বুঝিলে? অতঃপর ফল হাতে করিয়া নূতন পঞ্জিকা শ্রবণ কর।—

মঙ্গলাচরণ।

নমঃ শ্রীসূর্য্যপুত্রায়।

নত্বা শ্রীযুগদেবতাং সর্ব্ববিঘ্নাপশান্তয়ে।
বক্ষ্যামি পঞ্জিকাং মুখ্যাং উমেদারশুভাশুভাং॥
গোমত্যাঃ প্রান্তরে শুক্রঃ কলি পৃচ্ছতি অর্কজং।
ব্রুহি ভদ্র উমেদারনবপঞ্জিফলাফলং॥

শ্রীঅর্কপুত্র উবাচ।

শৃণু প্রেষ্ঠ প্রবক্ষ্যামি নবপঞ্জিফলাফলং।
যস্য শ্রবণমাত্রেন সুপারিসং লভেদ্ভ্রাতা॥
চাকুরিঞ্চ ততঃপরং যদুক্তং ফলশ্রুতিনা।
তদনুক্রমতো নিত্যং সাধয়িত্বা সুদুষ্করং॥

অথ সম্বৎসরাদি বর্ষজ্ঞানং।

অস্মিনবর্ষে সৌর এপ্রিলস্য প্রথমদিনাৎ সৌর মার্চান্তাং যাবৎ সর্ব্বনাশনামাবর্ষস্তৎ ফলং।—পিত্তলং বলয়াদিক্যং সর্ব্বেষাং বিক্রয়ং কৃত্বাপি হণ্ডিকা ঠন্‌ঠনায়তে। অপিচ,—

দেশে দেশে ভ্রাম্যমানঃ পতন্তি দুখঃসাগরে।
আস্মিন্ বর্ষে সদাকালং——বংশোভবিষ্যতি ॥

"টীকা।—" গিরাসংযুক্তেতি বিশেষণযুক্তেন বোদ্ধব্যমিতি।

সোটাবর্ষন্তি গুহ্যেচ লাঠ্যাবৃষ্টিস্তদন্তরং।
বেত্র কিল কোড়াকেট প্রহারশ্চাতিভীষণং॥
ছড়িযষ্টিপদাঘাতং পয়জারঞ্চ সুদুঃসহং।
ভূমে গড়াগড়িং কৃত্বা বাপবাপঞ্চকারয়েৎ॥

অথ রাজদ্যায়নং।

লক্ষীছাড়া ভবেদ্রাজা মন্ত্রীশ্চৈব দিগম্বরঃ।
শস্যাধিপোভবেত্ভিক্ষা জলাধিপতি পাবকঃ॥
সন্তাপশ্চ ভবেৎ মেঘো দুর্ব্বলোগজনায়কঃ।
বিষবৃষ্টিসদাগ্রহে দুঃখবারিনিধের্জ্জলং॥
ঘূর্ণমাণো মনোবায়ুঃ জায়াচ কালনাগিণী।
মুনিবানাং রোষোরৌদ্রো অন্তকশ্চ চিকিৎসকঃ॥

রাজ্ঞঃ ফলং।

সদাক্লেশঃ মনস্তাপঃ হাহা অন্নং নিরন্তরং।
কলহশ্চ সুহৃদ্ভেদঃ সর্ব্বনাশো ভবিষ্যতি॥

মন্ত্রী ফলং।

অন্নবস্ত্রবিহীনশ্চ চক্রবৎ ভ্রমতে সদা।
অপ্রাপ্তে কৌপিনে পশ্চাৎ দিগ্বাসশ্চ প্রজায়তে॥

শস্যেশ ফলং।

হতাদরঃ মানভঙ্গঃ অগম্যাগমনং তথা।
বিত্তনাশো গুহে হস্তঃ ভিক্ষা ভবতি নিশ্চিতং॥

জলেশ ফলং।

অত্যন্ত তৃষ্ণায়া শ্রান্তঃ ভ্রমতে জলকাঙ্ক্ষয়া।
নবর্ষেত জলং মেঘঃ বর্ষন্তে কিল গরদানী॥

অপরাণি ফলানি বাহুল্যভয়াৎ ন কথিতা নীতি।

অস্মিনবর্ষে মহদভাবাঢ়কাঃ ১০০। গৃহে ২০, নিজস্থানে ৩০, প্রাপ্তি স্থানে ৫০।

অথ বিশ্বাঃ। দরখাস্ত ৩০, খালি নাই ("No Vacancy") ৩৫, আনাগোনা ২০, কৈফেৎ ২২, গরদিস্ ২১, গালি ১৫, গরদানী ১৮, ছেঁচুড়ী ২২, গিরাসংযুক্ত বাঁশ ১৫, অন্ন ০, হা অন্ন ২০, দাঁতে দড়ী ২০, হোঁচট ১০, প্রাণ ধুক ধুক ২৭, আকু বাঁকু ২৩, ভ্রম ৩০, মাগের ঝাঁটা ৩০, রাতকানা ১৩, উন্মাদ ৯, হাহা ১৫।

অথ বর্ষচক্রগণনা। বাগিচায় ফুল শূন্য, পুষ্করিণীতে মৎস্য শূন্য, ক্ষেত্রে শস্য শূন্য, হাঁড়িতে চাউল শূন্য, ঘরে জল পাত্র শূন্য, বালিশে তুলাশূন্য এবং বস্ত্রাভাবে সর্ব্বাঙ্গ শূন্য।

অথ ফলশ্রুতিঃ।

জমাদারং সমানীয় পূজয়িত্বা পুরস্কৃতং।
শ্রুত্বেমাং পঞ্জিকাং সদ্য চাকুরীং স লভেন্নর॥

টিপ্পনী।—পল্টন পুলীশ, আইন আদালত, ইহার কোনটা বা সমস্ত যাহাই বল, কিছুতেই ভগ্নীগণ ভ্রাতাজাতিকে ততটা অধিকৃত ও পদানত করিতে পারেন নাই; করিয়াছেন যতটা ভাত হরণ করিয়া। ভাত হরণের দিন হইতেই ভ্রাতাগণ প্রকৃতপক্ষে বিজীত ও তাহারা গোলামী ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে

এবং সেই দিন হইতেই তাহাদের যত কিছু তেজ ঝাল শৌর্য্য সাহাস, সে সকলও মাথায় উঠিয়া গিয়াছে। পেটে আগুণ জ্বলিলে, ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম হইয়া যায়; তার তেজ ঝাল শৌর্য্য সাহস নীতি ধর্ম্ম ইত্যাদি, এ সকল ত কোন কথা! অপমানই কর আর অর্দ্ধচন্দ্রই দাও, লাথিই মার আর ঝাঁটাই মার, আর যা মনে চায় তাই কর, সাত চোরে আর রা নাই; মাথা তুলিবার আর সাধ্য নাই; যেহেতু মাথা তুলিলেই অমনি অনাহারের বিষম বিভীষিকা,—ঠায় শুকাইয়া সটান মরিতেও হয়!

কেবল নিজে মরিবার আশঙ্কা থাকিলেও বা যাহোক করা যাইত, কিন্তু আমি একা নহি, আমার মরণে আরও দশজনের প্রাণ যায়; সেই দৃশ্যই বড় দারুণ, বড় হৃদয়বিদারক; মনে হইলেই আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায় এবং নীরবে সকলই সহিতে হয়। গোলামের গোলাম এবং কাপুরুষের কাপুরুষ না হইয়া উপায় কি? যদি বল, এই জন্যই বলি, বহুপরিবার প্রথা বড় দোষের;—আমি বলি সে কথা বলিও না। বহুপরিবার প্রথা যাই আছে, তাই তথাপি এতগুলি লোক তবু এখনও খাইয়া বাঁচিতেছে; নতুবা আজিকে দেশ অর্দ্ধেকেরও অধিক পরিমাণে লোকশূন্য হইয়া যাইত। বহুপরিবার প্রথা না থাকা সেইখানেই কেবল ভাল, যেখানে সকল হস্তেরই উপযুক্ত কর্ম্ম এবং ভাত উভয়ই মিলে। অতএব ভাইগণ, আবার যদি তেজ ঝাল ও পুরুষত্ব পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা থাকে, তবে এক কাজ কর, তোমার বচনবাগিশী সভাসমিতি সকল ছাড়িয়া দাও, দিয়া আগে যাহাতে স্বচ্ছন্দে ভাতের সংস্থান হয় তাহাই কর। ভাতেই তেজ সাহস ও সকল; আর ভাতের অভাবে সকলই কোথায় ছায়াবাজি প্রায় লুকাইয়া যায়।

ভাত হরণ হইয়াছে কিরূপ, দেখ এখন তাহার একটা নিদর্শন। সময় ১১৮৭ সাল, বড় ঘটার দুর্গোৎসব, কর্ম্মকর্ত্তা

শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন শর্ম্মা, বাড়ী কাটোয়ার নিকট কোন গ্রামে, লোক খাওয়ানর বরাদ্দ দুই হাজার এবং ফর্দ্দ * তাহার এই ;—

প্রতীমা	...	৫৲	তরকারিদিগর	...	২৲
পুরোহিত	...	৮৲	কাষ্ঠ	...	২৲
কাপড়	...	৮৲	তৈল ১৷৷৹	...	২৲
ভাল চাউল ১৭/		৬৷৹	নারিকেল	...	২৲
উত্তম আতপ চাউল ৪/৹	...	২৷৹	ফলফুলারী	...	১৲
কলাই	...	৷৷৹	লবণ	...	৷৷৹
ঘৃত ১/	...	৫৲	মসলাদিগর	...	১৶৹
গুড়	...	৬৲	পানসুপারি	...	১৲
ময়দা ৪/		২৷৶৹	চুন	...	৴১৹
দধি	...	৫৲	শপ ১টা	...	৷৷৹
ক্ষির	...	৫৲	চন্দনধুপবাবুদ	...	৷৶১৹
দুগ্ধ	...	৩৲	নাপিত	...	৷৷৹
সন্দেশ	...	৭৲	বাদ্যকর	...	৩৲
চিনি	...	৷৷৹	বেহারা	...	১৲
			মোট		৮১৲

এখনকার সঙ্গে একবার মিলাইও এবং ইহাও স্মরণ করিও যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন দ্রব্যাদি উৎপন্নও হয় বেশী। কেন যে তখন এত ভদ্র বংশীয়, এত নির্ভাবনা, এত ফুর্ত্তি, এত আমোদ আহ্লাদ ও এত নিরোগিতা ছিল, ঐ ফর্দ্দই তাহার কারণ।— আমরা এ ফর্দ্দে এখনও বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু আমাদের উত্তরপুরুষগণের নিকট ইহা হইবে অবিশ্বাস্য ও উপন্যাস।

তবে পাঠকেরা একটা দুঃখ এই করিতে পারেন যে, তখন ম্যাচ দেশলাই, কাচের বাসন, ডসনের জুতা ও সভাসমিতি

* ফর্দ্দটি একটি খাঁটি ফর্দ্দের অবিকল প্রতিলিপি।

এবং বচনবাগিশী ছিল না। তা যাঁহার যাঁহার সে দুঃখ হইবে, তিনি না হয় ও ফর্দ্দ পানে তাকাইবেন না!

ইতি উমেদারপঞ্জিকা।

বচনাবর্ত্ত এসোসিয়েশন।

উপরেই বলিয়াছি যে, ভ্রাতাগণের এসোসিয়েশনের আজি মহাধিবেশন। ক্রমে সময় হইল। দলে দলে দাদাবাবুর দল আসিয়া এসোসিয়েশন রুম আলো করিয়া বসিতে লাগিলেন। সে সাজসজ্জা পোষাকপরিচ্ছদ ও সাজন গোজনের আর অধিক পরিচয় কি দিব, চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত যত দেশের যত রকম ভইল আছে, একা এই সমবেত দাদাবাবুর দলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলেরই তালিকা ও তকীকৎ সমস্তই হইতে পারে। বড় ইচ্ছা করে, উত্তরকালীয় লোকের কৌতূহল নিবারণের জন্য যেন সে সকলের একটা ফটোগ্রাফ উঠাইয়া রাখি! উহারই মধ্যে আবার কেহ কেহবা আধা, কেহ পউনে এবং কেহ বা পূরা ও বেমালুম ভগ্নীবেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; তবে কি না আসল যেটা, সেটা তাহাতে একেবারে লুকাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

দাদাবাবুদের চিরকালই বেতো মাজা, পিছু হইতে কেহ একজন চাড়া না দিলে দাঁড়ানর কাজ বড় একটা নির্ব্বাহ হয় না। তাই একজন নকল ভগ্নী সে কাজ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইনি শিবের মাথায় অনেক ফুল কাড়িয়া ভগ্নীলোকে মিশিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ভগ্নীরা তা লইবেন কেন? 'হাবসী মাগী' বলিয়া ঘৃণায় ঘেস না দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেই হইতে ইনি দাদাবাবুদের কোমরের লাঠি—সে হেন দিদিমণি শ্রীমতী মিসেস্ স্বরেন্দ্র বিনোদিনী আজি এ হেন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী।

সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। সর্ব্ব প্রথমে "উড়োখই গোবিন্দায় নমঃ"—ভগ্নীরাজ্যের হিতকর কার্য্য সকল এবং বিশেষতঃ ঈশ্বরের "বোনাইনী" নাম ঘটিত আইন যে কেবল এক ইহাদের উদ্যোগে ও উত্তেজনায় পাস হইয়াছে ;—ইহা সবলে আদায় করিয়া, দাদা মেম্বরেরা পরস্পর পরস্পরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং আপন আপন মিমোরিয়াল লেখার কষ্টের গুণানুবাদ করিতেও ছাড়িলেন না। ইহাদের মধ্যে আরও একটা বড় গরবের কুটপাট ঝকড়া ও দোষগুণ ধরাধরি আছে ; অর্থাৎ ভগ্নীভাষা অবিকল অনুকরণ করিয়া কে কতটা বলিতে ও লিখিতে পটু ! আর মাতৃভাষা ?—ভগ্নীর দেশ, মাতারই অভাব, তার আবার মাতৃভাষা !

তাহার পর আজিকের আলোচ্য বিষয়, সমস্ত আইন সম্বন্ধে পার্লেমেন্টে যে বিল উপস্থিত হইবার কথা হইয়াছে, তাহার উপর তর্ক বিতর্ক করা। কত জন কত বক্তৃতা করিলেন। সে সকল বক্তৃতারই মর্ম্ম প্রায় এক ; তাহার এক দিকে ভগ্নীভক্তির পরাকাষ্ঠা, আর দিকে নানাবিধ ভগ্নী অনুষ্ঠানের ত্রুটী ও নিন্দা। এখন ভক্তি বেশী না নিন্দা বেশী, একথা যদি পাঠক জানিতে চাহেন, তবে আমি তাহার ঠিক খবর দিতে পারি ; যেহেতু দুইটিই আমি দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া দেখিয়াছিলাম। তাহাতে দেখা গেল, অপরটি হইতে ভগ্নীভক্তির ভারই অনেক বেশী। কিন্তু হায় কপাল ! তবু তাহাতে ভগ্নীলোকের মন উঠে না। বলিব কি, আমারও যে ওজন করা শেষ হইয়াছে, অমনি দেখি একজন আসল এবং জলজীয়ন্ত ভগ্নী ঘন সাড়া হাত নাড়া এবং হাঁক ডাক ও দুপ দাপে এসোসিয়েশন রুমে প্রবেশ করিলেন এবং রাগে পায়রা চক্ষু দুটি কপালে উঠাইয়া হাত নাড়া দিয়া বলিতে লাগিলেন। ভ্রাতাগণের মাথায় অমনি যেন ধুলা পড়া পড়িয়া গেল, সকলে জড় সড় ও ফোনঠাসা হইয়া চুপ !

ভগ্নীজীর বক্তৃতা।"—হাঁরে ওরে ড্যাকরারা, হাঁরে ও বেই-মান পাষাণ্ডগণ, বলি হাঁরে, ভগ্নীর গন্ধ না হলে তোমরা থাকিতে পার না; ভগ্নীর পিছনে না লাগিতে পারিলে তোমাদের পেট ভরে না, বটে! এ পর্য্যন্ত অনেক সভাসমিতি, অনেক বক্তৃতা করিয়াছ, ভগ্নীর পিছনে অনেক লাগিয়াছ, অনেক পায় ধরাধরি করিয়াছ, অনেক ভগ্নীভক্তির ছড়াছড়িও বাদ যায় নাই; কিন্তু কিছুতেই ত কিছু এ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারিলে না। পারিবেও না কিছু। এখন একবার আমার পরামর্শ শুনিয়া, নিজের প্রতি তাকাইয়া দেখ দেখি, কিছু হয় কি না।

"পরের পা ধরিলে বা পরের পিছনে ক্ষুদেপীপড়ে হইয়া লাগিলে সাধনা হয় না; সাধনা আইসে নিজের ভিতর হইতে। সংযম শিখিতে হয়, বিধি বিধানে নিজেকে তৈয়ার করিতে হয়, গড়াইয়া পিটাইয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতে হয়, তবে না সাধনার জন্য পারক হইতে পারে। ভারত উদ্ধার ভাল কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ত যেমন তেমন সাধনা নয়, মহাসাধনা; তাহার জন্য তৈয়ার হইয়াছ কি? কই?—ষষ্ঠি মাকাল পূজা করিতে তোমার কালঘাম ছুটে, আর তুমি যাও কিনা অশ্বমেধের টীকি ধরিতে; তুমি যাও মহাযোগে যোগেশ্বর হইতে?

"বচন তোমার সর্ব্বস্ব ধন, তাহা জানি; কিন্তু প্রকৃত বচনের তুমি কি ধার ধার? ধার ধারা ওদিকে যাউক, তুমি যে তাহাকে চিন, এমনও আমার বোধ হয় না। প্রকৃত বচন একবার বাহির হইলে আর তাহা বিফলে যায় না। যে বলে এবং যে শুনে, উভয়ের কাহাকেই নিষ্ফলতায় বেকুব হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। প্রকৃতরূপে যে প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সে প্রকৃত বচন বলিতে পারে; প্রকৃতরূপে যে প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সে প্রকৃত বচন শুনিতে পারে। উভয়েতেই অধিকারী হওয়ার

প্রয়োজন। অধিকারী হইলে, তখন ছোটবড় যে সাধনাই সে করুক, তাহাতেই তাহার সিদ্ধকাম হওয়া ধ্রুব কথা। তোমার বচন উঠে কণ্ঠ হইতে, বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে তাহা অর্থ-শূন্য শব্দ মাত্র; সুতরাং শ্রোতার মনেও সে কোন অর্থের উৎপাদন করিতে পারে না; কিন্তু অধিকারী যে, তাহার বচন উঠে প্রাণের প্রাণ হইতে এবং প্রাণেরই তাহা জীবন্ত লীলা স্বরূপ; সুতরাং শ্রোতারও প্রাণ না মাতাইয়া কি কখনও তাহা বিফলে যাইতে পারে? জগতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ দেখি, এক একটা অতি ছোট খাট সামান্য বচনেও কি মহা যুগপ্রলয়-কাণ্ড হইয়া গিয়াছে! কিন্তু তোমাদের বচনের ফল কেবল কাণ ঝালাপালা। তাই বলি, তুমি বচনসর্ব্বস্ব বট, অথচ বচন কাহাকে বলে, তাহা জান না।

"সাধনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে তাহার প্রথম প্রয়োজন, জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় মতিগতির একতা; কিন্তু তোমাদের কি তাহা আছে, না হইয়াছে? যতটা আছে বা হইয়াছে, সম্মুখেই ত তাহার পরিচয় পাইতেছি। ভিতরের মানুষ বাহিরের আসবাবে প্রকাশ পায়। তোমাদের পোড়ার মুখ পুড়ে গিয়ে, এমনই তোমাদের স্বজাতিপ্রিয়তা ও স্বজাতীয় রুচির একতা যে, এমন সামান্য যে কাপড় চোপড়ের কথা, তাহাতেও কোন দুই জনে একরকমত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না,—অন্য বড় বড় কথার কথা ত দূরে থাকুক। চিরাভ্যস্ত দেশীয় বেশভূষা ও ব্যবহারেই যাহাদের প্রীতি নাই ও সে সকলে যাহারা মন বসাইতে পারে না; অথবা তাহা যদি মন্দই বোধ হইল, তবে এ সামান্য বিষয়েতেও যাহারা ঐক্যতানে মতলব আঁটিতে অক্ষম; জ্ঞান যুক্তি ব্যবহার, ইহার মধ্যে যাহার ইচ্ছা তাহারই দোহাই দিয়া বল দেখি, তাহাদের দ্বারা আর কোনও জাতীয় কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে কি না? কয়েকজন বা এমনও অসার ও অপদার্থ যে, স্বজাতি হইতে নিজেকে পৃথক বুঝাইবার জন্য, নামের

পর্য্যন্ত ফের ঘোর এবং সমগ্র পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া একেবারে সজড় ডালপালা ভগ্নীত্বে পরিণত হইতে লালসাবান। বোধ হয় তাহারা বুঝি ভাবে যে, তাহ'লে তাহারা যে অধম জাতীয়, এ পরিচয় তাহাদের লোপ পাইবে, লোকে তাহাদিগকে ভগ্নী ভাবিবে, এবং ভগ্নীগণেরও মনস্তুষ্টি হওয়ায় ভগ্নীলোকে মিশিতে পারিবে। কিন্তু বর্ব্বরদিগের এ সামান্য জ্ঞানটাও কি নাই গা যে, যে জাতীয়ত্ব রক্ষার নিমিত্ত যাহারা যুগযুগান্ত ধরিয়া যুঝিয়াছে, যাহারা অকাতরে স্বীয় রক্তধারা জলধারার ন্যায় বর্ষণ করিয়াছে, জাতীয়ত্ব যাহাদের এতই প্রিয়, তাহারা সেই জাতীয়ত্ব যদি অন্যকে পরিত্যাগ করিতে দেখে, তবে ঘৃণা বিদ্রূপ উপহাস ভিন্ন আর কিছু তাহাদের মনে আইসে কি? লোকের হাজার অধঃপতন হইলেও, স্বীয় জাতীয়ত্ব ভাবটা ছাড়ে না; কিন্তু তোমরা এমনই অধমের অধম যে, তোমরা তাহার অপেক্ষাও নিম্নে পতিত হইয়াছ।

"তোমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও মতিগতি ত গেল এই পর্য্যন্ত, তাহার পর ধর স্বজাতি প্রেম।—এ বিষয়ে এই একটা সোজা কথা জানিয়া রেখ যে, তোমাদের জাতির পরম শত্রু ভগ্নীলোকে তত নহে, অন্য কেহও তত নহে; যতটা তোমরা নিজে। ঘরের কথাটি বাহিরে ও শত্রুর কাণে না তুলিলে তোমার ঘুম হয় না; বিজাতি সাহায্যে স্বজাতি ধর্ষণ করিতে পারিলে, তোমার আনন্দের আর সীমা থাকে না, উদ্দেশ্য তোমাকে ছাড়াইয়া কেহ উর্দ্ধে উঠিতে না পারে। বিজাতীয়ের কাছে শত মার ও শত অপমানেও তোমার গায় লাগে না বা মান যায় না, কিন্তু স্বজাতি কেহ কিছু যদি বলিল, অমনি একেবারে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে হাজির; এমন কি তোমার বাপ ভাইও তোমার আশামি শ্রেণী হইতে অব্যাহতি পায় না। এদিকে স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে থাকিয়াও তোমার অরণ্যে বাস, অন্য আপদ বিপদ ত দূরের কথা। কোন বিজাতীয় নিকট অকা-

রণে অসীম লাঞ্ছিত হইতেছ এবং স্বজাতিও শত শত তোমার সে লাঞ্ছনা দেখিতেছে, অথচ তোমারও এমন আশা নাই যে সাহায্যার্থে কাহার মুখের দিকে তাকাও, কিম্বা দর্শকদের মধ্যেও এমন কণা মাত্র জাতীয় প্রেম ও সহানুভূতি কাহার নাই যে অঙ্গুলি মাত্র হেলনেও তোমাকে সাহায্য করে বা সাহস দেয় ! অধিকন্তু তোমার দুর্দ্দশায় বরং অনেকে আমোদে মত্ত।

"কি শোচনীয় অবস্থা ? কি শোচনীয় অধঃপতন। আর সর্ব্বত্র তুমি পাগলের পাগল, অবিজ্ঞের রাজা ; কেবল তোমার যত বিজ্ঞতা ও সাবধানতা আইসে যখন স্বজাতির সাহায্যে উত্থিত হইবার প্রয়োজন হয়,—'কাজ কি বাপু, আমার গোলে মাতিয়া, যে মরিতেছে সেই মরুক।' অথচ এ জ্ঞান নাই যে, যে মরিতেছে সে চাই কি তুমি নিজেই ত হইতে পার। "বয়ং পঞ্চ বয়ংপঞ্চবয়ংপঞ্চ শতানিচ।" এ নীতি যে জাতির মধ্যে উদয় হইয়াছিল, হায় হায় ! তাহাদেরই বংশধর কি ইহারা ?

"তোমাদের পরস্পর পরস্পরে সহানুভূতি, সহায়তা বা উপকার ত নাই। ভাল, সে পর্য্যন্ত হইয়াই না হয় ক্ষান্ত থাকুক। তাহাও নহে। অধিকন্তু শত্রুতা ! তোমাদের প্রধান শত্রু তোমরা; তোমাদের উপর প্রধান অত্যাচার কারক তোমরা নিজেই। প্রজার উপর নীলকরের অত্যাচার, কাহারা করে ?—নীলকরের মতলব মাত্র, কর প্রধানতঃ তোমরা। পুলিসের অত্যাচার? এখানে নীলকরের মতলবের ন্যায় মতলবের অপেক্ষা টুকুও আর বড় রাখিতে হয় না এবং ঘোর অত্যাচার করিয়া থাক তোমরাই। আমলার অত্যাচার, হাকিমের অত্যাচার, খানসামার অত্যাচার, পেয়াদার অত্যাচার, এ সকল তোমরাইত আপনাদের উপর আপনারা করিয়া থাক। কেহ কর অর্থলোভে,কেহ কর অত্যাচারের খাতিরেই অত্যাচার, কেহ বা নিজেকে বড় দেখাইবার জন্য ;— তাই বলি, যেদিক দিয়াই দেখ, আদি অন্ত মধ্যে কেবল এক স্বার্থ, জাতীয় প্রেমের নাম গন্ধও নাই। আর যদিই বল, পেট বড় জ্বালা,

এ সব করি পেটের দায়ে, চাকুরীর জ্বালায়; আমি বলি সে কথাই নহে। ইহা জানিও, যেমন চাকুরে, মুনীবও তদনুরূপ মিলিয়া থাকে। জানিও, জাতীয় সহানুভূতি যেখানে এরূপ যে জাতীয় প্রধান লোকের মাথার উপর লক্ষমুদ্রা পুরস্কার ঘোষিত, অথচ সে প্রধান লোক দীন দরীদ্রের কুটীরে লুকাইয়া স্বচ্ছন্দে আত্মরক্ষা করিতেছে; সেখানেই কেবল সে জাতি স্বাধীনতা পাইতে, জাতিস্বরূপে গৌরবান্বিত হইতে ও জাতীয় মহত্ত্ব উদ্দীপন করিতে সক্ষম হয়। আর দেখ তোমরা,—তোমরা উপরওয়ালার একটু হাসি বা বাহাবা মাত্রের আশায়, বা অপরকে উৎপীড়নের দ্বারা নিজে দুই পয়সা পাইবে সেই আশায়, কোন স্বজাতিদ্রোহিতা, স্বজাতিশত্রুতা ও স্বজাতির উপর উৎপীড়ন সাধন না করিতেছ? যে লক্ষটাকা পুরস্কারের কথা বলিলাম তাহাকে কবিকল্পনা ভাবিও না; যে কোন জাতীয় ইতিহাস খুলিলেই তাহার উজ্জ্বলচিত্র দেখিতে পাইবে, বাদ কেবল তোমাদের নিজ জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস।

"অথবা বলিব কি দুঃখের কথা, পশুদের মধ্যে যে স্বজাতি প্রেম আছে, পশুদের মধ্যে যে জাতীয় স্নেহ আছে, তোমাদের তাহাও নাই; উল্টে আবার শত্রুতা! অতএব তোমরা পশুর অপেক্ষাও অধমাধম। এ কথা আমার যদি অত্যুক্তি ভাব; তবে আর এক কাজ কর, একটা হনুমানের বাচ্ছা ধরিয়া দেখিও দেখি, সে দিগরের সমস্ত বানর একত্র হইয়া, তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য তোলপাড় করিয়া তোমার বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে কি না। আর তুমি সেইরূপ একটা মনুষ্যবাচ্ছা ধরিতে দেখিলে কি করিতে?—উপস্থিত ক্ষেত্রে জোর দুই একটা কথা হয় ত বলিতে, কিন্তু তাহার পর মুহূর্ত্তেই, 'কাজ কি আমার পরের বোঝা ঘাড়ে করিয়া, নিজের জ্বালাতেই বাঁচিনে', ইহা বলিয়া দৃশ্যটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তখনই হন্ হন্ করিয়া আপন কাজে চলিয়া যাইতে!

তোমার স্বজাতি ব্যবহারও তদনুরূপ। তোমার অপেক্ষা বড় যে, সে তুমি ছোট বলিয়া তোমার প্র নিম্নদৃষ্টি করে; তুমিও আবার তোমার অপেক্ষা যে ছোট তাহার প্রতি নিম্নদৃষ্টি কর; সুতরাং তুমি একা, সবাই একা; সভাসমিতিতে এক কপট সংমিলন ব্যতীত, প্রকৃত সংমিলন সুখ আর তোমার ভাগ্যে এজগতে নাই। আরও দেখ, তোমার ব্যবহারের গুণ কেমন; যে সামান্য লোকেরা ঘরে হয় ত তোমারই প্রজা, খাতক, চাকর, বা তথাবিধ; তুমি তথাপি তাহাদিগকে বশ করিতে না পারিয়া বেবশ করিয়া ফেলিয়াছ; আর আমরা সেই সকল লোককেই ৭ টাকা মাত্র দিয়া এবং বাকী ব্যবহার গুণে এমন বশ করিতেছি যে, আমাদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত তাহারা দিতে প্রস্তুত হয়ত বটেই, বাকী আমরা যে ভগ্নীলোক, আমরা তাহাদেরই সাহায্যে তোমাদিগকে দমন করিয়া আমাদের পদানত করিয়া রাখিতেছি! আরও দেখ, তোমাদেরই সাহায্যে তোমাদের উপর কি না প্রভুত্ব ও আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেছি। ধিক্ তোমাদের, তোমরা সভাসমিতি হেন তেনর জন্য চাঁদার খাতা বাহির করিতেছ কেন? যদি চাঁদার খাতা বাহির করিতে হয়, তবে আগে বাহির কর "দড়ীকলসি" কিনিবার জন্য।

তাহার পর, তোমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সত্যপ্রিয়তা কতদুর, তাহারও কি উল্লেখ করার প্রয়োজন হইবে?—দেখ একবার, তোমার সত্য প্রিয়তার জ্বালায় রেজষ্টারী আফিস্ ও আদালত কত কত জ্বালাতন; দিন দিন কতই তাহাদের কাজ বাড়িয়া যাইতেছে, দিন দিন তোমার কিরূপ 'হা অন্ন' হইয়া আসিতেছে, অথচ তোমারই অর্থে উকিল মোক্তার প্রভৃতি পথের লোকে কিরূপ অর্থশালী হইয়া পড়িতেছে। বিশ্বাসের অভাবে যৌথ কারবার এপর্য্যন্ত তোমার ঘটিয়া উঠিল না; সে পক্ষে 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

করপোরেসনের' কাণ্ড প্রভৃতি তোমার চিরকলঙ্কনিশান! ফলতঃ তুমি যোগ অভ্যাসই কর, গীতাই পড়, নিতাই চৈতন্যই ভজ, বা ব্রহ্মসভায় গিয়াই চক্ষু বুজ, বা ঋক্‌বেদ তরজমা করিতে যাও; তুমি যে মানুষ সেই মানুষই সকল যায়গায়, তাহাতে কিছু মাত্র কোথাও ব্যত্যয় দেখিতে পাই না। এখন আবার ধরিয়াছ যে, বাল্য বিবাহ না উঠিলে, বিধবা বিবাহ না হইলে, স্ত্রীস্বাধীনতা না দিলে, সভ্য হইতে পারিবে না; তোমার উন্নতি হইবে না, তুমি মনুষ্যগতিকে যাইতে পারিবে না। একথা গুলি তোমাদের বলিবার পথ না থাকিলেও, তোমাদের পার্শ্বস্থ রাজ্যের সধর্ম্মী ভ্রাতারা অন্ততঃ বলিয়া থাকে। ঠিক কথা! সকলই তোমার সাধন হইয়াছে, এখন ঠেকিয়া গিয়াছে কেবল ঐ কটায়। এমন বর্ব্বরও সংসারে থাকে?—আসল কথা যে সকল, তাহা ডুবিয়া গেল; এখন ভাবিয়াছ এই নকল কথা অর্থাৎ সংস্কারের ভেক ধরিয়া কাটা কাণ ঢাকিয়া বেড়াইবে; কিন্তু তাও কি কখনও হয়?

"জাতীয় কার্য্যার্থে প্রস্তত হয়ার পর্ব্ব ত তোমাদের এই পর্য্যন্ত দেখিলাম, এখন তোমাদের পুঁজির কথাটাও দেখা যাউক।

"সকল পুঁজির মূল ধর্ম্ম। কিন্তু তোমার কোন ধর্ম্ম বা কোন নীতি আছে, আমাকে দেখাও দেখি যে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া তোমাদিগকে পাষণ্ড বলিতে ক্ষান্ত হই? ধর্ম্মে প্রাচীন হিন্দু জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়াছিল; ধর্ম্মে বৌদ্ধ জগৎ ব্যাপিয়াছিল, ধর্ম্মে বন্য আরব অর্দ্ধজগতের সভ্যতা শিক্ষক হইয়াছিল, ধর্ম্মে খৃষ্টান জগতের শীর্ষস্থানে বসিয়াছে। আর তুমি?—তুমি সভ্য ভব্য হইয়াছ, লজিক ফিলোজফী বিজ্ঞান পড়িয়াছ;—তুমিই ত বড়, আবার তোমার উপর বড় ঈশ্বর থাকিবেন; তাও কি কখনও হয়? যদি তোমাদের উপর কেহ নির্ব্বিবাদ বড় থাকেন, তবে সে ঈশ্বর নহেন, কেবল আমরা ও আমাদের খানসামা ও বেহারারা। কিন্তু সে যাউক

বাপু, বিনা ধর্ম্মে কোথায় ও কোন জাতি অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল কিনা দেখাইতে পার কি ? অতএব তুমি যতটা মনে কর, ধর্ম্ম সত্য সত্যই ততটা উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে। অথবা ধর্ম্ম তোমার নাই বলিল কে ?—আমারই ভুল,—ধর্ম্মে তুমি ঘরে হিন্দু, বাহিরে ব্রাহ্ম, হোটেলে খৃষ্টান, এবং মুসলমানের খানায় অর্দ্ধেক ভাগ বসাইবার জন্য কখনও কখনও মুসলমানও বট। অথবা আবার তুমি সখে মাতিয়া যোগ কর আর যাগই কর, আর গীতাই পড়, আর ব্রাহ্মসমাজেই চোখ্ বুজ, প্রকৃত বিশ্বাস তোমার কিছুতেই নাই। সমস্তই তোমার নিকট সৌখিন আসবাব ও ফেসিয়ান ; হৃদয়ের পদার্থ তোমার কিছুই নাই। হৃদয়ের পদার্থ তাহাকেই বলি, যাহার জন্য লোক প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। কিন্তু—প্রাণটা তোমার কাছে বড়ই প্রিয় জিনিস, প্রাণের জন্য সবই বলি দিতে পার, কিন্তু প্রাণ বলি দিতে পার না কিছুরই জন্য।

"ধর্ম্ম না থাকিলে কর্ত্তব্যবুদ্ধিও আইসে না এবং নীতির মূলও দৃঢ় হয় না। এরূপ স্থলে পেনালকোড বেদ ও উদর দেবতা, এবং তাহা হইতে যে কিছু কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও নীতি উঠিতে পারে, তোমারও তাহাই মাত্র অবলম্বন। সুতরাং তোমার দ্বারা কোন্ মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে, অথবা এরূপ ধর্ম্মে কোথাও কোন মহৎ কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে ইহা দেখাইতে পার কি ? এ হেন যে তোমরা, তোমরাই আবার যাও কি না সভাসমিতি করিয়া ভারত উদ্ধার করিতে ;—পোড়া কপাল আর কি ? যেখানে বড় বড় পাকা নারিকেলের কাছির বাঁধনে টানা দিয়া ধরা আছে, সেখানে তোমাদের ইচ্ছা কিনা গোছা খানিক এলো কোষ্টার বাঁধনে বিপরীত দিকে টান দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবে! অথবা আমাদের পেট ভরে না তোমাদের টীকি ধরিয়া মুড়ো মুড়ো করিয়া ; আর তোমরা পেট ভরাইবে আমাদের পা

ধরিয়া? এমন বুদ্ধি না হইলে এরূপ দশা ঘটিবেই বা কেন তোমাদের!

"জাতীয় জীবন্ত ধর্ম্ম হইতে জাতীয় প্রকৃতির একতা উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম হইতে উঠে সুদৃঢ়মূল নীতি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি। নীতির দ্বারা মানুষের প্রকৃতি সংস্কৃত হয় এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে অবিচলিত কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে; এবং তখনই যে কিছু কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই কি ব্যক্তি কি জাতি উভয়তঃ সর্ব্বতোভাবে শুভকরী হইয়া থাকে। সেইরূপ কর্ম্মপ্রবাহের দ্বারাই ভারত উদ্ধার হয়; কর্ম্মশূন্য এরূপ সভাসমিতির দ্বারা হয় না। কিন্তু তোমার না আছে দৃঢ়মূল নীতি, না আছে তোমার অবিচলিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি; স্বার্থই তোমার এখন কর্ম্মমূল ও সকলই, স্বার্থে তুমি মূর্ত্তিমান কলি। তুমি ফুটিয়া না বল, তোমার অন্তরের ভাব এ সকল সভাসমিতির দ্বারা বাহবা লওয়া, নাম কেনা বা লিডীং ম্যানের খ্যাতি লাভ। উহাই তোমার চরম উদ্দেশ্য, তাহার পর সেই সকল করিতে করিতে তাহাতে যদি ভারতও উদ্ধার হয়, অথবা অভাবে কাজও যদি কিছু হয়, তবে সে ভাল কথাই।

তোমার দশাত এই দেখিলে, এখন আমার একটা পরামর্শ শুনিবে কি? আমি বলি কি, "ও সকল এখন মুলতুবি রাখ, রাখিয়া আগে আপন নিভৃত কক্ষায় বসিয়া আত্মসংস্কার কর দেখি। স্বার্থকে কমাইতে শিখ, জাতীয়ত্ব অবলম্বন কর এবং স্বজাতি প্রেম ও সহানুভূতি কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ে কিছু কিছু ধারণা করিতে অভ্যাস কর। তাহা করিলে, তখন দেখিতে পাইবে, সভা সমিতি না করিলেও এবং এক জোট না হইলেও, ভারত তাহার উদ্ধারের অর্দ্ধেকেরও অধিক পথ আপনা আপনি উঠিয়া গিয়াছে।

"কিন্তু তাহা পারিবে কি? বোধ হয় না। অথবা এ কথা গুলিই শুনিতেছ কি? তাহাও বোধ হয় না। হয়ত শুনিলেও পাশ কাটান দিবার জন্ম মনে মনে বলিতেছ যে, 'হাঁ কথা গুলা ভাল

বটে, ধরিয়া চলিলে কাজও হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া আমি একা কি করিতে পারি? দশজনে করে ত আমিও করিব।' আরে মূর্খ! তোমারই মত এক এক জন লইয়াই ত দশজন। অথবা দশজনের সঙ্গে তোমার খোজে দরকার কি?—তোমর কাজ তুমি করিয়া না যাও কেন? তোমার কাজ তুমি করিলে, তখন দেখিবে আর নয় জনেও তোমার সঙ্গে এক হইয়া মিশিতেছে।

"তাই বলি, মিছা আর ভগ্নীলোকের বা এর ওর পাছায় লাগিও না; তাহাতেও কিছু ফল হইবে না, অথবা তোমার এ সভাসমিতিতেও কিছু ফল হইবে না। তুমি স্বয়ং অপাত্র অনধিকারি ও অসংস্কৃত, সুতরাং সভাসমিতির বিসমোল্লাতেই যে গলদ। কেন বাপ, তবে আর মিছে বক্তৃতার চিৎকার ও সভাসমিতির শ্রম করিয়া কষ্ট পাও। তাহার অপেক্ষা বরং বাড়ী গিয়া দাণ্ডাগুলি বা হাডুডুডু খেল গে যাও, তবু অনেকটা আরাম পাইবে; তবু যাহোক নিজেকে ভুলিয়া আমোদে দিন কাটাইতে পারিবে অনেকটা।"

এই বলিয়া যে বক্তৃতা শেষ হইল, ভগ্নীজী আর তথায় এক মুহূর্ত্তও না দাঁড়াইয়া পাছু দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভ্রাতাগণ তখন নির্ব্বাক নিস্তব্ধ ও একেবারেই হতভম্ভ, এবং খানিকটা মুখ তাকাতাকি করিয়া, তাহার পর সুড় সুড় করিয়া যে যাহার স্থানে নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়া গৃহগত হইলেন।

নবম বৈঠক

শিক্ষা কমিশন

পুরাণে আছে, পুরাকালে পৃথিবী অসুরগণের ভারে অতিশয় উৎপীড়িত হইলে, তিনি অতি কাঙ্গালিনীবেশে নালিশবন্ধ

হইতেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে। ব্রহ্মা সে নালিশ পেশ করিতেন বিষ্ণুর নিকটে। বিষ্ণু অবতার গ্রহণ করিয়া যেমন হউক তাহার একটা নিরাকরণ করিয়া দিলে, তখন দৈত্যকুল সমূলে ধ্বংস হইবাতে সকল ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। দেখাদেখি আমাদের বাঙ্গালাভাষাও, বাঙ্গালীর দারুণ ইংরেজিনবিশীতে নানারূপে বিষম উৎপীড়িত হওয়ায়, ব্রহ্মার নিকট নালিশবন্ধ হয়েন। ব্রহ্মাও যাবদা মত তাহা পেশ করেন বিষ্ণুর নিকটে এবং বিষ্ণুও অবতার গ্রহণে স্বীকার হইয়া বলিলেন যে, এবার তিনি মহার্ঘ অবতার হইয়া চাকুরীর আয়ে দারুণ অসঙ্কুলান জন্মাইবেন; তাহাতে হয় বাঙ্গালী জাতি সমূলে নির্ম্মূল হইবে, আর না হয় চাকুরী ছাড়িয়া তাহারা অন্য চেষ্টা দেখিবে;—যেহেতু চাকুরীর জন্যই না বাঙ্গালীর ইংরেজিনবিশী!

কিন্তু হায়! সকল সাত চোঙার বুদ্ধি এক চোঙায়!—মধুকৈটভ, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, রাবণ কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল কংশ, এ সকলকেও যিনি নিমিষে নিকাশ করিয়াছিলেন, তিনি—সেই বিষ্ণুই কিনা আজি বাঙ্গালী দৈত্যদানোর কাছে বেকুবের এক শেষ! বাঙ্গালীরা তখন টাকার পেটটা সিকেয় নামাইয়া অসঙ্কুলানে সঙ্কুলান,—মহার্ঘের নিরাকরণ করিয়া তুলিল এবং শেষে বিষ্ণুর উপর টেক্কা দিয়া, যাও বা কিছু বাকী ছিল, সকলেই স-আণ্ডাবাচ্ছায় চাকুরীর নামে পৃষ্ঠটানে ছুটিল।

বিষ্ণুরই যখন এই দশা, তখন ব্রহ্মার ত আর কথাই নাই!—বিশেষতঃ ব্রহ্মা যখন বামণপণ্ডিত মানুষ, টীকি নাড়া ও দাড়ী চোমরাণ মাত্র যাহার সম্বল। ব্রহ্মা করিয়াছিলেন নালিশ পেশ এই অপরাধে তাঁহার নাস্তানাবুদের এক শেষ;—ইংরেজিনবীশ দৈত্যদানোরা ব্রহ্মার বাহন হংসরাজের এমন দুর্দ্দশা করিয়া তুলিল যে, তাহার গায়ে পাখনা,—পালকটি পর্য্যন্ত রহিল না; অধিকন্তু চারিদিক হইতে হেচ্‌কা টানে গায়ে পাকা ফোড়ার

বেদনা, উত্থানশক্তি রহিত। দেখিয়াই ত ব্রহ্মা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। একে ব্রাহ্মণের পায় অ'টুলি—নিজে পারেন না চলিতে, তায় বাহন রাজহংসের দুর্দ্দশা এই; ওদিকে আবার সৃষ্টি ঘুরিয়া না বেড়াইলেও সৃষ্টি চলেনা একদণ্ড; তবেই এখন ভাবুন দেখি একবার, বিপদখানা কি!

ব্রহ্মার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া, বিষ্ণুরও তখন চৈতন্য হইল যে, তাঁহারও ত একটি পক্ষী বাহন আছে এবং কি জানি, তাহার পাখ্‌নাতেও যদি ইংরেজি লেখা চলে তবেইত একেবারে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ! 'অতএব কাজ কি আমার মিছা গোলে থাকিয়া', ইহা ভাবিয়া তখন তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে জনান্তিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ বাপ! আমরা হলেম সেকেলে মানুষ, আমাদের কি ও সকল সাজে? তবে নাকি সে কালের স্বভাবগুণে মনটা কেমন হাঁকু পাঁকু করে, তাই ভাবিয়াছিলাম যে তোমারও কিছু করিব; কিন্তু তা হয়ে উঠ্‌বে কেন, বিশেষ আমাদের নাই সর্ব্বদা বাড়ী ঘরে থাকা। তাই বলি, তুমি এক কাজ কর, তুমি ভগ্নীগণের স্মরণ লও, তাহ'লে তোমার কার্য্য হইতে পারিবে; অন্ততঃ খুব সম্ভাবনা।"

বিষ্ণু ইহা বলিয়াই, তখন আরও একটু নিকটে ডাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার কাণে কাণে বলিলেন,—"দেখ বাপু, তোমায় আর একটি কথা রাখ্‌তে হবে। আমরা, বিশেষতঃ আমি যে এর মধ্যে ছিলাম, এ কথা যেন কোনমতে প্রকাশ না হয়—ঘুনাক্ষরেও না হয়। বরং ব্রহ্মার নাম প্রকাশ হইলে ক্ষতি নাই, কারণ তাঁহার চেহারায় না হউক, তাঁহার নামের ভক্ত অনেক আছে—ঐ যে গো যাহাদের ব্রাহ্ম বলে, কিন্তু আমার বাপু কেউ নাই। আর দেখইছত, আমাদের বিষয় ও বিবরণ যুক্ত কেতাব পত্রে তোমার কেবল অধোগতিই হইতেছে; তাই বলি তুমি আমাদের নাম গন্ধ একবারেই ছেড়ে দেও, দিয়া বরং বিলাতি বিবী সাহেব ও বিলাতি হেন তেনর নাম ও বিবরণ-

ওয়ালা কেতাবপত্রের ব্যবসায় ধর, তোমার মঙ্গল হইবে; আমি বরং আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। তাই তোমার হাত দুখানি ধরিয়া আবার বলি, দেখ বাপু, খুব সাবধান, তোমার ভাল করিতে গিয়া যেন আমাদের নাম প্রকাশ হওয়ায় সর্ব্বনাশ না হয়।" পাঠক এখানে দেখিয়া যাইও একবার দুর্দ্ধর্ষ বাঙ্গালী বীরের মহিমা; স্বয়ং ব্রাহ্মা বিষ্ণু পর্য্যন্ত যাহার নিকট এরূপ জব্দ!

বাঙ্গালা ভাষা, ব্রহ্মা বিষ্ণুর এই হাল দেখিয়া, তখন অগত্যা তাঁহাদের উপদেশ ক্রমে স্বয়ং মুদ্দুই হইয়া, আপনার নানা দুঃখের কাহিনীসম্বলিত একখণ্ড দরখাস্ত পার্লেমেণ্টের গত সেশনে উপস্থিত করিয়াছিলেন। জনেক মেম্বরী তাঁহার দুঃখে করুণাপরবশ হইয়া সেই দরখাস্ত পার্লেমেণ্টে পেশ করেন এবং তাহার উপর অনেক ডিবেট চালাইয়া অবশেষে এমন হুকুমও বাহির করেন যে, বাঙ্গালা ভাষার দুঃখের বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিশন বসিবে। গত সেশনে সময় না থাকায় তখন কমিশন বসিতে পারে নাই। এবার কার সেশনে অদ্য সেই কমিশনের বৈঠক আরম্ভ।

এখানে বাঙ্গালা ভাষার এমন কি দুঃখ যে, তজ্জন্য এতটা কাণ্ড কারখানা করিতে হয়, তাহার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়ায় প্রয়োজন। আপনারা জানেন যে, বচনাবর্ত্ত স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে, উহা বাঙ্গালা দেশেরই একটা অংশ ছিল। সুতরাং যেমন বাঙ্গালার আর সর্ব্বত্র, এখানেও সেইরূপ বাঙ্গালাভাষাকে একবারে ক্যারাচে করিয়া ও নগণ্যে ফেলিয়া ইংরেজী বিদ্যার পূরাটানে স্রোত বহিতে ছিল। বচনাবর্ত্ত তাহার পর স্বাধীন হইলেও, ইংরেজীর প্রতি বহুদিনের অভ্যস্ত ভালবাসার মোহ ছাড়াইতে না পারাতেই হুউক বা যে জন্যই হুউক, ইংরেজীর সে স্রোতোটান বন্ধ হয় নাই; বরং যেন আরও কিছু বেশী পরিমাণে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কাজেই বাঙ্গালাভাষার দুঃখ,—"দেশ স্বাধীন হইল, সবাই স্বাধীন হইল, সকলেই গা মেলিল, কেবল দুঃখ রহিল আমার যাহা তাহাই; আবার যাহা তাহাই নহে, বরং কিছু বাড়িয়া চলিল;—আপন দেশে, আপন স্থানে, আপন ঘরে, অপনি হইলাম দুয়ো!" বাঙ্গালাভাষার অবশিষ্ট দুঃখ যাহা, তাহা তাহার জবানবন্দীতেই প্রকাশ পাইবে।

কমিশনের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপত্নী হইয়াছেন শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়া স্বয়ং, এবং সহকারী হইয়াছেন তাঁহার আর ৮ জন বাছা বাছা মেম্বরী। তাহা ছাড়া বেঞ্চক্লার্ক ত অবশ্যই একজন আছে।

কমিশনের মেম্বরীগণ আপন আপন আসন গ্রহণ করিলে তখন ডাক হইল,—"বাঙ্গালাভাষা হাজির"—"বাঙ্গালাভাষা হাজির।"

বাঙ্গালাভাষা প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলেন। তখন চেহারা খানি তাহার দেখা গেল, নধর পূরা ৫ হাত জোয়ান, অথচ ২।৩ বৎসর বয়স্ক শিশুর বেশ। মাথায় ঘুন্টিবাঁধা ঝুঁটি, গায়েতে পিঠে-বোতাম জামা, উলঙ্গ, কোমরে কোমরপাটা, হাতে ঝুমঝুমি ও রংচঙে রাঙ্গা লাটি বা চোষণ কাটি এবং পায়ে মল ঘুঙ্গুর ও বেঁকী; আর সর্ব্বাঙ্গে যেন ক্ষত ঢাকা মলমের পটী। সেই নধর পূরা পাঁচহাত জোয়ানের এই অপূর্ব্ব শিশু বেশ ও সর্ব্বাঙ্গে পটী দেখিয়া সকলে অবাক!

বাঙ্গালাভাষার জবানবন্দী।

প্রশ্নকারিণী মেম্বরী।—তোমার নাম কি?

উত্তরকারক বাঙ্গালাভাষা।—(কোন কথা না বলিয়াই ট্‌ক করিয়া পকেট হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া প্রদান।)

প্র।—তোমার বাপের নাম কি?

উ।—(নিরুত্তর ও মাথা চুলকান।)

প্র।—তোমার বাপের নাম কি?

উ।—(নিরুত্তর।)

প্র।—তোমার বাপের নাম কি বল না?

উ।—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে—আজ্ঞে—বাপের নাম?

প্র।—হাঁ, বাপের নাম।

উ।—বলিতে আছে কি?

প্র।—কেন?

উ।—সভ্যতায় বাধে যে।

প্র।—কি সভ্যতা?

উ।—হাল সভ্যতা। দাদাবাবুরা বলেন, হাল সভ্যতায় বাপের নাম বলিতে নাই।

প্র।—কেন?

উ।—যেহেতু ইংরেজদের মধ্যে বাপের নাম কি জিজ্ঞাসা করিবার কি বলিবার কোন প্রথাই নাই।

প্রশ্নকারিণী কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন;—ইংরেজদের প্রথা নাই তা তোমার কি, আর তোমার দাদাবাবুদেরই বা কি? তুমি জানকি, ইংরেজদের দেশে বাপের নাম কেন জিজ্ঞাসা করে না বা বলে না? সেখানে অনেকের জন্ম হয় অনেক রকমে, এজন্য অনেকেরই বাপের ঠিক না থাকায় তাহারা বাপের নাম জানে না। তাই তাহাদের মধ্যে বাপের নাম জিজ্ঞাসার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। তোমারও কি তাই?

উ।—আজ্ঞে না—না—না, তা কেন হইবে, আমার শত্রুর হউক। তবে বলি, আমার বাপের নাম সংস্কৃতভাষা।

প্র।—তোমার বয়স কত?

উ।—(স্বগত) ঐ ত আবার গোল!

প্র।—(শুনিতে পাইয়া) গোল কিসের?

উ।—গোল বড়! এখন আমি দুই বৎসর বলি, না আটশত বৎসর বলি?

প্র।—(আসামির দিকে একটু তাকাইয়া) আটশত বৎসর হইলে হইতে পারে, কিন্তু দুই বৎসর কে বলিতে বলে?

উ।—দাদা বাবুরা বলিতে বলেন?

প্র।—কি হিসাবে?

উ।—কি হিসাবে, তাহা ঠিক বলিতে পারিনা। তবে যে হিসাবে পুরুষত্ববৃদ্ধির ঔষধের বিজ্ঞাপনে বাঙ্গালার সংবাদ পত্র সকল প্লাবিত, যে হিসাবে অসংখ্য কলপ কালাপেড়ে ধুতির কাটতি, যে হিসাবে দাদাবাবুদের মধ্যে বাপ ঠাকুরদাদার বয়স না বাড়িয়া স্থির থাকে এবং ছেলে ও নাতিতে বয়সে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যায়, ইহাও বোধ করি সেই হিসাবে হইতে পারে।

প্র।—তুমি দেখিতে ত প্রকাণ্ড জোয়ান মরদ; তথাপি তোমার এ শিশুর বেশ, পায়ে ঘুঙুর ও হাতে ঝুমঝুমি কেন?—সে কি ঐ দুই বৎসরের শিশু সাজিবার জন্য?

উ।—আমি ত বলিয়াছি গো। আপনারা দেখিতেছেন বটে আমাকে জোয়ান মরদ, কিন্তু দাদাবাবুরা ত তাহা হামরাইতে দেন না। এমন কি, আমি যে হামাগুড়ি না দিয়া দুই পায়ের উপর ভর দিয়া হাঁটি, কখনও কখনও দাদাবাবুদের তাহাতেও আপত্তি। ভাল, মেম্বরী মহাশয়া, এমন নধর পূরা পাঁচ হাত অতি কোমল নাবালক শিশু আপনারা আর কখনও দেখেন নাই কি?

প্র।—তোমার কোন্ দাদাবাবুরা তোমাকে এরূপ শিশু করিয়া তুলিয়াছে?

উ।—বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিনেটের মেম্বর যাঁহারা।

প্র।—আমার বোধহয় তুমি কিছু বাড়্তি বলিতেছ।

উ।—দোহাই সভাপত্নী মহাশয়া, বাড়িয়ে বলি ত আমি আপনার চোখের মাথা খাই।

প্র।—(বিরক্তি ও বিদ্রূপে ঈষৎ হাসিয়া) আমার চোখের মাথা খাইয়া বাপু তোমার কি লাভ হইবে?—বরং তোমার দাদাবাবুদের চোখের মাথা খাও,যদি এখনও চোখ তাঁহাদের কিছু অবশিষ্ট থাকে। ভাল, তুমি যে এমন পূরা পাঁচ হাত শিশু উলঙ্গ বেঁড়াও, তা কি তাঁহারা একেবারেই দেখিতে পান না?—তোমাদের ওদিকে কি অধ্যবসায়শীলা এমন কোন ভগ্নী নাই, যিনি অশ্লীল নিবারিণীসভা স্থাপন করিয়া ইহার প্রতিকার করিতে পারেন?

উ।—দোহাই মেম্বরী মহাশয়া, ওকথাটা তুলিবেন না। আমি দুধের ছাওয়াল, দিদিবাবুদের কোলের মাণিক, আমি উলাঙ্গ থাকিব না ত থাকিবে কে?—এ শিশুত্বে ঐটুকুই আমার উপরি লাভ! দাদাবাবুরা বিনা চস্‌মায় দেখিতে পান না; আর আমি তুচ্ছানুতুচ্ছ, আমাকে দেখিবার জন্য চস্‌মা লওয়ার সে কষ্ট স্বীকারই বা করিবেন কেন? বিশেষতঃ যে দাদাবাবুটি মাঝে বাইস চাঁচাছোলার (বাইস চ্যান্সেলর!) মূর্ত্তিমান হইয়াছিলেন, তিনিত আবার আমাকে দেখিতেন একেবারে চারিমাসের দুগ্ধ-পোষ্য অপোগণ্ড!

প্র।—তোমার বাসস্থান?

উ।—ঐ ত—ঐ ত আমার দুঃখ—ঐ ত গো আমার দরখাস্ত!

প্র।—থাক কোথায়?

উ।—না স্বর্গ না মর্ত্ত্য না কোথাও।

প্র।—(বিরক্ত হইয়া) ঠিক কথা বলনা? এ দিকে তুমি শিশু সাজিয়াছ, ওদিকে তোমার কোন আশ্রয় নাই, এও কি কখনও হয়? (একটু হাসিয়া) কার কোলের কালাচাঁদ তুমি, এখন ঠিক করে বল দেখি শুনি।

উ।—(মাথা চুলকাইয়া) ঠিক ত নাই; তবে যাহা যৎকিঞ্চিৎ ঠিক আছে তাহাই শুনুন,——দাদাবাবুদের দিদিবাবুদের কোলে।

প্র।—তবে বটে, তাহার পর?

উ।—যেহেতু আমি শিশু, কাজেই আমি দিদিবাবুদের জিম্মায়। তাঁহারাই কাব্য নাটক বা হলো উপন্যাসখানা উপলক্ষ করিয়া আমাকে যা যৎকিঞ্চিৎ লালন পালন করিয়া থাকেন। কেবল তাঁহাদিগেরই প্রেমবারি সিঞ্চনে যে কিঞ্চিৎ আমার জীবন।

প্র।—তা দিদিবাবুদের খাতিরেও কি দাদাবাবুদের কাছে তোমার আদর নাই?

উ।—আছে,—তা কেবল যখন কোথাও অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া আপনা আপনি আপনার আত্মারামের সঙ্গে মিষ্টালাপ করেন। তা সেটা ঘন ঘনই ঘটনা হয়।

প্র।—অন্য সময়?

উ।—বাপরে! আমি কাছে দাঁড়াইলেও তাঁহাদের অপমান হয়। এমনও শুনিয়াছি, আমি তাঁহাদের কাছে ঘেঁষিতে পাই না বলিয়া, বাহিরে তজ্জন্য কতই না অশেষ বিশেষ তাঁহারা গরব করিয়া থাকেন।

প্র।—আপন স্বজাতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতা দেখাইয়াও গরব চলে! আমার আবার বোধ হইতেছে, তুমি অধিক বলিতেছ।

উ।—আমি আবার আপনার চোখের মাথা খাই, যদি অধিক বলি। অনেকে কেবল "জানিনা" বলিয়া নহে, আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াও গরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা লিখিতে জানিয়াও অনেকে হাত কাঁপাইয়া দেখান যে তিনি লিখিতে জানেন না।

প্র।—তবে তুমি তাঁহাদের কাছে একেবারেই স্থান পাওনা?

উ।—তাঁহারা সদাই বলেন দূর দূর! তা দেখুন, আমি এ দুরন্ত হিমে যাই কোথা? তাই আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, বলি তোমাদের ঐ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাঁচতলায় না হয় আমাকে একটু জায়গা দেও, আমি

সেখানে আমার এই কম্বল খানা বিছাইয়া এক কোণে পড়িয়া থাকি, তবুত তাহাতে যেমন হউক আমার একটা আশ্রয় হইবে। তাহাতে তাঁহারা বলেন যে, "তোমার ছেঁড়া কম্বল, তুমি এখানে থাকিতে পাইবে না; বিশেষতঃ ভদ্রলোক না হইলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচতলায় জায়গা পাইতে পারে?

প্র।—তাহাতে তুমি কি বলিলে?

উ।—আমি বলিলাম যে, আমাকে ভদ্র অভদ্র করা না করা অথবা ছেঁড়া কি ভাল কম্বল দেওয়া না দেওয়া ত আপনাদেরই হাত। তা আপনারা যদি সে পয়সা ব্যয়ে একান্তই রাজী না হয়েন, তবে নেহাত পক্ষে আমাকে সেখানে একটু স্থান দিয়াই দেখুন না কেন, আমি না হয় ভিক্ষা করিয়া ভাল কম্বল কিনিব আর আপনাদের সহবৎ পাইয়া আপনাপনি ভদ্র হইয়া উঠিব। সঙ্গগুণে পাখি যে, সেও রাধাকৃষ্ণ বলিতে শিখে, আর আমি এমন সহবৎ গুণে ভদ্র হইতে পারিব না! তাহাতে দাদাবাবুরা বলিলেন, তুমি নিতান্ত শিশু, ভাল, আগে কাপড় খানা পরিতে শিখ, তাহারপর দেখা যাইবে। আমি ভাবিলাম, তবেই হইয়াছে!

প্র।—কেন?—তুমি তবে কাপড় না পর কেন?

উ।—আমিত চাই গো কাপড় পরিয়া মানুষ সাজিতে, কিন্তু বাহিরে দাদাবাবুরা মনে না হউক অন্তত: মুখে যেমন বলেন কাপড় পরিতে, ঘরে দিদিবাবুরা তেমনি একেবারে খড়্গহস্ত আমাকে কাপড় ছাড়াইতে;——তাঁহাদের ভয়, কাপড় পরিতে শিখিলেই পাছে আমি দাদাবাবুদের দৌরাত্ম্যে বেহাত হই। দাদাবাবুরা যান ইংরেজীর টুমটামে আপনাদের বড়ত্ব দেখাইয়া দিদিবাবুদের ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিতে; আর দিদিবাবুরাও যান আমাকে মাঝে রাখিয়া দাদাবাবুদের উপর মুড়ো ঝাঁটা চালাইতে। তা রঙ্গটা কিছু মন্দ নয়, কিন্তু যদি দোটানায় আমার প্রাণটা লইয়া টানাটানি না হইত।

প্র।—তবে তোমার প্রকৃতবাস এখন?

উ।—দিদিবাবুদের অন্তঃপুরে এবং আমি হইয়াছি তাঁহাদের একচেটে সম্পত্তি।

প্র।—ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমিত এমন জোয়ান মরদ, এখন তোমাকে এমন শিশু করিয়া তোলায় দাদাবাবুদের প্রকৃত অভিপ্রায়টা কি, তা বলিতে পার?

উ।—বলিব আর কি মাথামুণ্ডু,—সকলটা ত ঠিক বুঝিতে পারি না, তবে যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে দেখি, বাহিরে দাদাবাবুদের পিঠে কুলো বাঁধা ও অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র। সুতরাং যাহা কিছু তাঁহাদের পুরুষত্ব ও বড়াই ফলাইবার স্থান, তাহা একমাত্র ঘরের কোণে ও মাগের কাছে। কাজেই এখন আমিই যদি মাগভাতারের সমান সম্পত্তি বলিয়া গণনিত হই, তা হলে আর ভাতার বাহাদুরের ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গিবার বড়ত্ব থাকে কোথায়? এই ত উদ্দেশ্য জানি, যদি আরও কিছু থাকে ত বলিতে পারি না।

প্র।—ভাষার একতায় কি বড়ত্ব ছোটত্ব যায়?—বড়ত্ব ছোটত্ব ত জ্ঞানে।

উ।—কিন্তু জ্ঞানীতেই সে কথা বুঝে। আর জ্ঞানের পুঁজী যেখানে দুয়েতেই সমান, সেখানে উম্‌দা বিলাতি বসনে নিজের পুঁজী ঢাকা দিয়া কটমট বিকট সাজে পৃথকত্ব ও পরম পদার্থত্ব না দেখাইতে পারিলে, ভাতার মহাশয়ের বড়ত্ব রক্ষা হইতে পারে কিরূপে? আবার আমাকে জোয়ান বলিয়া স্বীকার করিলেও, আমাকে উড়ান ত সহজ নয়। কাজেই বিলাতি ভাষার এত আদর, আর আমার এই অনাদর এবং এই জন্যই আমি জোয়ান হইয়াও শিশু! (একটু চিন্তা করিয়া) আর এক উপায় আছে, যদি দয়া করিয়া আইনের দ্বারা আপনারা করিতে পারেন।

প্র।—কি?

উ।—ম্যাগনেটিক ভাতারী ইউনিফরম! কেবল কথায়

কাহাকে বড় বলিলে নাকি অন্তের মন প্রবোধ মানে না, যেহেতু মনে মনে বিদ্যাবুদ্ধির তুলনা ও বিচার করিতে গেলেই ত সকল ফাক হইয়া যায়। কিন্তু ম্যাগনেটিক ইউনিফরম হইলে, দিদিবাবুদের মন ম্যাগনেটিজমের দ্বারা ভাতারের বড়ত্বে সহজেই আকৃষ্ট হইবে; অথচ বিদ্যাবুদ্ধির তুলনাকারী দিদিবাবুদের যে মস্তিষ্কগামী স্নায়ু, তাহার মূলও ম্যাগনেটিজমের দ্বারা স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। আমি থিওসফী-সেবকদের কাছে শুনিয়াছি, ম্যাগনেটিজমের দ্বারা সকলই সাধন করিতে পারা যায়, সুতরাং এটাই বা কেন না হইবে? এরূপে ভাতার বাবুরা ইউনিফরম পাইয়া ও পরিয়া যদি আপন বড়ত্ব বেওজর ইনসিওর করিতে পায়েন, তখন আমাকে অনাদর করার পক্ষেও আর তাঁহাদের কোন কারণ থাকিবে না, সুতরাং তখন আমার আদর বাড়িয়া গেলেও যাইতে পারে।

প্র।—(শরীরের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) তোমার সর্ব্বাঙ্গে ও সব কি?

উ।—পটী।

প্র।—পটী?

উ।—আজ্ঞা হাঁ, ঐ ত আমার আরও একটা প্রধান দুঃখ। অন্তঃপুরে স্থান পাই বলিয়া ঈর্ষাবশতঃই হউক আর যে জন্যই হউক, দাদাবাবুরা সর্ব্বদাই, যখনই আমাকে দেখিতে পান, তখনই সরিষা পড়ার ছিটা মারিয়া আমার সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলেন।

প্র।—সরিষা পড়ার ছিটা কিরূপ?

উ।—ঐ যে গো, যাহাকে চলিত কথায় বাঙ্গালার ভিতর ইংরাজীর বুকনী বলিয়া থাকে। খোঁচার উপর খোঁচা, কতই খোঁচা, এততেও যে আমি আছি, এই বাহাবা।

প্র।—তা তোমার এ পটী যোগায় কাহারা?

উ।—যাহারা অধুনাতন আমার সাহিত্য-সিংহ নামে

খ্যাত। যাহাদের অসীম কৌশল সৃষ্টিতে, নয় বৎসরের অবিবাহিতা মুগ্ধা হিন্দু বালিকা নদীর ধারে নাগরের সঙ্গে প্রেম করিয়া পতি বাছনী করিয়া থাকে। আর যাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া নিঃস্বার্থ প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির আশায় স্কুল পাঠশালার পাঠ্য বাঙ্গালা কেতাব লিখিয়া দেশের উপকার করেন ও ভারত-উদ্ধারের ডিম পাড়িয়া থাকেন।

প্র।—ডিম পাড়ে! ডিমে তবে তা দেয় কে?—ফোটায় বা কে?

উ।—এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগ জগতের আদর্শস্থল; সহানুভূতিতে খুব বড় হইতে খুব ছোটটি পর্য্যন্ত প্রেমের মিলনে মাণিকজোড়, সুতরাং আমি ডিম পাড়ি, তুমি তা দেও; তুমি ডিম পাড়, আমি তা দিই; এবং অধিকন্তু ঐখানে যে আর কাকের বাসায় কোকিল আসিয়া চাতুরী খেলিয়া যাইবে, সেটি একেবারেই হবার যো নাই। তাহার পর, ডিমগুলি ফুটানর ভার, এসোসিয়েশন ও কংগ্রেস প্রভৃতির উপরে।

প্র।—আর কিছু বলিবার আছে?

উ।—আর যাহা বলিবার আছে, তাহা আমার এই উকিল মহাশয় বলিবেন।

উকিল মহাশয় তখন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া, নানা অঙ্গভঙ্গে মেম্বরী মহাশয়ার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া এবং গলায় তরবতর সুর বাহির করিয়া, বলিতে লাগিলেন।—

"প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বরী মহাশয়াগণ, আপনারা দেখিলেন, আমার মক্কেল কিরূপ ভাল মানুষ, কিরূপ নধর জোয়ান মরদ মানুষ ও কেমন সাধুচরিত মানুষ এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোগণ কিরূপ দুর্ব্বৃত্ত। ইংরেজীতে যে "ফেলো" শব্দ, তাহা মানুষের প্রতি অতি তুচ্ছতা বুঝাইবার নিমিত্তই প্রয়োগ হয়। তাই আমার বোধ হয়,

ইংরেজ বাহাদুর কোন দিব্যদৃষ্টি দ্বারা জানিয়াছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বরগণ কালে এরূপ দুর্ব্বৃত্ত হইবে এবং সেই জন্যই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহাদের প্রতি এই ফেলো খেতাব অর্পণ করিয়াছিলেন। তা বেশ সঙ্গতই হইয়াছে।

"এখন দেখুন, এই বাঙ্গালী ফেলোরা আত্মসম্মান হীনতায় যথার্থই ফেলো কিনা। যে জাতির সাহিত্য নাই এবং সাহিত্যোপযোগী নিজের ভাষা নাই, তাহারা জগতের যাবতীয় পণ্ডিতবর্গের কথায় ও সর্ব্ববাদী সম্মতে বন্য ও বর্ব্বর জাতির মধ্যে গণ্য। সাহিত্য ও ভাষাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় চরিত্রের ইতিহাস এবং সাহিত্য ও ভাষা আবার কোন জাতির আছে কিনা তাহার পরিচয়, শিক্ষামন্দিরে তাহাদের সমাদর কতটা, তাহা লইয়া। এখন যদি কেহ বাঙ্গালীর বিদ্যামন্দিরে উঁকি দিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের অবলম্বনে বাঙ্গালী চরিত অবধারণ করিতে বইসে; তবে সে কি দেখিবে ও কি বলিবে?—সে কোথাও বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের দেখা না পাইয়া বলিবে যে, এ জাতি অতিশয় বন্য ও বর্ব্বর। অতএব যদিও বাঙ্গালাভাষায় কোন সাহিত্য নাইই থাকে, তথাপি অন্ততঃ জাতীয় সম্মানের খাতিরেও শিক্ষামন্দিরে বাঙ্গালা ভাষার সমাদর ও প্রচলন হওয়া উচিত; কিন্তু হায়! যে জাতীয়-সম্মান-বোধ মানুষ ছাড়িয়া পশুপক্ষীরও আছে, এ ফেলোদিগের তাহাও নাই।

"ভাষার উদ্দেশ্য, তাহার দ্বার দিয়া গুণজ্ঞান শিক্ষা; নতুবা কেবল ভাষাশিক্ষা নহে। ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন, কেবল গুণজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত হওয়ার নিমিত্ত। সুতরাং সে গুণজ্ঞান শিক্ষা চিরাভ্যস্ত মাতৃভাষায় যেরূপ হইতে পারে, বিজাতীয় ইংরেজী ভাষায় সেরূপ কখনও হইতে পারে না। ব্যক্ত ভাব নিজ ভাষায় যেরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে অন্তরে অন্তরে বসিয়া যায়, বিজাতীয় ভাষায় তাহা হয় না; তথায় ভাব ও ভাষার মাঝে কেমন একটা কুয়াসার পর্দ্দা পড়িয়া যাইবেই

যাইবে। বিশেষতঃ জীবনের শেষ পর্য্যন্তও যখন বিজাতীয় ভাষা অভ্যস্ত হওয়ায় সমাপ্তি নাই, তখন তাহার দ্বার দিয়া যতটা গুণজ্ঞান শিক্ষা সম্ভবপর, তাহা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অথবা এ সকল কথা কাহাকে বলিতেছি; যাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য গুণজ্ঞান নহে, কেবল ইংরেজীয় ভাষা শিখিয়া চাকুরীর পথ মাত্র পরিষ্কার করা, তাহাদের পক্ষে এ সকল কথা বিড়ম্বনা মাত্র।

"যে শিক্ষা বিজাতীয় ভাষায় হওয়ায়, ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা কুয়াসার পরদা না পড়িয়া যায় না, সে শিক্ষায় কখনও মৌলিকতা আসিতে পারে না। বাঙ্গালী বাইস চ্যান্সেলার মৌলিকতার অভাব জন্য অপবাদের খণ্ডন করিতে যতই হেকমতী ও মুন্সীয়ানা কৈফিয়ৎ দাখিল করুননা কেন, আগুণ কখনও কাপড়ে ঢাকা থাকেনা। এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ বিদ্বানগণে যাহা কিছু মৌলিকতা দেখা গেল, তাহা একমাত্র নোট বুক লেখায় ও আপন মুখে আপন বিদ্যার গরব করায়—আপনি ফুলিয়া আপনার লেজ মোটা! পোড়া কপাল আর কি? আরও একটা মৌলিকতা আছে, রিপোর্ট লেখায়! চোকে ঠুলি ঘানির গরু সবাই,—সবাই সেই এক বাঁধা পথে, প্রফেসার, হাকিম, উকিল, সকলই; নির্জ্জীব নিরীহ! উচ্চ বাচ্যের মধ্যে কেবল এক—কে কেমন ইংরেজী লেখে! যেন ভাল ইংরেজী লেখাটা বড়ই গুণও বাহাদুরীর কথা। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বিদেশী ভাষা ভাল লিখিতে না পারিলে কি নিন্দা আছে?—তাহলে উচ্চশ্রেণীতে বাঙ্গালা পরীক্ষায় পাস ইংরেজ গুলার অপেক্ষা ভোমা ভুত ত আর নাই, যেহেতু তাহাদের বাঙ্গালা লিখিতে পারে কে? আমার ইংরেজী ভাল না হউক, কিন্তু আমার বাঙ্গালার মত কোন ইংরেজ তোমার বাঙ্গালা লিখিতে সমর্থ? সে যাউক, তাহার পর আবার ভায়াদের মনেতে পুঁজীর অভাব এমনই যে, যে যাহাতে চাকুরী করে তাহার ও

তাহার মুনিবের কীর্ত্তি কারখানার কথা লইয়া আফিসে ঘরে, শয়নে স্বপনে, সকল জায়গাতেই কালক্ষেপ! কি শোচনীয় মানসিক শূন্যতা, মনের অবলম্বনাভাব! দড়ী কলসীও কি পোড়া দেশে এত অমিল গা!

"আবার বলে যে, উপযুক্ত কেতাব কই, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাইব। এওত বড় বিপদ গা! নিজে চোখ বুঁজিয়া সমস্ত জগত অন্ধকার ও সকলেরই কাছে অন্ধকার ভাবিলে আর উপায় কি? গৃহিণীর হাতে নাটক উপন্যাস দেখিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যসীমা অবধারণ করিলে নাচার! আর ধরিলামই যেন বাঙ্গালায় উপযুক্ত কেতাব নাই, কিন্তু এটাও ত বুঝিতে হয় যে, প্রয়োজন হইলেই প্রয়োজনীয় বিষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে;— সকল দেশের ইতিহাসেও কোন্ তাহার প্রমাণ পাওয়া না যায়।

"বাঙ্গালাভাষা অগ্রাহ্য মধ্যে গণিত হওয়ার আরও এক প্রধান কারণ, বাঙ্গালা কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায় এবং তাহার জন্য বেন, রো, নোটবুক ও তরবতর অভিধান খুঁজিতে হয় না। আবার সেই চাকুরীবুদ্ধির প্রবলতা, ভাষা লইয়া মারামারি! ইহা জ্ঞান নাই যে, ভাষা সহজ বা দুরূহে শিক্ষার গুরুত্ব হয় না, গুরুত্ব হয় শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া। কিন্তু তা বলিলে, শুনে কে? ইংরেজী ভাষা ক্রমাগত পড়িয়া পড়িয়া ভাষা বিষয়ক যে বুদ্ধি মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাকে তাড়ান বড় সহজ কথা নয়।

"বাঙ্গালাকে তাড়াইতে এতই জেদ যে, যে একটু খালি যায়গা ছিল এবং যাহাতে গরিব বাঙ্গালা হয়ত কিঞ্চিৎ স্থান পাইলেও পাইতে পারিত, সেখানেও জোর করিয়া বুড়া সংস্কৃতকে আনিয়া টানিয়া বসান হইয়াছে। বুড়ো একেই নিজের জরার জ্বালায় জ্বালাতন, তায় ভিমরতি, কাজেই বালকের শত খোঁচানিতেও তাহার রা শব্দ নাই; সুতরাং বালকেরা একাক্রমে বার কি তের বৎসর খোঁচাইয়াও সংস্কৃতের সাড়া পাইল না।

কাজেই তুমি আমি এবং পথের লোকও সংস্কৃতের সংবাদ দানে যেমন পটু, সেই তের বৎসর শ্রমী বালকও তদপেক্ষা কিছু অধিক পটু নয়। অতএব বাল্যশক্তির এমন অসদ্ব্যবহার ও মিথ্যা নিয়োগ আর কখনও কোথাও কেহ দেখিয়াছ কি? ফলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কাণ্ড কারখানা পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই যেন তাহার একমাত্র স্থির উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় যে, বালককে কলিকায় মুসড়াইয়া কোন প্রকারে তাহাকে পূর্ণভাবে মনুষ্যরূপে প্রস্ফুটিত হইতে না দেওয়া; অথবা প্রতিভা ও মৌলিকতা পূর্ণ বিদ্বান ও পণ্ডিতের পরিবর্ত্তে, জীবনী শূন্য ও "যে আজ্ঞা"—প্রাণ কেরাণী তৈয়ার করা;—হইতেছেও তাহাই। বলিবেন বটে যে, 'কেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ত রাজ সরকারের উচ্চ কার্য্য সকলও করিতেছে,'—সত্য কথা; কিন্তু জান কি, সে সকলেও কেরাণীর অতিরিক্ত বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই। উল্টিয়া বরং তাহাতে কেরাণীর অপেক্ষা আরও একটু শক্তিশূন্য ও "যে আজ্ঞে"-প্রাণ হইলে, কার্য্যচালানয় আরও অধিক প্রশংসার বিষয় হয়! অথবা মোটের উপর এই কথাটা মানিয়া রাখিবেন যে, কয়েকটি কাজের ব্যবসায়দারী শিক্ষা ভিন্ন, রাজসরকারের নাগাইদ সর্ব্বোচ্চপদ হইতে নিম্নে ১৫ টাকার কেরাণী পর্য্যন্ত এমন কোন কাজ নাই যাহা, অঙ্কের ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত জানিলে এবং একটু ভাল ইংরেজী ভাষায় রিপোর্ট ও মিনিট আদি লিখিতে পারিলে, চালাইতে পারা না যায়। অতএব চাকুরীতে প্রয়োজনীয় বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা কেহ প্রকৃত বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের পরিমাণ করিতে যাইবেন না; তাহাতে বড়ই ঠকিবেন। অতঃপর বলুন, এখন একবার আপাদমস্তক তাকাইয়া বলুন দেখি যে, আমার এ কথা গুলি সত্য কি না?—সকলেই চালান কল চালাইয়া খালাস! ফলও তাহার তাইতে এরূপ সুন্দর!!

বিশ্ববিদ্যালয়ের যাহারা মতলববাজ ও চালক, আমি বলি হয় তাহারা দারুণ কুমতলবী; আর না হয় ত তাহাদের তুল্য গুণজ্ঞানশূন্য অপরিণামদর্শী নির্ব্বোধের শিরোমণি আর নাই। নতুবা তাহারা সুবুদ্ধি ও সরল বুদ্ধি ধরিয়া চলিলে, কখনও এরূপ অঘটন ঘটনাগুলি ঘটিতে পারিত কি?—অর্থাৎ যে বিজাতীয় ভাষা নিজেই একটা দারুণ উপসর্গ স্বরূপ, সেই বিজাতীয় ভাষাতেই অশেষ বিষয়ক ও অশেষ সংখ্যক কেতাবের দ্বারা বালকের ক্ষুদ্র প্রাণকে নিষ্পেষণ; পাঠের আসল বিষয় দূরে ফেলিয়া, কি ক্লাসে কি পরীক্ষা স্থলে, উভয়ে কেবল নোট ও নোট বুক লইয়া মারামারি; পরীক্ষার প্রকার, প্রকরণ, ফল ও ফলের পরিমাণ নিরূপণে নিত্য নূতন অস্থিরতা; শতেক বিষয়ের মধ্যে কোন একটায় দুই চারি নম্বর ফেল হইলেই বালকের সমস্ত ভবিষ্যত আশার উপর কালিমা রেখা পাত; এবং সর্ব্বশেষে সেই সকলের সমষ্টি দ্বারা পুনঃ বালকের জীবনীশক্তির নাশ ও আয়ুর হ্রাস এবং মনুষ্যগতিকে যাওয়ার পথে শেয়াকুলের কাঁটা দেওয়া; ইত্যাদি; ইত্যাদি! আমি আরও আশ্চর্য্য হই যে, অন্যে এ গুলি না হয় করিলে করিতে পারে, কিন্তু যাহাদের নিজেরই ভাই বা সন্তান বা তৎ তৎ স্থলীয়গণ এই ঢেঁকিকলের আশামী, তাহারা এ সকল নির্ব্বিবাদে তাকাইয়া দেখে ও তাহাতে সায় দেয় কি করিয়া!

ফলতঃ বলিতে কি, এ সাধের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সমস্ত জাতিটারই পরম শত্রু, পঞ্চ মহাপাতকের এক মহাপাতকী এবং বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক নিশান! দেখুন মহাশয়গণ, এখন একবার খেয়াল করিয়া দেখুন যে, স্বয়ং বিষ্ণুই যখন আপনাদের গৌরব করিয়া আমার মক্কেলকে আপনাদের শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন, তখন আপনাদের কতটা বিবেচনা করা উচিত। তাই বলি, দোহাই আপনাদের, যেন সুবিচারদানে কৃপণতা করিয়া দেবতা ও মানুষ, কাহাকেই আপনারা নিরাশ করিবেন না।

বক্তৃতা এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, হটাৎ এক কিম্ভুৎ কিমাকার মূর্ত্তি কমিশন গৃহে সরোষে ও বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক, চিৎকারে আত্মপরিচয় দিয়া বলিল,—

আমি বিশ্ববিদ্যালয়।

পুরুষটির বোঁচানাক, কাটাকাণ, পুরুঠোঁট, করালদংষ্ট্রা এবং অতি কদাকার চেহারায় আবার নেড়ার বেশ; নানা-রঙের নানা টুকরায় সেলাই করা আপাদবিলম্বিত আলখেল্লা গায়, স্কন্ধে একতারা এবং সঘনে তাহাতে উপযুক্ত বাদ্য সহ বিকট নৃত্য, ললাটে বালরক্তে বিকৃত তিলক! সঙ্গের সজ্জা আছে নেঁড়ী ও উপনেড়ী এবং আর কতকগুলি নিমিলিত চক্ষু গুলিখোর ও গেঁজেল ব্রপণ্ড।

প্রেসিডেণ্ট।—(নাকে হাত দিয়া) ছি! ছি! ছি! এই বেল্লি-কটার হাতে লোকে ছেলে দেয় শিক্ষার্থে, দুর্গা! দুর্গা!

বিশ্ব।—(দুর্গা নামে কাণে আঙ্গুল দিয়া) মা গোঁসাই কি কন্?—গৌর গৌর,—গৌর, কহেন না ক্যান? মা গোঁসাইর শ্রীপাঠে মচ্ছপ হলি তখন এ অধমকে জানতি পারবেন। এখন এক পালা তুক্ক গাইবার নিবেদন পাই।

প্রেসিডেণ্ট অবাক!

জনেক মেম্বরী।—ভাল মচ্ছপ পেলে কত পারসেণ্ট পাস করিতে পার?

বি।—হা হা—মা গোঁসাই, শোন্‌বেন সব?—কেবল মচ্ছপ হলি হয় না, সঙ্গে একটু তুরিতানন্দ চাই, তা হলি পারি ৬৭।

মে। আর পার কি সে কত পারসেণ্ট?

বি।—চাবুকানন্দে ৫০ নাগাহদ ৬৩ তক্; নোটানন্দ আর সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ তুরিতানন্দ থাকে তবে ৪০ তক্; কেবল নোটানন্দে ৩০ তক্; আর নোটানন্দের অভাব হলিই ২৫র নিচে। আরও টিকে আরজবন্দ হই,—তুরিতানন্দে দোক্তা

আঞ্জামে খামী জবর হলিই তখন করি পাসের উপর পাশ ঝাড়া দিয়ে বেশীতে কমি, কমিতে বেশী। অঃ হো মা গোঁসাইরে, আমার পাস করিয়ে ভক্ত মরদের বাচ্ছারা যে সটে গো, হেলো দামড়া কড়ে কাণমলা ল্যাজ ডলায় বা কত ছোটে, তা—যখন যেম্‌নি তখন তেম্‌নি—হরঘড়ি গুরুর মেজাজ মাফিক ফরমাইশ তামিলে কাবেল হস্ত!

মে। নোটানন্দ কারে বলে?

বি। নোটানন্দ কয়, যখন মোর চেলাগোর নোটবুক হৈ হৈ রৈ রৈশব্দরে বিকৃতে থাকে।

মে। (উকিলের দিকে তাকাইয়া) শিক্ষার নামে এমন স্নেহের সন্তানকে স্বচ্ছন্দমনে এরূপ নিষ্ঠুর বলি দেওয়ার দৃশ্য আর কোন দেশে আছে কি?

উ। বোধ করি না।

মে। তবে এখানে কেন?

উ। ভাতের জ্বালা, পেটের দায়। ট্রেড মার্কা না হলে বাজারে ছেলে বিকায় না এবং ছেলে না বিকাইলে ডাহিন হাত বন্ধ। ভাত হরণই উহার একমাত্র কারণ।

মে। সে যাহোক, এ সকলেরই মধ্যে বড় আশ্চর্য্য ও তামাসার কথা এইটি যে, ফরমাইশ মত পরীক্ষার পারসেণ্ট নির্দ্ধারণ এবং পরীক্ষা ফলকে পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা বাড়ান বা কমান। প্রথম কথা, ইহাতে কি প্রয়োজন, কি লাভালাভ ও মাথাব্যাথাই বা কেন, তাহা বুঝা দায়। বরং দয়ায় বাড়ান যায়, কিন্তু কমানর ত কোনই সন্ধান সূত্র পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় কথা, যে পরীক্ষকেরা এরূপ ফরমাইশ তামিলে রাজী হয়, তাহারা অতি দুর্ব্বলচিত্ত, ভীরু, অর্থলোভী ও নীচাশয়; নতুবা অস্থিরমতি ও অসাব্যস্তচিত্ত। সুতরাং একপক্ষে দুর্নীতগ্রস্থ, আর পক্ষে অযোগ্য; অথচ ইহাদেরই হাতে পাস ও ট্রেডমার্কা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আবার নীতি শিক্ষার কথা কাহিনী,—নিজেই

যে তুর্নীত-গ্রন্থের নাজীর! মহাভারত, মহাভারত!! দর্ করত বেল্লিকটাকে!

বাবাজী তখন যোগহস্তে কাকুর্ব্বাদ পূর্ব্বক ;—

বিশ্ব।—যৈছে উকিল বাবাজী শ্রীপাটে আমার গুণ গাইলেন, তৈছে আমি বি আমার মান হানীর গুণ গাইতি আদালতে পারি, তা গৌর——গৌর—গৌর——কি নিবেদন পাই?—হঃ—মনে আসিতেছে না যে,—(তখন জনেক সঙ্গীর দিকে মুখ ফিরাইয়া) তা কও না বাবাজী তুমি কও, মোর প্রেমের আবেশে যেন বাদ—বাদ হয়ে উট্‌তে লেগেছে যে, তা কও তুমি কও।

প্রতিনিধি বাবাজী।—আমাগোর ভজন-কলেবর বিশে বাবাজী এখন ভাবের আবেশে বিভোর; সুতরাং আমাকে অনুমতি করিলেন। আমিই তবে তাঁহার বয়ান তুক শ্রীপাঠ সমীপে উপস্থিত করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের

বকলম জবানবন্দী

১ম বয়ান।—দেখুন শ্রীপাদ আনন্দমূর্ত্তি, আমি বিলাতি বিদ্যালয়ের ছাচে গঠিত, অতএব আমার মত হুনুরী হেকমতী আর কে? আমার ফজলেই লোকের ছায়েল মানুষ হয়, মানুষ হয়ে চাকুরী করে খায়, আমার দোয়া দীক্ষা না হলে চাকুরী পাইত কোথায়?

২য় বয়ান।—আমার ফেলো ও মেম্বরগণ আমারই লায়েক মুরুব্বী মকদুম। তাহার একমূর্ত্তি মা গোঁসাইরা স্বয়ং! আর মূর্ত্তি স্বনামে-পুরুষধন্যগণ। নমুনা মোলাহেজা করিয়া দেখুন, একজন ছিলেন বাজার সরকার আর জন ছিলেন দপ্তরী; স্ববাহুবলে ও সতেল কৌশলে তাহার একজন হইলেন রাজা ও আরজন হইলেন নবাব এবং উভয়ই আবার বাহাদুর; তৃতীয় মূর্ত্তি আমারই শিষ্য গ্রাডুয়েটগণ, গুরুভক্তিতে স্বদ্‌খত ও সুতমিজ, সাত চোরে রা শব্দটি পর্য্যন্ত নাই।

৩য় বয়ান।—আমার সিনেট সিণ্ডিকেট ও ফ্যাকল্টিতে মা গোঁসাইরা মুনিগোঁসাই হইয়া তুড়ি দেন, স্বনামধন্যরা বাসুদেব হইয়া নাচেন, আর গ্রাডুয়েটগণ হাততালী দিয়া বাহবা দেন। সুতরাং গৌরপ্রেমের প্রেমাবেশে যে কানুন একবার কসলতবন্দী করিয়া রাখিয়াছি, বুঝুন তাহার কেমন গুণ এবং খণ্ডে তাহা কাহার সাধ্য। যে য্যামনে ধাকা দেন বা প্রস্তাব চড়ান, কানুন মোর গাজির কুড়ুল—লড়ে চড়ে—খসে না।

৪র্থ বয়ান।—আর চেয়ে দেখেন মোর কেরামত কামাল, বাঙ্গালাভাষাকে কাঙ্গাল বেনিয়ে মা গোঁসাইদের মধুর দৃষ্টিতে সৃষ্টিছাড়া করিয়া তবে বান্দা খালাস।

৫ম বয়ান।—গৌরপ্রেমের প্রেমতরঙ্গে হতভম্ব হাপাত, বিবাদবিসম্বাদের নামটি পর্য্যন্ত নাই—তাই নাম পিয়ারী পরীক্ষক নির্ব্বাচনে মধুরে মধুরপ্রেমের উপর সকল সম্পন্ন হয়। আমি বলিলাম, 'তুমি পরীক্ষক আমি জানি;' তুমিও অমনি আদপ কায়দায় নেক মহব্বত গুজর গাহিলে "তুমি পরীক্ষক আমিও জানি";—অমনি হয়ে গেল তোমার আমার পরীক্ষক নির্ব্বাচন।

৬ষ্ঠ বয়ান।—প্রেমের ভাব নিত্য নূতন, তাই আমার নেক পরীক্ষার নিত্য নূতন রসতরঙ্গ বুঝিতে না পারিয়া অবোধ বাবাজানেরা বলেন হাঁকা দমকা! রাধে—রাধে—রাধে!

৭ম বয়ান।—বার বার এই বারের বার বড়ই হুসিয়ার শক্ত বয়ান। ভদ্রলোকের ছাওয়ালদের খুষি খোসাল খোষ পোষাকের গজব গফলত ও গোনাগারে মোচ্ছবের বাজারে বাবাজি আজি বড়ই বেগতিক। তাই না আমি পড়ার ছলে তাহাদিগকে গাজব মন্ত্র দিয়া শীঘ্র শীঘ্র দোজক পয়মালে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। তাহারাও যেমন যেমন উদ্ধার হইয়া যাইবে, দেল দরবার লইয়া তা হলে কিচকিচিও বহুত কমিবে, ধান চালের বাজার শস্তা হইবে, আর তা হলে মোচ্ছবের বাজারেও ঢালাও সরবরাহ।

প্রেসিডেণ্ট আর এই বেল্লিকটার আবোল তাবোল বকুনী সহ্য করিতে না পারিয়া, শেষে চাপরাসিকে হুকুম দিলেন; এবং ন্যাড়াজীও তখন চাপরাসীর নিকট অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া, একতারা বাদন পূর্ব্বক নাচিতে গাহিতে সগণ সহ ত্বরিত পদে প্রস্থান।

বাঙ্গালাভাষার সপক্ষে আরও কতকগুলি বাক্য গ্রহণান্তে তখন বৈঠক ভঙ্গ হইল।

পাঠক, মুসলমানী বাঙ্গালায় ঐ উপরোক্ত বয়ান শুনিয়া কি ভাবিতেছ,—আমোদার্থে একটা সঙ বাহির হইয়া গেল? সঙেই কি বেশী রঙ?—বোধ হয় নয়। বড়য় ছোটয় এমন কত কি আছে, যাহাদের মাত্র স্বরূপ মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে পারিলেই, দেখিতে পাইবে, সঙ রঙ তোমার কতই দূরে পড়িয়া যায়!

বৃহৎ কেলেহাঁড়ি বিদ্রোহ।

১

কি জানি কেন, বুঝিতেছি, যেন এবারকার সেশনে পার্লেমেণ্টের রিপোর্ট আর অধিক দেওয়ার পক্ষে আমার সময় ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে। ইহাতে কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, তবে বুঝি সেশনেরই শেষ হইয়া আসিল; তাহা নহে, যেহেতু সেশন এখনও চলিবে নবীন বসন্তের নবসমাগম না হওয়া পর্য্যন্ত। অতএব সময় শেষ হইয়া আসিতেছে আর কাহারও নহে, আমার; যেহেতু আমার বসন্ত-সমাগম, বোধ হইতেছে, যেন কিছু আগে আগেই ঘটনা হইতে চলিয়াছে। বাড়ীর জন্য মন টল টল, বাড়ীর জন্য মন চঞ্চল, ঘরমুখো বাঙ্গালী আর কদিন কথায় আটকান যায়। তাই কাজেই আমার বড় ভাবনা, যদি সাহিত্যের সিংদরওয়াজা পর্য্যন্ত পৌছিতে আধাপথে হাত হইতে কলম খসিয়া পড়ে,

তবেই ত আর বৃহৎ কেলে হাঁড়ি বিদ্রোহের বিবরণ দেওয়া হইল না! তাই সাত পাঁচ ভাবিয়া স্থির করিলাম, সকল স্থগিত থাকুক সেও ভাল, তথাপি আগে হাঁড়ি বিদ্রোহের বিবরণ দেওয়া চাই, বিশেষতঃ যখন দিব বলিয়া পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত হইয়া আছি।

আমি ভগ্নীরাজ্যের সভ্যতামণ্ডলে থাকিয়া এটা বিশেষ রূপেই শিক্ষা করিয়াছি যে, যে কথা একবার দেওয়া গিয়াছে, বিনা গুরুতর কারণের প্রতিবন্ধকতায় ও বিনা পূর্ব্বাহ্নিক কৈফিয়তে, কখনই তাহার খেলাপ করিতে নাই; অথবা কোন কার্য্যের নিমিত্ত সময় নির্দ্দেশ করিয়া, সাধ্যায়ত্তে সে সময়ের ব্যত্যয় করিতে নাই। এ দুইটি বাস্তবিকই বড় সুনিয়ম; এবং কোন জাতি বিশেষ যে কর্ম্মঠ, উহারা তাহারই পরিচায়ক স্বরূপ হয়। কিন্তু আমরা অকর্ম্মা বাঙ্গালী জাতি, আমরা না বুঝি কথা এবং কাল নির্দ্দেশের পবিত্রতা রক্ষণ, না বুঝি কি নিজের কি অন্যের সময়ের মূল্য অবধারণ! যদি উপস্থিত হইলাম কাহারও কাছে কাহারও কাজের সময়ে; তবে অকাজে হাঁসিয়া বকিয়া, হাঁচিয়া, কাসিয়া, হাগিয়া ও মুতিয়া এবং তাহার কাজ পণ্ড না করিয়া আর সেখান হইতে উঠিব না; আবার আমার কাছেও যে কেহ আসিবে, সেও তাহার পাল্টা নাগাহিয়া ছাড়িবে না। কি শোচনীয় বর্ব্বরতা! অকর্ম্মা গিরির কি লজ্জাস্কর কলঙ্ক নিশান! অতএব যদি অকর্ম্মাগিরি পরিত্যাগে কর্ম্ম পথে অগ্রসর হইয়া মনুষ্যগতিকে যাইতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে কথা, কাল নির্দ্দেশ ও সময়ের মূল্য অবধারণ করার বড়ই প্রয়োজন বলিয়া জানিবে।

২

ভগ্নীরাজ্যের ইতিহাসে এই বিদ্রোহটা বড়ই ভয়ঙ্কর ও স্মরণীয় ঘটনা এবং ভগ্নীদিগের বিমল শাসনের মধ্যে উহা দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতাজাতির সমল কলঙ্ক নিশান। ইহার সেই রোমহর্ষণ কর কুটিল কাণ্ডকারখানা, কেলে হাঁড়ির সে কালো

ভূষোর কালিমা অক্ষরে যেরূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা যে আর কখনও মুছিয়া স্মৃতিপট হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এমনটি মনে কখনই আমাদের লয় না। অথবা ভগ্নীরাজ্যের ইতিহাস বলিয়াই বা বলি কেন, জাতের ইতি-হাসেও ইহা এক অতুলনীয় অদ্বিতীয় ও মহান অভাবনীয় কাণ্ড!

সোনার পিঞ্জরে রাখ, সোনার থালে খাবার দাও, তবু পাখী বনে ধায়;—হায় কি অকৃতজ্ঞতা! তা নহিলে এমন যে ভগ্নীপদাশ্রয়, সেখানেও কি না বিদ্রোহ ঘটনা!

সে যাহাহউক, কাণ্ডটা ত খুব গুরুতর ঘটেই এবং এটাও ঠিক বুঝি, কাণ্ড যতই গুরুতর হয়, পাঠকদিগের আনন্দও ততই বাড়িয়া যায়; কিন্তু পাঠকেরাও কি পাল্টা প্রকৃতিতে কখনও এটা বুঝিবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, কাণ্ডকারখানা গুলা যতই গুরুতর মুখে বাড়িয়া যায়, ততই স্বয়ং লেখকের কি খচমচ গোছের মুস্কিল ও বিষম ঠক্‌ঠকি আসিয়া উপস্থিত হয়? উপযুক্ত অলঙ্কার, রস উদ্দীপনা ও বাক্যবিন্যাশ হইলেই, অবশ্য তখন পাঠকের মন তালে তালে নাচিতে থাকে সত্য; কিন্তু লেখককে সে অলঙ্কারাদি যোগায় কে এবং আসেই বা কোথা হইতে,—বিশেষতঃ আমাদের মত লেখকের?

বলিবে বটে যে, তোমার পুঁজী না থাকিলে তুমি আসরে আসিয়াছ কেন নাচিতে। বেশ কথা, ধরিলাম আমার পুঁজী আছে আর আমিও তাহা বাহির করি, কিন্তু তোমরা?—তোমরা কর লুঠপাট! তবেই ভবের হাটে আমি হইব বেকুবের একশেষ, আর সাকুব তোমরা, তোমাদের বিচার ভাল! সংসার এমনই পাগল বটে, নতুবা তোমার ভাল করিতে আমি হইলাম খুন ও রক্তারক্তির একশেষ আর তুমি মারিলে মজা; শেষে নেহাত ভাল দেখায় না বলিয়া, তাই দুটা ফাকা বুলিতে বোকা ভুলাইয়া সান্ত্বনা করিলে,—'লোকটার কি মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব!' কিন্তু ভাবুন দেখি একবার, কি বেকুবের বেকুব

আমি, যদি অন্তে তাহার জমা ওয়াসিল বাকী সাফ করিতে পরিণাম ও পরলোক কিছু না থাকে! তাহা হইলে, তোমার একাল ধরিয়া যত যত মহাজন, সবাই কে ধরিয়া রাখ,—বেকুবের নাজির ও বর্ব্বরের রাজা।

সে যাহাহউক, এখন তামাসা ফষ্টি ছাড়িয়া দিয়া স্থির ও ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বাস্তবিকই মাথায় মাথায় ভাবনা পড়িয়া যায় যে, যেরূপ মহাকাণ্ড তাহাতে উপযুক্ত সাজ সরঞ্জামে উপযুক্ত বর্ণনা করিবার উপায় কি? কেতাবটা লিখিতে বসার আগে হইলেও বা যাহাহউক; কিন্তু হায়, এখন লিখিয়া লিখিয়া কলম আমার ভোঁতা, কালি যেন জল, আর কাগজের কথা কি বলিব—ঠোকরে ঠোকরে ক্ষত বিক্ষতের একশেষ; স্নায়ু সকলও আর মস্তিষ্ক হইতে ভাবের ভার বহণে নারাজ। অতএব এ মহা বিপত্তে আমার সকাতরে প্রার্থনা, হে ভগ্নীরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবি, তুমি আমার স্কন্ধে ভর করিয়া স্নায়ুকেন্দ্র মেডুলা অবলংগেটার গুহে ফুঁক দাও; হে প্রেমচাঁদ কর্ম্মকারের ছুরিকা, তুমি আমার কলমের মোচ আরও তীক্ষ্ণ কর; হে সেন ফ্রেণ্ড, তুমি আমার কালিকে ঘন করিয়া দাও; এবং সর্ব্বশেষে হে বালির কল, তুমি কাগজ যোগানয় কৃপণতা করিয়া আমাকে বেকল করিয়া ফেলিও না; তোমরা সকলেই আমার এ মহাব্রতে সহায় হও,—আমি সেই বৃহৎ কেলেহাঁড়ি বিদ্রোহের বিবরণ লিখিব।

৩

এ জগতে কি সামান্য সামান্য কারণ হইতে কি মহা মহা কাণ্ড সকলই সংঘটিত হয়। কাণ্ডলীলার সেই অভূতপূর্ব্ব অভিনয় সকল দেখিলে এবং তাহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, কে এমন সহসা মনে করিতে সমর্থ হয় যে, এ হেন প্রচণ্ড দিগ্‌দাহী ব্যাপারের আদি মূল ও কারণ কি না সেই অতি সামান্য ও নগণ্য ঘটনা বিশেষটি।

ফলতঃ সেই সকল কাণ্ড ও কারণে সমন্বয় করিতে গেলে, তখন বাস্তবিক আর বোধ হয় না যে "লঙ্কাপুরে রাবণমলো বেউলা কেঁদে রাঁড় হলো," এটা অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক। দেখ একবার, বাহির হইল কি না কোন এক নিভৃত কোণ হইতে বিদ্রূপ শ্লেষে দুই সমান্য শ্লোকপদ, সেই ঘুষকি বিলাসিনী পম্পাডুরের নামে; আর কাণ্ডখানা হইল কি না তাহাতে অষ্ট্রিয়া সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরিসার অধিকার হইতে সিলিসিয়া হরণ! সেইরূপ আমরাও বলি, মুতিয়া দিল কি না এক চামচিকা চালের বাতা হইতে প্রেমপ্রহরী রামমাণিক্যের মুখে, আর কাণ্ডখানা হইল কি না তাহাতে সেই বৃহৎ ও বিষম রোমহর্ষণকর কেলে হাঁড়ি বিদ্রোহ! এ জগতের এমনই বেলয় ও বেতাল কাণ্ড কারখানাই বটে!

ভাবুক প্রবর কারলাইল বলিয়াছেন,—"আমারা কি অদ্ভুত এক এক উড়ো ঘটনা যোগেই ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া যাই। মিলো স্মরণীয় হইল একটা ষণ্ডের কল্যাণে; ইরোস্ত্রাত একমুড়ো আগুণে; আর ডারণলী, ভোমা ভোঁদড়ের একশেষ সে স্মরণীয় হইল কি না কেবল নিজের খোষপোষাকী ও চটকের চেহারাখানী দেখাইয়া; এবং অনেক রাজা ও রাণীও স্মরণীয় হয়, কেবল কি না তাহারা অমুক অমুক ফরাস তোষাখানাদারের অধীনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া।" আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি, আমাদের এ কেলে হাঁড়ি বিদ্রোহে রামমাণিক্য স্মরণীয় হইয়াছে কেবল কিঞ্চিৎ চর্ম্মচটিকের মুত্রসুধা গ্রহণার্থে তাহার সেই বদন কন্দর বিসারিত করিয়া। হায় দুনিয়া, মহিমায় তোমার বলিহারি, একবার নয়, শতবার!

৪

শ্রীমতী পদ্মমণি মুখোপাধ্যায়, যুদ্ধ বিভাগের আণ্ডর-সেক্রেটারী। ইনিও মন্ত্রীদলস্থ বটেন, তবে ক্যাবিনেটের বাহিরে।

পদ্মমণি আগেকার বড় জাঁকের কুলীন কন্যা। স্বদেশে ও স্বঘরে পাত্র না মেলায়, বাপ মা বঙ্গদেশ হইতে রামমাণিক্যকে আনাইয়া পদ্মমণির দুইহাত এক করিয়া দেন। সুতরাং সাবেক হিসাবে বলিতে গেলে, রামমাণিক্য পদ্মমণির স্বামি;—অথবা এখনও কোন্ স্বামি নামে তিনি বঞ্চিত! তবে কি না স্বামিত্বের সাবেক ভাবে এখন বিভাব ঘটিয়াছে অনেক, এই মাত্র প্রভেদ।

রামমানিক্য দেখিতে একহারা, ছিপ্ছিপে, ডিগ্‌ডিগে, বালাম চাউলের অন্নভোজী ও শান্তিপুরে ধুতিপরিহিত ক্ষীণজীবি, মাথায় ছাটা, খাটখোঁট, এবং ইহার উপর গঠনটি একটু সুগঠন থাকায়, দেখিতে যেন ঠিক খেলার পুত্তলের ন্যায়। আর পদ্মমণি তদ্বিপরীতে পূরা পাঁচহাত, যেমন দীগে তেমন আড়ে, হাঁকডাকে হুলকম্প, গায়ে মত্তহস্তির বল, এমত কি পদ্মমণির একখানা পায়ের ভারও রামমাণিক্যের বহিবার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং পদ্মমণিও রামমাণিক্যকে প্রকৃত খেলার পুত্তলের চক্ষেই দেখিতেন।

পদ্মমণির সেবাইত যদিও অনেক ছিল, তথাপি রামমাণিক্যকে পায়ে ঠেলিতেন না, প্রত্যুত রামমাণিক্যকে বড় ভাল বাসিতেন; এমন কি বোধহইত যেন প্রাণের সহিতই ভাল বাসিতেন এবং সেজন্য রামমাণিক্যকে কেহ কিছু বলিলেও তাঁহার প্রাণে সহিত না। অধিক কি, অতি প্রিয় যে প্রধান সেবাইত, সেও রামমাণিক্যকেকিছু বলিলে বা বিদ্রূপ করিলে, পদ্মমণির কিলের চোটে আধমরা হইয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির হইতে হইত।

কিন্তু রামমাণিক্যের দুর্ভাগ্যক্রমে, ফাকের মাথায় কেহই তাহার উপর একহাত লইতে পাইলে ছাড়িত না। প্রধান সেবাইত যদিও কিলে কিলে এখন টিট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তথাপি রামমাণিক্য একেবারে নিঃশত্রু হইতে পারেন নাই। এখনও তাঁহার একটি প্রধান শত্রুছিল, তাহার নাম "বোঙ্গ

চোন্দর” বোঙ্গ চোন্দরও আর এক কুলীন কুমারীর স্বামি বটে, কিন্তু পদ্মমণিরও একজন ক্ষুদ্র সেবাইত মধ্য গণ্য ছিলেন।” বোঙ্গ চোন্দরের উপর রামমাণিক্যের মর্ম্মান্তিক জাতক্রোধ।

আজিকে পদ্মমণির বাড়ী একটা বৃহৎ সমারোহের পার্টি-আছে। বহুত ভ্রাতা ভগ্নী সমাগত হইবেন, সুতরাং অনেক ঘটার পার্টি ভোজই বটে।

ক্রমে বেলা ৫টা বাজিল। সকাল সকালেই কি মজার শনিবার জাগাইবার জন্য, নিমন্ত্রিতগণও একে একে একটু আগে হইতেই সমাগত হইতে লাগিলেন। অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত পদ্মমণি দুয়ার চাপিয়া দণ্ডায়মানা এবং পিছনে তাঁহার, ঈষৎ অবনত মস্তক, মুখে মধুর হাসি, এবং হাতে সূচ কার্পেট করিয়া মোহন বেশে রামমাণিক্য। “গৃহিনী গৃহমিত্যাহু র্ন গৃহং গৃহমুচ্যতে।”—পদ্মমণির পক্ষে একথা রামমাণিক্যতে যথার্থই বর্ত্তিয়াছিল; সুতরাং রামমানিক্যই পদ্মমণির গৃহ এবং তাহাকে লইয়াই পদ্মমণি গৃহস্ত। কাজেই তাই আজি বিলাতি বা হাল সভ্যতা অনুসারে, যুগল বেশে আহ্বান করিয়া নিমন্ত্রিতবর্গের উপযুক্ত সম্মানরক্ষা করিবার নিমিত্ত উভয়ে দুয়ার চাপিয়া দণ্ডায়মান।

নিমন্ত্রিত গণের মধ্যে, স্বামিনীগণ সহাস্যমুখে চোটপাট চলনে বুক ফুলাইয়া আগে আগে; আর স্বামিগণ তাহাদের বাহুকক্ষে বাহু নিক্ষেপ করিয়া, হেলিয়া দুলিয়া ও ভাবে ঢলিয়া, পাশে পাশে। স্বামিগণের সো জনে জনে নূতন ঢঙে নানা পোষাক ও পরিচ্ছদের তরকতরম্বের ত কথাই নাই!—পোষাকে কেহ বাঙ্গালী কেহ পার্শী, কেহ মুসলমান কেহ ফিরিঙ্গী, কেহ ভগিনী কেহ যোগিনী, অথবা নুতন করিয়া আর কি বলিব, এসোসিয়েশন রুমের বর্ণনাতেই ত তাহার আভাস দিয়া চুকিয়াছি।

স্বামিগণের কাহারও মুখে নেটের জাল; কাহারও হাতে সৌখিন চীনে পাখা, কেহবা সে পাখা মৃদু আন্দোলনে দোলাইয়া দোলাইয়া এবং কেহবা তাহাতে মুখ ঈষৎ আবরিত করিয়া আসিতেছেন; কাহারও হাতে কার্পেট সূচি; কেহবা খালি-হাত, কিন্তু চকিৎ হরিণীবৎ চটুল নয়নের ভীরু চাহনীতে হাসিয়া হাসিয়া স্বামিনীর কাণে কাণে কত কি রসের কথা বলিতেছেন এবং কেহবা স্বামিনীর আদর আহ্বানে গলিয়া গলিয়া ঢলিয়া পড়ায়, স্বামি মহাশয়ের বদনচাঁদে তরবতর নানাছাঁদে ব্রসের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে।

মরি মরি! স্বামিগণের সে প্রেস গরবের মাধুরীঘটা ও ব্রস করিবার মোহনছটা বারেক নয়নে অবলোকন করিলে, ইংরেজ মেমগণের যে দর্প চূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা আর যে কখনও গোটা বাঁধিতে পারিত কিনা সে পক্ষে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হয়।

মিস্‌গণ, যাঁহারা স্বামিশূন্যে গৃহশূন্য, তাঁহারাও আজি এ মহাপার্ব্বণে, ভ্রাতাজাতিকে আদর ও সমাদর প্রদর্শনের নিমিত্ত অন্যের স্বামিকে বগলে ধরিয়া, যেন বেরুয়াকাঁদে হাজার মুনে বোঝাই নৌকা খানিকে সযত্নে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। সভ্যতার নিয়মই এই, দুর্ব্বল জাতিকে বিশেষ সমাদর ও সন্মান করা; সুতরাং তাই রমণী মহলে আজি ভ্রাতাজাতির এত আদর। পুনশ্চ, সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মিস ও স্বামিভ্রাতা নানা রঙ্গরসের কথায় হাসিতে হাসিতে ও হেলিতে দুলিতে আগুয়ান. এবং স্বামিনী তাহার যেন বানচাল বিপত্তিতে কিস্তিশূন্য মাঝির ন্যায়, খালি হাতে হাত নাড়া দিয়া পিছু পয়ান।

ক্রমে ভরা বোঝাই কিস্তি সকল পাইল নামাইয়া ঘাটে দাখিল। তখন একে একে নকিব ফুকরাইয়া হাঁকিতে লাগিল,—কর্ণেল অনঙ্গ মুঞ্জরী ঘোষ ও মিষ্টর অনঙ্গ মুঞ্জরী ঘোষ, “প্রচারিকা নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় ও মাষ্টর নিতম্বিনী

চট্টোপাধ্যায়," "জেনারল পাঁচি ও মাষ্টর পাঁচি," শ্রীমতী হেমলতা দত্ত ও মিষ্টর হেমলতা দত্ত;" ইত্যাদি। অমনি পদ্মমণি, মুখে হাঁসি খুসি ও ঈষৎ ঘাড়নমনে অভ্যর্থনার সেলাম দিয়া এবং করমর্দ্দন করিয়া, সভ্যতার আদপকায়দায় পিছনের বিগ্রহটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরিচয় দিয়া কহিতেছেন,—"মিষ্টর পদ্মমণি মুখোপাধ্যায়," তৎক্ষণাৎ সকলে ঈষৎ অবনত ও আদপে মিষ্টর পদ্মমণি রামমাণিক্যের করমর্দ্দন করিতেছেন। এইরূপে পদ্মমণি গৃহস্থলীর বাহিরের ও রামমাণিক্য ভিতরের সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন।

৬

ক্রমে নিমন্ত্রিতগণ সভাস্থ হইয়া বসিলেন। ইংরেজদিগের মধ্যে প্রথা আছে যে, খানার পরে স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে মদ্যাদি পান ভাল নহে বলিয়া, স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বাহ্ণেই স্থানান্তর হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে খানার পরে না হইয়া আগেই মধুপানের ব্যবস্থা, সুতরাং সেই নীতির অনুকরণে ও ভ্রাতাগণের নৈতিক ভাব অটুট রাখিবার জন্য, তাহাদের সম্মুখে খোলা আমোদ ঠিক নহে বলিয়া, ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ এক আসনে বটে কিন্তু দুইদল হইয়া বসিলেন।

উভয় দলেই তখন মধুপান ও আমোদের আরম্ভ হইল। ক্রমে ফুট ফাট, পরে ভুট ভাট, তা হতে টগবগ টা, আরও এক গ্রাম উপরে উঠিয়া ডগ বগ ডা, শেষে সব গ্রাম উঠিয়া গিয়া হো হা, এবং আখেরে ঘরের চাল ফুটো হইয়া আমোদের তরঙ্গ উথলিয়া পড়িতে লাগিল।

ভ্রাতামহলে কিন্তু সকলেরই আমোদের কেন্দ্রস্থল রামমাণিক্য। কেহ তাহাকে বাঙ্গাল বলিয়া খেপাইতেছে, কখন বা রাম মাণিক্যও রাগে জ্বলিয়া তাহার উত্তরে কাহাকে বলিতেছে,—"হালা গো হালা, তুমি এণ্ডে আছ?" কাহাকে বা—"আমা গোর নি বাঙ্গাল কও, বাঙ্গাল নি তোর বাপ" ইত্যাদি।

কেহ রামমাণিক্যকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, "প্রেম প্রহরি" কেহ বলিতেছে আর কিছু। এইরূপ নানা জনের নানা কথা, কিন্তু প্রাণেই বা আর কত সয়,—রামমাণিক্যের ক্রমে অসহ-নীয় হইয়া উঠিল। ওদিকে পদ্মমণিও থাকিয়া থাকিয়া ভগ্নী মহল হইতে এক একবার এদিকে কাণ ও নজর দেওয়ায়, দেখা গেল, তাহার সেই বাটা পানা মুখ খানা যেন থাকিয়া থাকিয়া গাঢ় রক্তিমা রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

ওদিকে কথায় এই; এদিকে আবার কাজেও, সেই বদ-মাইস ষণ্ডাগুল্যর নষ্টামীতে আদি অন্ত নাই। সকলেই ছলে কৌশলে রামমাণিক্যকে ওজনের অতিরিক্ত মধুপান করাইল। রামমাণিক্য আর বসিতে অসমর্থ, কাজেই তখন হাঁ করিয়া চিৎপাত্তে তথায় তাহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইল।

কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! রামমাণিক্যেরও যেমন বিসারিত বদনে চিৎপাৎ হইয়া শয়ন, আর চালের বাতায় ছিল এক অতি বুড়া গোছের কিন্তু প্রকাণ্ড অবিবেচক চামচিকা, একেবারে সে সটান রামমণিক্যের মুখ রুজোরুজি করিয়া ছন্ ছন্ রবে প্রস্রাব ত্যাগ! রাম রাম, রাম, মাণিক্য না পারে কাত হইয়া ফেলিতে, না পারে বিষম নোনতা ও ন্যাকারের গন্ধে গিলিতে; সুতরাং মুখ গহ্বরেই তাহা টল টল করিয়া দীপ কীরণে প্রতি ফলিত হইতে লাগিল এবং কখনও বা চিৎকার করিবার চেষ্টায় কষ বহিয়াও তাহার দুই চারি ধারা ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু যে রাগ ও অভিমানের বেগ, তাহাতে চিৎকার না করিয়াই বা কতক্ষণ চলে?—অগত্যা তাহার দুই চারি ঢোক উদ-রস্থ হওয়ায় যে মুখটা কিঞ্চিৎ খালাস হইয়াছে, অমনি হাত পা আছাড়িয়া রামমাণিক্য চিৎকার করিয়া উঠিল—"বোঙা হালা মুহে মুতি দিইচ্চেরে, বোঙা হালা মুখে মুতি দিইচ্চে রে!"

হায়, এই কুবেগে ঘটনা হইতেইত যত কুকাণ্ড ও সর্ব্ব নাশের সূত্র পাত!

৭

রামমাণিক্যের চিৎকারও যেমন কর্ণগত হওয়া, পদ্মমণিও অমনি গা ঝাড়া দিয়া অর্ণা মহিষবৎ দণ্ডায়মান। দৌড় দাপটে সবেগে গিয়াই—'তবে রে শালা বজ্জাৎ'—বঙ্গচন্দ্রের কপোলে ও কর্ণমূলে চৌ চাপটে চাপড় ও ঘুষি। পাশে পাশে তাহার যে সকল নষ্ট বুদ্ধি ভ্রাতারা রামমাণিক্যের উপর ক্ষুদে পিপড়ার ন্যায় লাগিয়াছিল, তাহারাও তথাবিধ মধুর সম্ভাষণ ও হস্তসম্বাহন হইতে বাদ পড়িল না।

হটাৎ একজন বড় গোছ হাকিম ইংরেজের উপস্থিতিতে যেমন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দল, হটাৎ একজন বাঙ্গালী হাকিমের উপস্থিতিতে যেমন চাষা গাঁয়ের কাঁখে কলসী দাস যোষানী বৃন্দ, হটাৎ একজন কনষ্টেবলের উপস্থিতিতে যেমন জুয়াখেলার ইয়ারগণ, কিম্বা হটাৎ গৃহিণীর হাতে সম্মার্জ্জনী দেখিয়া বহুদিনের পর গৃহাগত কিন্তু ফরমাইস তামিলে অক্ষম স্বামি বেচারা, ইহারা যেমন অবাক ভেকো ও ভোমা হইয়া যায়; ভ্রাতাগণ তদপেক্ষাও পদ্মমণির হটাৎ রুদ্র মূর্ত্তি ও ঘুষি চড় বর্ষণে ভেকো হইয়া অবাক! স্বপ্নমোহিতবৎ সকলেরই হাত পা ও সকল অঙ্গ অসাড়; যেমন চৌচাপটে শুম গাম উত্তম মধ্যম যেখানে সেখানে পড়িতেছে, ভ্রাতাগণ একেবারে নিশ্চেষ্ট, কেবল কাঁদ কাঁদ মুখে পদ্মমণির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতেছে।

এদিকে পদ্মমণির হটাৎ এরূপ অভাবনীয় আচরণ ও কাণ্ড দেখিয়া অন্যান্য স্বামিনীগণ স্ব স্ব স্বামিগণের দুর্দ্দশায় হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল, স্বামিগণের পরিশোধ লইবার আশায় পদ্ম মণিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং স্বামিগণেরও সেই তক্কে মোহ দূর হওয়ায়, তাহারাও দিগ্বিদিক্ শূন্যে ভুজদণ্ড চালাইতে চালাইতে উঠিয়া পড়িল। এইবার মহাব্যাপার দক্ষযজ্ঞের আরম্ভ।

যেমন টুনটুনী ছুটে ফিঙে ঠোকরাইতে, ফিঙে ছোটে টুনটুনী ধরিতে, বাজবৌরী ছোটে ফিঙের পাছে, বাজবৌরীর পাছে ছোটে হাড়গিলে এবং হাড়গিলেকে ঘিরিয়া উড়িয়া বুলে সবাই; সেইরূপ পদ্মমণির আক্রম স্বামিদের উপর, স্বামিনীদের আক্রম পদ্মমণির উপর, স্বামিদের আক্রম স্বামিনীদের উপর এবং সবারই আক্রম গরিব সেই ভূতলশায়ী রামমাণিক্যের উপর। অবশেষে মহা মাতুনির হাঁসন হোঁসন—হুটোপুটি হেপহাপ ঝুটোপুটি ত্রুপদাপ, গুপ গাপ, ঝুপ ঝাপ, গুম গাম; সঙ্গে সঙ্গে তাহার গহণা গুলিও ঝুম ঝুম ঝুম ঝাম, তাল দিতে দিতে তোল পাড় খেলিয়া যাইতেছে। ঘোঁটায় ঘোঁটায় ঘরের মেঝে ঘুঁটিয়া, ধুলায় ধুলায় অন্ধকার; দাপটে সাপটে ঝাড় লণ্ঠন ফানস ভাঙ্গিয়া একাকার, ঘরের মধ্যে অন্ধকারের ঘুরকুট্টি, তখন যে কিছু অবশিষ্ট ভ্রাতা ভগ্নী, তাহারাও রণরঙ্গে সঙ্গ দিয়া চড় চাপড় ও মুষ্টি ভঙ্গে মাতোয়ারা। একে গোলে হরিবোল তায় অন্ধকার; কে মারে কাকে, কে ধরে কাকে, কিছুরই ঠিক নাই; কেবল রব উঠিতেছে 'মার মার ধর ধর' 'মলেম গো গেলাম গো,' 'মেরে ফেল্লে গো'—'খুন—খুন'—এবং প্রচণ্ড ষণ্ডরবের মাঝে মাঝে সঘনে চিকণ চিৎকার মিশিয়া কি এক কিম্ভূত কিমাকার আওয়াজে পাড়া যাগাইয়া তোল পাড়।

তখন এ রণরঙ্গে নিজ নিজ অঙ্গের বিষম জ্বালায়, হাত বুলাইতে গিয়া ভগ্নীগণের কতকটা হুস হইল,—"এ কি অবাক ব্যাপার, আমি মারিতে গেলেই হয় কোমল টোকা, কোমল গায়ে পড়িয়া যেন রবারের ন্যায় ছিট্‌কে আসে, আর আমার পিটে যখন পড়ে তখন যেন বজ্র হেন মুগুরে মুষ্টি, পিঠ দোমড়াইয়া পিঠের দাঁড়া মড় মড়!" বলা বাহুল্য যে, ভগ্নীগণ আর সহিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ, পৃষ্ঠ দিয়া পিঠের ব্যাথায় অঙ্গ বাঁকাইয়া হাঁস ফাস করিতে করিতে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির। ভগ্নীগণ

আগে আগে, পিছু পিছু তাহাদের ভ্রাতাগণ এবং মাগি মিন্‌সে সবাই ছুটিয়া শেষে একেবারে দরওজার বাহিরে কুচ।

কিন্তু হায়, যাহার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর, সেওত বরং ভাল;—যে বেইমান ভ্রাতাগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া ভগ্নীগণের এ রণকাণ্ডে আবেশ, এখন চাঁদের আলোয় দেখা গেল যে, কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে, সেই ভ্রাতাগণের হাতেই হই-তেছে ভগ্নীগণের লাঞ্ছনাকাণ্ডের একশেষ। কি দুর্দ্দৈব, কি অশুভক্ষণেই আজি ভগ্নীগণের জন্য সন্ধ্যা হইয়াছিল!—এ বিষম কাণ্ডে ভগ্নীগণই সর্ব্বপ্রকারে লণ্ড ভণ্ড। একদিকে শত্রু জ্ঞানে ভগ্নীগণ নিজেই হাঁকাইতেছেন ভ্রাতৃভ্রমে ভগ্নীগণের পিঠে সে কোমল হাতের কামারে কিল, অধিকন্তু আঁচড়ে কামড়ে ফালা ফালা ও কাপড় ছিঁড়িয়া কুটপাট; আরদিকে চলি-তেছে ভ্রাতাগণের সে বেহুদা বীরত্বে একহাতে ত' কামিনী-দিগের কমনীয় চুল এবং আর হাতে ছুটিতেছে সঘনে বজ্রমুষ্টি;—সে বিষম বিশমুনে কিলে গায়ে কাঁটাদিয়া কদমফুল, একটা ফুলিয়া দশটা, পিঠ দোমড়াইয়া ধনুকাকার। অবশেষে আলুথালুতে ভামিনীগণ ভূতল শায়িনী এবং সঙ্গে সঙ্গে কোকিল কণ্ঠের শাঁকচুন্নী চিৎকারে যেন শত শঙ্করচিলের ঝটাপটি বাধিয়া আকুলিত। হায়, কপাল! অহহ বেইমানী!

৮

এ হুলস্থূল কাণ্ডে একদিকে চিঁ চিঁ চিৎকার আর দিকে গাঁ গাঁ স্বরে যণ্ডরব, উভয়ে মিলিয়া এক অদ্ভুত শব্দে দিক সকল আকুলিত এবং ঘোষে তাহার ঘরে রহিতে না পারিয়া. মাগি মরদ যে যেখানে পাড়ার ভিতর ছিল, সকলেই আসিয়া তথায় জমায়েৎ।

জমায়েৎ ভগ্নীগণের মধ্যে মিস মিসস যত ছিল, কেহই আর ভগ্নীগণের এ দারুণ ধর্ষণ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না।; তাহা-রাও তখনি নিমিষে মাজায় কোমর বাঁধিয়া, ভীমা ভৈরবী

উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে রণে মাতিল। তখন চারিদিক হইতে হুটো-পুটীমত্ত• শঙ্করচিল-চিৎকারে কেবল এই একই মাত্র রব উত্থিত হইতে লাগিল,—মার বেটাদের, ধর শালাদের, ডুবো ড্যাক্‌-রাদের ; বেটা, শালা, ড্যাকরা,—তায় কে জানে আপন কেজানে পর ! মিন্‌সে দেখলেই মাগি ছুটে, মাগি দেখিলেই মিন্‌সের বল টুটে ; কিন্তু হায়, তা হলেও কোথা অস্ত্র, কে দেয় অস্ত্র—এমন সময়েও মেগাজিন থাকে দূরে !

সবল্লের সহায় দৈব ! এমন সময়ে, হায়,—অহহ ভগ্নীগণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,—মেজর লাবণ্যলতার অপূর্ব্ব আবিষ্কারে পাশেই পাওয়া গেল প্রকাণ্ড এক কচুবনের গেড়ে ; সমস্ত পাড়াটার যত ভাঙ্গা হাঁড়ি কেলে হাঁড়ি, সকল সঞ্চিত করিবার তাহা বিশাল ভাণ্ডার গৃহ ;—ম্যাগাজিনের ম্যাগাজিন, মহা ম্যাগা-জিন, দানো ব্রহ্মদৈত্য পর্য্যন্ত যাহার দৃষ্টিতে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া সৃষ্টি ছাড়িয়া তফাৎ হয় !

আর কোথা যাবি ! একে পায় আরে চায়, উদ্দেশেইত রণ রঙ্গিনী মত্ত মাতঙ্গিনীগণের দুর্জ্জয় দলনে কচুবন কাণা। তোল হাঁড়ি, ফেল হাঁড়ি,মার হাঁড়ি, হাঁড়িতে হাঁড়িতে একাকার, এবং কেলে হাঁড়ির সে কালিমারাগে চাঁদ ভায়াকে পর্য্যন্ত কলঙ্কিত হইয়া জ্যোৎস্না সংবরণ করিতে হইল। কন্ কন্ খন খন্, সন্ সন শব্দে তিরবৎ ছুটিয়া কেলে হাঁড়িকদম্ব ঝাঁকে ঝাঁকে মিন্‌সে-গণের মেটো অঙ্গে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সামাল সামাল, এইবার ভ্রাতাগণ অগত্যা ভগ্নীগণের চুল ছাড়িয়া অন্ধকার দেখিতে লাগিল, চারিদিকে সরিষার ফুল ফুটিল। ঘায়ে ঘায়ে তখন জর জর জর্জ্জর, থর থর কম্পে ঝম্পে তুড়ুক তুড়ুক ; পাছায় হাত বুলাইতে বুলাইতে—বাপ বাপ'—কচু কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া দিগ্বিদিক শূন্যে সটান মাঠ মুখো দৌড় ! উত্তর গোগৃহে উচ্চ পুচ্ছ করিয়া হনুমানজীর আওয়াজে উৰ্দ্ধ ফুল্ল গাভিগণ বা কত দৌড়িয়াছিল। এ দৌড় তাহাঅপেক্ষাও জবর।

পাছায় দুই হাত, মুখে 'বাপ্পইরে', আগে আগে ছুটি-তেছে ভ্রাতাগণ এবং পাছে পাছে তাহার রঙ্গিনীগণের অবিরত কেলে হাঁড়িবৃষ্টি। এ সৃষ্টি ছাড়া প্রলয় দৃষ্টিতে মাধ্যা-কর্ষণও তখন স্থানভ্রষ্ট সুতরাং সোজা ছাড়িয়া এড়ো খেলায়, ভ্রাতাগণের বেগ, যত ছোটে ততই বাড়ে; কাজেই ভগ্নীগণ ক্রমে পিছাইয়া পড়িল এবং ভ্রাতাগণ একেবারে এক চোটে দুর ত্রিপান্তর মাঠের বটতলায় হাজির! আহা, তাহাদের সে সময়ের অবস্থা, কি দিয়া তাহার উপমা দিব?—যেন বৃহৎ একদল ডালছাড়া মুখপোড়া হনুমান, যখন বড় এক পসলা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে বেকুবের ন্যায় পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি করে এবং গা ঝাড়া দিয়া গায়ের জল ঝাড়িতে উদ্যত হয়।

৯

ক্রমে রাম রাত্র পোহাইল উদয় ভাস্কর; কিন্তু হায়, ভ্রাতাগণের পক্ষে, কাল রাত্র পোহাইল বড়ই দুস্কর।

ভ্রাতাগণ অনাহারে অনিদ্রায় নাস্তানাবুদের একশেষ। একে কেলে হাঁড়ির জ্বালায় সেই নাকাল, তাহার পর নাকালের উপর নাকাল বটগাছে ভুতের দৌরাত্ম্যের আশঙ্কাও বড় কম ছিল না। সুতরাং নানা রকমেই প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ভগ্নীগণ জয়লাভে মহোল্লাসিত। কিন্তু ক্রমে রাগ ও জয়ের গরম থামিয়া আসিলে, তখন দেখিলেন যে, হায় হায়, যে ভ্রাতার বিতাড়িত, তাহারা যে আপনার জন! যদিও কেহ কোন এক ভগ্নীবিশেষের শত্রু বটে, কিন্তু আর এক ভগ্নীবিশেষের সেইই হয়ত ভালবাসার, আদরের ও আপনার জন। সুতরাং আপনার জন হারাইয়া মনে তখন বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন।

বিশেষতঃ সময়ে সকলেরই ঝাঁঝ কমিয়া যায়। সময়ে মার, গাল, অপমান, নিন্দা বা আক্রোষ ত দূরের কথা, পুত্রশোক পর্য্যন্ত মুছিয়া যায়। সুতরাং ভগ্নীদিগের মনও যে সময়েতে

অনেক শান্ত হইয়া আসিবে সে কোন কথা, বিশেষতঃ আজ দুদিন দুদিন গত।

কাজেই তখন আপোষের চেষ্টা হইল; শেষে ভ্রাতাগণের অপরাধ মার্জ্জিত হওয়ায় এবং ভ্রাতাগণও ঘাইট মানায়, তাহারা ভগ্নীসমাজে পুনঃ গৃহিত ও সকলে স্ব স্ব পদে পুনঃ স্থাপিত হইল।

কিন্তু দৃশ্যত সব মিটিয়া গেলেও, কুটিল ভ্রাতাগণের মন হইতে আক্রোষ যেটা তাহা কিছুই মিটিল না। এখনও সে কেলে হাঁড়ির কাণ্ড মনে হইলে, থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ আবার কখন কি কাণ্ড ঘটে, আবার কখন যে ত্রিপান্তরের বটতলা আশ্রয় করিতে হইবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই।

সুতরাং বাহ্য দৃশ্যে সকল শান্ত বোধ হইলেও, ভিতরে ভিতরে আগুণ সমান ধিকি ধিকি করিতে থাকিল এবং ক্রমে ভ্রাতাগণের বিষম কু অভিসন্ধি এবং এমন কি বিদ্রোহ পর্য্যন্ত সূচনার মতলব চলিতে লাগিল।

যেথাই দুই চারিজন সমবেত সেই খানেই পরামর্শ চলিতেছে; যেখানেই ভ্রাতাগণ জমায়েৎ সেখানেই শুন ঐ কথা; নানাদিকে নানা প্রকার খবরাখবর ছুটাছুট করিতেছে; এমন কি মতলব ধরা পড়িবার ভয়ে চাপাটি ও জুতার সুখতলার মধ্যে পর্য্যন্ত চিঠি চলাচল হইতেছে। কেহ কেহ বা ফকির সাজিয়া প্রকারান্তরে ভ্রাতাগণকে উৎসাহিত করিয়া ফিরিতেছে—"চাক চড়েগা, চরকা হটালে।"

শেষে সকল মতলব আঁটিয়া এক হইয়া গেল। তখন একদিন সকলে সমবেত হইয়া সিদ্ধির পক্ষে সুমঙ্গল কামনা করিতে ত্রিপান্তরস্থ আশ্রয় দাতা বটতলায় বটগাছস্থিত ব্রহ্মদত্তির পূজা-দিতে চলিল। ব্রহ্মদত্তি পূজা গ্রহণান্তর হৃষ্টমনে তাহাদিগকে কত কি বর ও কত কি উপদেশ প্রদান করিল, কিন্তু কি যে সে সকল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। তবে এই দেখা গেল

যে ভ্রাতারা যাওয়ার সময় দারুণ মলিন মুখে বটতলা পানে গিয়াছিল, আর আসিবার সময় তাহারা অতি সহাস্য মুখে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

দেখিতে দেখিতে যে শুক্লপক্ষে ভ্রাতাজাতীর বিপরীত দুর্দ্দশা ঘটনা, তাহা তিরোহিত হইয়া আসিল। এখানে বলিয়া রাখি, এই সময়ে দেশমধ্যে যোগ অনুষ্ঠানের বড়ই ধুম লাগিয়া গিয়াছিল,—সেই যোগ যাহার জন্য কত কত ঋষি তপস্বী বন পর্ব্বতে বসিয়া জীবনপাত করিয়াছেন। বড় সহজ কৌশল, নিমিষে প্রত্যক্ষ অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্মদর্শন হয়। পাঠক, চির -হুজুগ ও ফেসিয়ানপ্রিয় যাহারা, তাহারা কি এ সুযোগ ছাড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হয়? সে যাহা হউক, কৃষ্ণপক্ষ সমাগতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতাগণের সহসা কি জানি কেন, যোগশাস্ত্রের প্রতি বড়ই ভক্তি জন্মিল এবং যেমন ভক্তি জন্মান, অমনি তাহারা ঘোর সংসার উদাসী এবং বিষয় বিরাগী হইয়া পড়িল। তাহাদের এই উদাস দেখিয়া, প্রথম প্রথম ভগ্নীগণও তাহাদের একাধিপত্য এখন হইতে অপ্রতিহত ভাবে চলিতে পাইবে ভাবিয়া মহা হর্ষান্বিত হইলেন; যদিও উহারই মধ্যে কেহ কেহ ভাবী বিরহ ভাবিয়া কিছু কাতর হইয়াছিলেন সত্য। কেহবা ভাবী বিরহ ভঙ্গের একটা সন্ধি একরারও করিয়া লইলেন।

সুতরাং সন্ধ্যা হইলেই ভ্রাতাগণ যোগে বসিতে আরম্ভ করিলেন, কাহারও আর তাঁহাদিগের নিকট তখন যাইবার ও যোগে বাধা দিবার অধিকার থাকিল না। বিশেষতঃ যোগীর যোগ ভাঙ্গিতে ভয় না হয় কাহার? অতএব প্রতিদিন সন্ধ্যা হইলেই আর মহাযোগী ভ্রাতাগণকে কেহ কোথাও দেখিতে পায় না।

প্রায়ই আবাল দুর্ব্বৃত্তগণ, শেষ বয়সে ঈশ্বরের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিবার জন্য, এইরূপই সাধু হইয়া থাকে!

১০

অবস্থান্তরে যেরূপ সমাজসংস্কারকগণ, সেইরূপ অতি সহজে ও আপনা আপনিই আপন ফাঁদে বালাই বিদায় হইবে ভাবিয়া, ভগ্নীগণ গোড়ায় বড়ই হর্ষে ভ্রাতাগণকে যোগ সাধনের অনুমতি দিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু ক্রমে এখন ভ্রাতাগণের অদর্শনে মনে বড়ই অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

বিরহে প্রাণ উড়ু উড়ু, এবং হুতাসে প্রাণ এমন আকুল হইল যে দীর্ঘ নিশ্বাসের ফোঁস ফাঁসানিতে, যখন যেখানে বসেন, এমন কি তখন সেখানে ঝাঁটা ঝাড়নের কার্য্য আপনা আপনিই নির্ব্বাহ হইয়া যাইতে লাগিল। অথবা বলিতে কি, নব্যা মহলে ঝাঁটা ঝাড়ন ব্যবহারের পাট একেবারেই উঠিয়া গেল এবং নখে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাঁহাদেরনাপিত বেচারিদের যে ব্যবসায়, তাহাও বন্ধ হওয়াতে তাহাদের অন্ন উঠিবার উপক্রম হইল। শরীরে জ্বালা ধরিল, ক্রমে কাঁচলি খসিয়া পড়িতে লাগিল, কটিতে বসন থাকিতেছে না, মাথায় চুল এলাইয়া এলাইয়া পড়িতেছে, কেহই কিছুতে বাগ মানে না। সবে এই ভবন বিরহের স্থরু মাত্র, তাহাতেই ঘটিতেছে এই; এখনও ত দশম দশা তাকের উপর তোলা আছে, তাহাতে নাজানি কি হইবে।

পুনশ্চ, বিপদ যখন আইসে, তখন সঙ্গে আর পাঁচটা না জড়াইয়া আইসে না। একেই তাঁহাদের এই দশা, তাহার উপর আবার তাঁহাদিগকে একা পাইয়াই হউক, আর যে জন্যই হউক, চারি দিকেই ধিকি ধিকি ও নিমি ঝিমি ভাবে যেন অপদেবতার দৌরাত্ম্যের চিহ্ন পাওয়া যাইতে লাগিল। হাঁড়িতে ভাত ডাল থাকে না, কড়াইতে তরকারী থাকে না, শেষে হাঁড়ি গুলা পর্য্যন্ত অদর্শন হইয়া যাইতে লাগিল। হুতাসে ভগ্নী-গণের বুক মুখ সকল শুকাইয়া ধুলা উড়িতে লাগিল। তার উপর আবার একে অমাবস্যা তায় শনিবার সন্মুখে,—কি জানি সে দিন কি হয়। এখন যা করেন অমাবস্যা বাবাজী।

১১

আজিকে সেই অমাবস্যা শনিবার। বোধ হইল, সূর্য্যদেব যেন দিন বুঝিয়া সকালে সকালে কাজ সারিয়া অন্য দিন অপেক্ষা কিছু আগে আগেই পাটে গিয়া বসিলেন। সূর্য্য ডুবিবার আগেই ভগ্নীগণ, কি জানি কি যেন আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় অধিকার ভুক্ত ভ্রাতাগণের হাত ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহারা আজিকার রাতটার মত যোগে ক্ষান্ত হইয়া ঘরে থাকেন। কিন্তু মহা বৈরাগী ও বিরক্ত যোগীবর গণ তাহা শুনিবেন কেন? — তবে মৌখিক সাহস দিয়া বলিলেন যে, যদিও যোগ সাধনার্থ অদর্শন হওয়ায় ক্ষান্ত হইতে পারি না বটে, তা ভয় কি, ? তোমাদের অতি নিকটেই থাকিব, তাহার জন্য চিন্তা নাই।

নিভৃত নির্জ্জন ও গোলযোগ শূন্য স্থান ভিন্ন যোগ হয় কি? সুতরাং সূর্য্য অস্তের সঙ্গে ভ্রাতাগণও অস্তগত হইলেন। সন্ধ্যা আসিল, গোধুলী গেল, ক্রমে অন্ধকারের আড়ম্বর। প্রথমে নিমিঝিমি গোছের অন্ধকার, শেষে একটু গাঢ়, পরে অন্ধকার আরও গাঢ়তর হইয়া আসিল। নিজনিজ বাড়িতে ভগ্নীগণ আজি, কি জানি কেন, আতঙ্কে ও ক্ষুণ্ণমনে মুখ বিরস করিয়া কত কি ভাবিতেছেন। যেন এ সংসারে কত্রীই একা। ভাবনার অন্তনাই, তাহাতে বড়ই অভিভূত। এমন সময় হটাৎ একবার বদন তুলিয়া তাকাইলেন, কিন্তু তাকাইতেই সন্মুখে ও কি? কি দেখিলেন!— 'ও বাবাগো'—ইহা বলিয়া একেবারে মূর্চ্ছা! কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, কিন্তু হায়, কে বলিবে, সকল বাড়ী সেই একই-কালে একেই ক্ষণে সকলেরই সমান দশা। একি দুর্দ্দৈব, এক সময়ে এক চোটে সকল যায়গাতেই কি সমান ঘটনা!

সকলেরই সমান দশা, সকলেই সমান অজ্ঞান, এক বিন্দু জল দিয়া যে কেহ সাহায্য করে এমন লোকটি নাই। সবাই অজ্ঞান; যেবা সজ্ঞান সেও আতঙ্কে জড়প্রায় ভুমি প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।

শেষে কতক্ষণ পরে আপনাপনিই মূর্চ্ছা অপনোদন হওয়ায় ভগ্নীজী চক্ষু মেলিলেন। চাহিলেন, কিন্তু আবার কি দেখিলেন,—ঐ ঐ—সেই সেই—বাবাগো! আবার মূর্চ্ছা যাইতে চাহিলেন, কিন্তু এবার মূর্চ্ছা আসিল না, যদিও আসিলে ভাল হইত বটে। মূর্চ্ছা মানুষের কতই আইসে; একবার; না হয় দুই বার; না হয় তিন বার; তাহার পর আর আসে না,নতুবা কি রক্ষা ছিল।

সুতরাং ভগ্নীজী এখন আতঙ্কেই মরুণ, আর বাবাকেই ডাকুন আর মাকেই স্মরণ করুণ; এবার আবার দেখিতে হইল, সজ্ঞান পূর্ব্বকই দেখিতে হইল এবং সে দেখায় বিরাম নাই; দেখিতেই হইল,—যাহা দেখিয়া মূর্চ্ছা হইয়াছিল,—সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি! ভাবুন দেখি, তখন শরীর মনের তাঁহার অবস্থাখানা কি!

সে অদ্ভুত মূর্ত্তি, কি বলিয়া তাহার বর্ণন করিব?—স্মরিতেই শরীর সিহরিয়া উঠে। অহহ, কি অদ্ভুত, কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! এমন জটে ভূত, এমন বেতর কম্বুলে, আর ত কখনও দেখি নাই, আর কখনও এমন হয় নাই হবে না। চেহারায় বেতর লম্বা, আপাদকণ্ঠ যেন তাহার কালিছোপান বালিশের খোলে ঢাকা, মাথাটা ও মুখের গড়ন ঠিক যেন বড় বড় কেলে তলো-হাঁড়ি, তাহার উপর ভোমা ভুরু চক্ষু দুটো শাদা শাদা ডব ডবে, ঠোঁট দুখানাও শাদা, আর যে গোঁপ জোড়াটা গো! যেন দুই দিকে দুই মুঠমহাত করিয়া ভাদ্র মাসের কেশে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এমন কদাকার ভূতও ত কখনও দেখা যায় না।

তবেই দেখা যাইতেছে, ভূতেরাও মতলববাজ মন্দ নহে। একটু চেষ্টা করিলে, তাহারাও একযোট হইয়া একই সময়ে দেশ-ব্যাপী দৌরাত্ম্য উপস্থিত করিতে পারে এবং তাহাদের সে ভূতুড়ে দৌরাত্ম্যেও কাজ হয়। কিন্তু হইলে কি হইবে, হাজার হোক্ ভূতের জাত কি না, শেষ রাখিতে পারে না।

সকল ভগ্নীর বাড়ী, সকল ভগ্নীর পাশেই ঐ সমান এক চেহারার ভূত, তাও কি একটা! কোথাও একটা, কোথাও দুটো,

কোথাও ততোধিক, আর সেই চেহারার উপর তিড়িং মিড়িং তাথই, তিড়িং মিড়িং তাথই, তাথই তাথই করিয়া নৃত্য; মাঝে মাঝে তাহার নাকি সুরে যেন জালার ভিতর হইতে কথা বাহির করিয়া ভূতুড়ে মিষ্টালাপ ও গান, এবং মুখে বু-বু-বু করিয়া বাদ্যের ঘটাই বা কত! কখন কখন বা ছন্ ছন ছনন্ শব্দে নুতিয়াই পয়মাল।

বলিতে কি, এমন পয়মেলে ভূত আর কোথাও দেখা যায় না। ভগ্নীগণেরও ভাগ্য ক্রমে মূর্চ্ছা আর আইসে না। চোখ বুঁজিতে গেলেও চোখের পাতা আর বাগ মানে না, আর সম্মুখে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি। বাঁয়ে ফিরিলে বাঁয়ে, ডাহিনে ফিরিলে ডাহিনে; অথবা আগু পাছু যে দিকে ফের সেই দিকেই ভূত, আবার এক এক বার বিকট হাসির হিহি হোহো নানা ভঙ্গিরঙ্গীর চিৎকারে প্রাণ যেন ছুটিয়া বাহির হয়।

কোথায় স্থানান্তর হইয়া সরিয়া গেলেও নিস্তার নাই। যেখানে যাও, ভূতও সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে, সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না; ঘরে যাইয়া দুয়ার দিতে চাহিলেও আগে হইতে ঘরে গিয়া দাখিল হয়। এদিকে চিৎকারে চিৎকারে গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চিৎকারেও আর আওয়াজ বাহির হয় না; সাহায্যার্থে যে কেহ আসিবে সে আশাও নাই, কারণ সকল বাড়িতেই সমান দশা। কিন্তু ভগ্নীগণ ত আর জানিতেছেন না যে, তাঁহার মত দশা অন্যেরও ঘটিয়াছে। সুতরাং পাড়ার লোক যে এত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এত চিৎকারেও কেহ ফিরিয়া তাকাইল না, সেই জন্য গালি পাড়া-পাড়িও করিলেন অনেক; কিন্তু হায়, এখন গালি পাড়িতেও আর গলা উঠিতেছে না। আহার নিদ্রার ত আর কথাই নাই, সে সব মাথায় উঠিয়া গিয়াছে।

১২

সুখ দুঃখে রামরাত্র পোহাইল। সকলেই তখন সকলের মুখে পরস্পর পরস্পরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া অবাক।

ভগ্নীগণ অনুপায় ভাবিয়া আরও অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ভ্রাতাগণকে যোগে যাইতে নিবারণ করিলেন; কিন্তু সংসারে উদাসী ভ্রাতাগণ কিছুতেই তাহা শুনিলেন না।—কিছুতেই তাহাদিগকে আটকাইতে পারা গেল না।

যাহা হউক, ভ্রাতাগণ না শুনিলেও আজি একটা প্রধান সাহস এই যে, অমাবস্যা ও শনিবার দুইই যখন গত হইয়া গিয়াছে, তখন আজিকে আর ভূতের ভয় না হইলেও হইতে পারে।

কিন্তু পোড়া অদৃষ্টে ভাবি এক হয় আর। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ভূতও যেন সেই পূর্ব্ব দিনের মত আসিয়া উপস্থিত। আবার সেই কাণ্ড, সেই মূর্চ্ছা, সেই ডাকাডাকি, সেই হাকাহাকি, সেই চিৎকার, সেই—গলা ভাঙ্গাভাঙ্গি, সেই আহার নিদ্রা বন্ধ, এবং সেই নিরুপায় ও নির্যাতনের একশেষ!

কেবল আজি বলিয়া নহে, এইরূপ রোজই ভূতের দৌরাত্ম্য সমান চলিতে লাগিল; বরং ভূতের বহিরঙ্গ দৌরাত্ম্য আরও যেন কিছু বাড়িয়া যাইতে চলিল। আগে ভূত তফাতে তফাতে থাকিয়া ভয় দেখাইত, এখন ক্রমে কাছে ঘেষিয়া আসিয়া অঙ্গস্পর্শ করিতে লাগিল, এমন কি শেষে বিছানায় গিয়া একযোটে শুইতে পর্য্যন্ত আরম্ভ করিল। তাহারপর, ভূতে পাইলে যে নানান কাণ্ড হইয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন, এবং যে স্ত্রীলোককে কখন ভূতে পাইয়াছিল তিনিও তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। ভগ্নীগণ এই সকল অভাবনীয় কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সাড়া সংজ্ঞা বিহীন জড়বৎ, চোখ কাণ বুজিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন এবং স্বপ্নদৃষ্টবৎ ভূতুড়ে কাণ্ডের আস্বাদন গ্রহণ করেন। ফলতঃ শরীরে আর শক্তি নাই, স্থানান্তরে গিয়া যে মল মূত্র ত্যাগ করিবেন সে বল ও সাহসেও আর কুলাইতেছে না। ফলতঃ ভূতের কাণ্ড যে কি গুরুতর হইয়া উঠিল, তাহা প্রতিদিন সকালে ভগ্নীদিগের বিছানা ঘাড়ে পুকুরে কাচিতে যাওয়াতেই প্রকাশ।

মহা বিপদ! রাতে আহার নিদ্রার অভাবে ভগ্নীগণের শরীর ক্রমে জীর্ণশীর্ণ হইয়া আসিল। এদিকে রাত্রে নির্ব্বাহ হওয়ার প্রথা হেতু, মেম্বরী গণের এই দুর্দ্দৈবে হাউসেরও কাজ একেবারে বন্ধ। পুনশ্চ, রাত্রের আহার নিদ্রার অভাব দিনে পূরণ করিতে যাওয়ায়, আফিস সকলও এখন একেবারে অচল। সুতরাং রাজন্য অভাবে রাজ্য ছারেখারে যাইবার উপক্রম হইল। আবার বলিব কি, বলিতে লজ্জাও করে ঘৃণাও হয়, এই ভূতুড়ে কাণ্ডে পড়িয়া অনেকের গর্ভ সঞ্চারের পর্য্যন্ত চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। ভগ্নীগণ ভয়ে উৎপীড়নে ও লজ্জায় মৃত প্রায়!

এতকাণ্ডেও ভ্রাতাগণের সহানুভূতিশূন্যতা হেতু, রাগে অভিমানে তাহাদের সঙ্গে আর এখন মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত নাই। অধিকন্তু এখনও যাহারা স্বামিত্ব অধিকারের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, ভূতুড়েকাণ্ডে গর্ভসঞ্চার হেতু, তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই, বচসা, কলহ কোন্দল ও নানা সুনাম গাওয়াগায়ি এবং গালা-গালি চলিতে লাগিল।

১৩

শেষে বিষম অনুপায়ে ভগ্নীগণ ব্রাহ্মগিরি, নাস্তিকতাগিরি, ইত্যাদি নানা গিরি কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রাখিয়া, ভূত তাড়াইবার জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়নে মন দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বরং যতই শান্তি স্বস্ত্যয়ন চলিতে লাগিল, ততই যেন ভূতের দৌরাত্ম্য বাড়িয়া যাইতে লাগিল!

বিষম অনুপায়। উপায় অনুপায়, অনুকূল প্রতিকূল যাহাই হউক, যে কোনটা শেষ সীমায় উঠিলেই বিপরীত গতির আরম্ভ হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং এদিকে যদিও ভগ্নীদিগের কণ্ঠাগত প্রাণ বটে, কিন্তু আর দিকে ক্রমাগত ভূতের সঙ্গে সহ বাস, বিশেষতঃ কিছু ঘনিষ্ট গোছেরই সহবাস হেতু, সাহসও ক্রমে ক্রমে অনেক বাড়িয়া গেল।

তায় স্ত্রীগণ শক্তিরূপিণী। বিশেষতঃ যে বিছানার সীমা

পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর যেই হউক, সে শক্তির আয়ত্বে আর না আসিয়া যায় কোথা!

তাই তখন উহারই মধ্যে যাহারা কিছু একটু জাঁহাবাজ গোছের মেয়ে মানুষ, তাহাদের সাহসে ও পরামর্শে এবং অনেক যুক্তি চালাচালির পর স্থির হইল যে—'ভূত ড্যাকরারা যখন আমাদের বিছানায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তাহা-দিগে আমাদের আর ভয় কি? তখন তাহারা আমাদের বশে না আসিয়া আর যায় কোথা। আজিকে সকলেই তৈয়ার হও, আপন আপন ভূতকে ধরিয়া দেখিতে হইবে ভূত কেমন।

১৪

ভূত ধরা পড়িল। ধস্তাধস্তি, কস্তাকস্তি, জড়াজড়ি, কামড়া-কামড়ি; কিন্তু ভূত মহাশয়ের সাধ্য হইল না যে, শক্তিরূপিণীর শক্তি অতিক্রম করিয়া তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া পালান।

সুতরাং ভূত মহাশয় তখন নিরূপায় দেখিয়া, অথবা স্বেচ্ছা-তেই পালাইবার উপায় শূন্য হইয়া, তখনই টক করিয়া নিজের মাথাটি খুলিয়া, ভগ্নী মহাশয়ার মাথার উপর দ্বিতীয় মাথার স্বরূপ লাগাইয়া দিলেন। এবং সকাল পর্যন্ত ভগ্নীজী যাহাতে মাথাটি খুলিয়া নষ্ট করিতে না পারেন, তাহার উপায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সকাল হইল। ও হরি, হরি হরি! তখন দেখা গেল ভগ্নীগণের মাথা গলাইয়া চুন দিয়া চোখ মুখ আঁকা এক অতি বৃহৎ কেলে হাঁড়ি বসান রহিয়াছে; ভগ্নীজী তাহা খুলিবার জন্য নানা প্রকার ছট ফট, আঁকুবাঁকু ও কাকুতি মিনতি করিতেছেন; আর পরম উদাসী যোগী তাঁহার স্বামী বা ভালবাসা, কাল বালিশের খোল গায়ে দুপাটি দন্ত বিকাশ করিয়া, তাহার সম্মুখে হাসিতেছেন ও রসিকতা করিতেছেন।

তাহার পর যে কাণ্ড, যে কারখানা, যে বচসা, যে কলহ, যে চোখের জল ফেলাফেলি ও যে মান অভিমান চলাচলি হইল,

তাহা এতই গুরুতর গোছের যে, বর্ণনায় তাহা আইসে না; কেবল অনুভব করিলেই কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

অতঃপর বিদ্রোহের শেষ ফয়সালায়, ধৃত বিদ্রোহীগণের মধ্যে যাহারা চাঁই ও প্রধান, তাহারা উপযুক্ত বিচার ও অপরাধ অনুরূপ সাজা শাস্তির নিমিত্ত মান ও নেত্রপার্নী উভয় ডিপার্ট-মেণ্টের জিম্বায় অর্পিত হইল। উভয় ডিপার্টমেণ্টের প্রদত্ত যুগপৎ শাস্তিতে শাসনও তাহারা এমন হইয়া গেল যে, আর এখন হইতে বিনা হুকুমে তাহাদের পাশ ফিরিবার সামর্থ্যটি পর্য্যন্ত রহিল না।

কিন্তু বড়ই আক্ষেপ আফসোস ও রাগে আপন হাত আপনি কামড়াকামড়ির বিষয় এই যে, বিদ্রোহের মূল পরামর্শ দাতা ও সকল নষ্টামীর গুরু মহাশয় স্বরূপ যে সেই ত্রিপান্তরস্থ বটগাছস্থিত ত্রপণ্ড ব্রহ্মদৈত্য, সে সাজার হাত একেবারেই এড়াইয়া গেল। কারণ সে গণ্ডগোল ও বিদ্রোহের নিষ্ফলতার গন্ধ অগ্রেই কেমন করিয়া জানিতে পাইয়া, ত্রিপান্তরস্থ বটগাছ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুদোর বট-গাছে যাইয়া আশ্রয় করিয়াছিল, সুতরাং আর তাহাকে কে পায়!

অন্যান্য ক্ষুদে পাপী ভ্রাতাগণ যাহারা তাহারা বেকসুর মাপ পাইয়া আশ্বস্থ হইল, এবং ভবিষ্যতের নিমিত্ত ভয়মৈত্রীর দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত রাজসরকার হইতে একটা ঘোষণাপত্র বাহির হইবারও ত্রুটী হইল না।

এই ঘোষণাপত্রের আশ্রয়ে ভ্রাতাগণ কিছুকাল অবশ্য সুখে কাটাইতে না পাইয়াছিলেন এমন নহে! কিন্তু হায়, কিছু কাল পরে আবার যখন ভগ্নীগণ দেখিলেন যে ভ্রাতাগণ একবারে নাঁক-ফোড়া বলদে পরিণত হইয়া গিয়াছে; তখন ঘোষণার মৈত্রীটা উপিয়া গিয়া কেবল ভয়টি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু রহিলে কি হইবে, ভ্রাতাগণ তখন এমন ভেড়াকান্ত হইয়া পড়িয়াছেন

যে, ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, তথাপি নিরন্তর ভগ্নীভক্তির জয় ঘোষণা ব্রতে তাঁহাদের বিরাম নাই।

এখন পাঠিকা ও পাঠক ; ইহাকেই বলে সেই বিষম বিদ্রোহ যাহা ইতিহাসে "বৃহৎ কেলেহাঁড়ি বিদ্রোহ" নামে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে।

১৫

এখন পাঠকগণ হয় ত এই দীর্ঘ প্রবন্ধে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এবং পড়ার কষ্ট স্বীকারে অনর্থক সময় ব্যয় ভাবিয়া বলিবেন, 'এই তোমার বৃহৎ কেলেহাঁড়ি বিদ্রোহ, ইহারই জন্য এত হাঁপাহাঁপি, এত দাঁপাদাপি!—কই ইহাতে তোমার হাসি আমোদ কই, অদ্ভুত ঘটনাবলি কই, কিছুই ত দেখি না। তবে এ শাদাসিদে কতকগুলি হাঁড়ি কলসির গল্প উপস্থিত করিয়া আমাদের সময় নষ্ট করায় ফল কি?'

তা বটে, পাঠক মহাশয় যদি সত্য সত্যই এরূপ ভাবেন, তাহা হইলে নাচার ; তেমন স্থলে এই বলি, তিনি নিজেই যদি অকারণে নিজের মনোকষ্ট সৃষ্টি করেন, তাহাতে আর আমার হাত কি?

পাঠকগণ ইহা স্মরণ করিবেন যে, বিবরণ পাঠে কে কতখানি হাঁসিবে বা কাঁদিবে বা কে কতটা আমোদ পাইবে, তাহা ভাবিয়া জাতি বিশেষের লোকযাত্রাবিধান নির্ব্বাহিত হয় না ; অথবা ইতিহাসেরও ঘটনাবলি সংঘটিত হয় না। তুমি হাঁস কাঁদ বা মর ছাড়, ইতিহাসের তাহাতে কিছু আসে যায় না। তুমি যেমন তোমার পথে যাইতেছ, ইতিহাসেরও তেমনি আপন মনে আপনি যাওয়ার পথ আছে। অতএব বলা বাহুল্য যে, ইতিহাসের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় পাঠকগণকে হাঁসান কাঁদান নহে ; কিন্তু অপরবিধ এবং তদনুসারে তাহারা নিয়মিত ও যথানিয়তি আপনাপন পথে গতিশীল হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক ঘটনা সকলের উদ্দেশ্য হাঁসি বা আমোদের উৎপত্তি করা নহে। তাহাদের উদ্দেশ্য, উপস্থিত কালে জাগতিক কার্য্যবিশেষে যে কৃত আয়োজন, তাহাতে পূর্ণাহুতি প্রদান করা; এবং অনাগত কালে যাহা ঘটিবে, তাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দর্শাইয়া পূর্ব্বাভাস প্রদান পূর্ব্বক, তাহার যথাকথঞ্চিৎ তত্ত্বোদ্ঘাটনে সহায়তা করা। পুনঃ তদুভয়ের ফল এই যে, মনুষ্যবংশ উপস্থিত কাল সম্বন্ধে কর্ম্মধনে ধনী এবং অনাগত কাল সম্বন্ধে জ্ঞান ধনে জ্ঞানী হইয়া থাকে; পরন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই ইহ পরকাল উভয় সম্বন্ধে মনুষ্যের শ্রেয়ঃ সাধক হয়।

তাহার পর কেলেহাঁড়ি বিদ্রোহের বিবরণ যে অতি শাদাসিদে ব্যাপার, ইহাতেই ত উহার চমৎকারিত্ব আরও বেশী। উহা যদি অতি কূট কচালে হইত, তাহা হইলে হয়ত উহার ততটা চমৎকারিত্ব থাকিত না। ইহাতে প্রধান দেখিবার ও শিখিবার বিষয় এই যে কেবল কেলেহাঁড়ি মাথায় দিয়া ভূত সাজিলেই যাহারা ভয়ে অস্থির ও কণ্ঠাগত প্রাণ হয়; ভূতগণ কিনা তাহাদিগেরই নিকট নাঁকফোড়া বলদ; ভীতগণ যাহা বলে তাহা করে, যাহা দেয় খায় পরে, এবং অবশেষে শ্রীচরণের ছুঁচো হইয়া সবলে অবলা এবং দুঃখেও সুখী, স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহন ভ্রমে সকল ভুলিয়া যায়। ইহাই মনুষ্যচরিতের অত্যদ্ভুত তত্ত্ব এবং এই বৃহৎ কেলেহাঁড়ি বিদ্রোহ তাহার নিদর্শন। এই এক তত্ত্বসূত্র ধরিতে পারিলে, তাহাকে ধরিয়া অনন্ত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

অথবা ভগ্নীগণের রাঙাপদে কেইবা গোলাম কম, মহারাজা হইতে মহাকুলী, সবাই সমান। অথবা,—

"শম্ভু স্বয়ম্ভুহরয়ো হরিণেক্ষণানাং,
যে নাক্রিয়ন্তঃ সতত গৃহকর্ম্মদাসাঃ।

বাচামগোচরচরিত্রবিচিত্রিতায়,
তস্মৈ নমো ভগবতে কুসুমায়ুধায় ॥"
"যাঁহার প্রভাবে ভবে, বিধি হরিহর সবে,
আছেন নারীর দাস হয়ে।
বিচত্র চরিত্র যাঁর, বাক্য মনে পাওয়া ভার,
নমঃ সেই কাম মহাশয়ে ॥,,
ইতি বৃহৎ কেলেহাঁড়ি বিদ্রোহ

এযাত্রার উপসংহার

মহাশয়গণ! দুর্ভাগ্যক্রমে আমার দেশে এবং বাড়ীতে একটু বিশেষ কাজ পড়ায়, সহসা আমি এ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশে যাইতে বাধ্য হইলাম। নতুবা ইচ্ছা করিয়া এ ভূস্বর্গ কে পরিত্যাগ করিতে চায়? যাহোক আমাকে যাইতেই হইল। সুতরাং পার্লেমেণ্টের বৈঠক-রিপোর্ট আপাততঃ আর আপনাদিগকে প্রদান করিতে অক্ষম। আবার যদি কখনও এখানে আসি, তবেই আবার আপনাদিগকে নূতন রিপোর্ট প্রদান করিব। বোধ হইতেছে, এ রাজ্যে, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে আবার নিশ্চয়ই আসিব, কারণ ইহার উপর আমার অত্যন্ত মায়া বসিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ অষ্টম বৈঠকোক্ত আইন সকল যদি ইতিমধ্যে পাস হইয়া যায়, তবে আমাদের ন্যায় বিজ্ঞের পক্ষে (আপনারা হয়ত আপনাদের অসভ্য ভাষায় বলিবেন ষণ্ডামার্কের পক্ষে) এমন সুখের স্থান এ পৃথিবীতলে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যাহা হইক, তথাপি এরাজ্য হইতে প্রস্থান কালীন যে একটি অপূর্ব্ব ও অভিনব দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা যৎকিঞ্চিৎ আপনাদিগকে দিয়া বিদায় হই।

দেশগমনের জন্য বিদায় হইয়া, তবু নানা খুটিনাটির খাতিরে বাহির হইতে বেলা গড়াইয়া গেল। শেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর, সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রাপূর্ব্বক নগরীর উপকণ্ঠ ভাগে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উপকণ্ঠের অপর পার্শ্বে দূরে একটি পল্লি রহিয়াছে। এদেশে আসিবার সময়, অন্যপথ দিয়া আসায়, এ পল্লি তখন দেখিতে পাই নাই। পল্লিটি নগরীতে সংলগ্ন বটে, তথাপি বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া বোধ হইল না। দেখিলাম, গৃহগুলি অধিকাংশই সামান্য আকারের। প্রায় বাড়ীতে একখান করিয়া খড়ের চৌরি ও একটা করিয়া রান্নার দোচালা; কিন্তু চৌরীর বারান্দাগুলি বড় পরিপাটী, এবং বাহির হইতে দেখা যায় যে, চৌরির ভিতরও নিতান্ত অসজ্জিত নহে; বিছানা, কাপড়, পুতুল, পট ইত্যাদি অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত, বিশেষতঃ সাধের পোষা বিড়ালটি। মাঝে মাঝে দুই একটা ছোট ছোট পাকা বাড়ীও আছে, এবং আরও একটু দৃষ্টি চালনায় দুই একটি সজ্জিত, সুন্দর ও বৃহৎ বাড়িও দৃষ্টগোচর হইল। কিন্তু এবাড়ীগুলিতে প্রায়ই পাহারা; বোধ হইল ইতর ভগ্নীগণ ভ্রাতার বেশে পাহারা দিতেছে। ভাবে বোধ হইল এই পাহারাদারওয়ালা বাড়ীগুলি যেন বিশেষ বিশেষ সম্পন্ন লোকের দ্বারা বা তাহাদের জন্য রক্ষিত।

বলিতে কি, এ পল্লিতে যেন লাবণ্যলক্ষ্মী স্বয়ং ঢল ঢল করিয়া বিরাজমানা রহিয়াছেন। দেখিলাম নানা রঙে ও নানা ঢঙে, নানা বর্ণের, নানা আকারের ও নানা বয়সের সুন্দর সুন্দর যুবা পুরুষ সকল, সুবেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হাস্যকৌতুক সহ গৃহপ্রাঙ্গণে আড্ডা গাড়িয়া যেন কাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার আশায় ইতস্তত পদ চারণ করিয়া ফিরিতেছে। মুখে চুরট, হাতে হুকা, হাত নাড়িয়া নাড়িয়া, রঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গ নাড়াতে রসের তুফান তুলিয়া কতরকমেরই কথা বার্ত্তা কহিতেছে। কথা সকল দূর হইতে ভাল বুঝিতে

পারিলাম না। কথাগুলি বাঙ্গালা বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ছাড়িয়া যাইতেছে, ও তাহার স্থানে কি এক বিকৃত কটমট শব্দ করিতেছে, ভাবে বোধ হইল ইংরাজী; আমার নিজের ইংরাজী জ্ঞান নাই, নতুবা বোধকরি নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতাম যে, উহাও ইংরাজী মিসান বাঙ্গালাই বটে। কোন কোন স্থানে বা গৃহবারান্দায় দেখিলাম যে কত কত পুরুষ, সন্ধ্যা আগমনে যেন ত্রোস্তভাবে, উৎফুল্ল মুখে ও উৎফুল্ল নয়নে, বেশ ভূষা করিতে সোৎসাহে রত হইয়াছে। কাহাকে বা কোন ভৃত্য কোঁচান কাপড় হাতে আনিয়া দিতেছে; কেহবা চাদরের চুনট খুলিয়া কাপড়ের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেছে; কেহ কেহ গোঁপে তা দিতেছে, কেহ দাড়ি ঝাড়িতেছে, কেহ চস্‌মা পরিষ্কার করিতেছে, কেহবা কামিজের কফের প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে, কেহ কোটের ডবল ব্রেস আঁটিতেছে; কেহবা ফুল মোজা পরিব কি হাপ মোজা পরিব, বেতের ছড়ি হাতে লইব না হাড়ের হাণ্ডিল শোভিত যষ্টিতে করকমল অলঙ্কৃত করিব, টেড়ী কাটিব না আলবার্ট শিঁতি করিব, এক সকল তর্কে ঘোরতর আন্দোলন এবং পুনরান্দোলন করিতেছে। কেহবা গালপাট্টা বনাইবার জন্য সখে আকুল, যেন অপর কাহা কর্তৃক তদর্থে বিষম উত্তেজিত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত দিনেও নাপিত আসিয়া না জুটিবায়, সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা কমলের ন্যায় নিজেও ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছে। আহাহা, সে মুখখানির দাড়ি গোঁপ আদি বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার বিশুষ্ক কান্তি অবলোকন করিলে, কাহার না মনে করুণা উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে?—"যাতং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীবান্যরূপাম্।"

এইরূপে চারিদিকে, হাব ভাব বেশ বিন্যাশের তরঙ্গ তুফান উঠিয়াছে, দেখিতেই এক আশ্চর্য্য। ঠাট ঠমকই বা কত! কেহ কেহ হ্যাটকোট পরিধানে ভাস্কো-ডি-গামার ফুটন্ত ডিমের ন্যায় শোভমান; কোথাও বা কোন সুন্দর যুবা পুষ্প বাটীকায় প্রবেশ

করিয়া পুষ্প চয়নপূর্ব্বক কোটের বোতামকক্ষ শোভিত করিতেছে; কেহবা আগতপ্রায় আশ্রয়দাতাকে সাজাইবার আশায়, ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতেছে ; এদিকে কাহারও বা তাম্বুলরাগরঞ্জিত মধুর অধরে ঈষৎ হাঁসির রেখা বিকসিত হইতেছে। ওদিকে কাহারও পিছনে একটি বৃদ্ধ সট্‌কায় সুগন্ধ তামাক সজ্জিত করিয়া সচকিতে অপেক্ষা করিতেছে, তখন যুবা ফিরিয়া দেখিয়া গুড়গুড়ি লইয়া, ঈষৎ ভাবের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃদ্ধমনুষ্য! পান তৈয়ার, বিছানাদি ও ঘর দুয়ার সব ঝাট ঝুট ও সাজান ঠিক হইয়াছে ত? তাঁহার আসিবার আর বড় বিলম্ব নাই, তাহা বুঝিতে পারিতেছ?" বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া কি বলিল ও মুখখানা কেমন করিয়া চলিয়া গেল। এদিকে, রাস্তার ধারে দেখি কতকগুলি সুবেশী যুবা, যেন যদৃচ্ছা পথবাহী ব্যক্তিকে আটক করিবার আশায় পথ প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রকাশ্যে দেখাইতেছে, যেন মৌখিক রস পরিহাসে ব্যস্ত; কিন্তু মনোগত ভাবে বোধ হয় যেন কাহাকে দেখিলেই ধরাধরি করিয়া প্রকাশ্যে বলিবে "এস না, ওরে আমার আদরের নিধি, আমার বাড়ী এস।" এবং মনে মনে কহিতে থাকিবে—"এস এস, পয়সা অভাবে আজি শূন্য হাঁড়ি, আহার চলে নাই, যাহা দিতে পার তাহাতেই রাজী।" সত্য কথা কহিতে কি, আমি এসকল দেখিয়া, কেমন একটা ভ্যাবাচাকা পাইয়া গেলাম; এ গূঢ় রহস্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আবার রঙ্গ এই যে, এ দেখিলাম কেবল পুরুষেরই হাট বাজার, স্ত্রীজাতির দেখা এখানে একটিও পাইলাম না। আরও একটি আশ্চর্য্য দেখিলাম এই যে, এতগুলি পুরুষ মহলে, কোন দুইটিরই মধ্যে বেশের একতা দেখিতে পাইলাম না; শান্তিপুরে, সিমলের ধুতি, হাপ মোজা, ফুল মোজা, চোগা চাপকান, মোগ্লাই, তুর্কী, তাজি, হাজি, হিন্দুস্থানী, হ্যাটকোট, ইত্যাদি ইত্যাদি; লোকগুলি যদিও এক জাতীয়, কিন্তু পোষাকগুলি তাবত জাতীয়, এবং

তাহার মধ্যে আবার ভাণ্ডচুরে হরেক তর নূতন খচ্চর জাতীয় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এখান হইতে দেখিতে দেখিতে, ক্রমে পাড়া হইতে পাড়ান্তরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে এক যায়গায় দেখিলাম, কতকগুলি কদাকার পুরুষ কতকগুলি কদাকার ঘর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; এবং সৈনিকবেশিনী রুক্ষমূর্ত্তী বহুতর স্ত্রীলোক সেই দিকে ঝুঁকিতেছে; এখানে বড় একটা রুচিপদ্ধতি লজ্জা সরমাদির ব্যাপার দেখিলাম না। আমিও বিরক্ত হইয়া, ভদ্র পাড়াই আমার অধিক সহানুভূতির স্থান ভাবিয়া, সেই দিকে চলিয়া আসিলাম।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমিও নানা কারণে আর পথ বাহিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রে কোন একস্থানে অবস্থান করাই স্থির করিলাম। নগরীতে ফিরিয়া যাওয়া সহজ নহে, এদিকে আবার কিন্তু এ অপরিজ্ঞাত স্থান, কথনও এখানে আসি নাই, কথন এ স্থানের বিষয় জানি না, কোথায় এখানে থাকিব, কোথায় থাকিয়া অন্ততঃ রাত্রিটা যাপন করিব, এই সকল চিন্তিয়া আকুল হইলাম। শেষে অনন্যোপায় হইয়া ভদ্রবেশধারী পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম; মনে অনেক আশা করিয়াছিলাম যে এত ভদ্রলোকের মধ্যে অবশ্যই কিঞ্চিৎ স্থান পাইব। ক্রমে আশায় আশায়, যেখানে কতকগুলি সুবেশধারী যুবক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন সেখানে আসিয়াও উপস্থিত হইলাম। আমি নিজে স্বদেশে ভদ্রসন্তান বলিয়াই জানিত ছিলাম, বেশভূষা এবং চেহারাও আমার অভদ্রের ন্যায় ছিল না, বরং লোকে অত্যন্ত সুরূপ ও অধিকতর সুশ্রীকতার প্রসংসাবাদই আমাকে প্রদান করিত; সুতরাং মনে একরূপ স্থিরনিশ্চয় আশাই ছিল যে, ভদ্রের কাছে উপস্থিত হইলেই তাঁহারা ভদ্র বলিয়া চিনিবেন, এবং অনুরূপ আদর ও আশ্রয়াদিও অকাতরে দান করিয়া আমার উদ্ধার ও আপনাদের আভ্যন্তরীণ ভদ্রতা,

উভয়েরই সার্থকতা করিবেন। কিন্তু হরি! হরি! কোথায়? আশামাত্র সার হইল।

সমাদর দূরে থাকুক, আমাকে দেখিবামাত্র যুবকগণ অমনি যেন তেলে-বেগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন। যে সকল রসের গল্প তাঁহাদের হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইল, মধুপাত্র যেন চকিতের ন্যায় হাত হইতে পিছনে গিয়া কাহার আড়ালে দাঁড়াইল। অমনি গম্ভীর বদনে একজন দাড়ি ঝাড়িয়া ও চস্‌মা চোখে দিয়া, একদৃষ্টে আমার পানে কটমট চক্ষে চাহিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন নেত্রানলে আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। যাহা হউক, প্রকাশ্যে কোন কথা না বলিয়া, শুনিতে লাগিলাম, তাহারা আপনাপনির মধ্যে, আমার জুতায় ধুলা, কাপড় ময়লা, চাদর ফরসা, চুল এলোমেলো, চসমা নাই, দাড়ি নাই, এইরূপে আমার রূপ ও বেশ-ভূষার হাজার এক খুঁত তুলিয়া, ঈর্ষাপূর্ব্বক নিন্দাসূচক তর্কবিতর্কে রত হইল। আমি ভাবিলাম একি, ইহাঁরা ভদ্রলোক, আমিও ভদ্রসন্তান, আমাকে দেখিয়া, বেশ্যারা সুরূপাকামিনী দেখিলে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীতার আশঙ্কায় তাহার রূপ ও বেশাদির হাজার এক খুঁত তুলিয়া তাহাকে মাটি করিতে চেষ্টা করে, ইহাঁরাও সেরূপ করিতেছেন কেন? কিসের ঈর্ষা ইহাঁদের? ইহাঁরা বেশ্যা ত নহেন এবং আমিও ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি; আমি কেবল একটু আশ্রয়প্রার্থী; তবে কেন এ অদ্ভুত ব্যবহার?

সে যাহা হউক, আমি মনের কথা মনেই গোপন রাখিয়া বলিলাম, "মহাশয়গণ, আমি অন্য কিছুরই প্রার্থী নহি, আমি কেবল আজি রাত্রবাসের জন্য একটু স্থানের প্রার্থী, কারণ এ বিদেশ-বিভূঁই, কখনও এদেশে পূর্ব্বে আসি নাই; হটাৎ কপালের দোষে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, বিশেষ আমি এ স্থানে কাহকেই চিনি না।"

একজন মহাশয় উত্তর করিলেন, নাহে বাপু সে সব হবে-

টবে না; অনেকেই ঐ রকম ভেক ধরিয়া আইসে, আজ বিপদে পড়া, কাল বাপ মরা, পরশ্ব মা মরা, এইরূপ কত ভেকই আছে। শেষে যেই একটু যায়গা দেওয়া যায়, অমনি একটা না একটা হাতাইয়া পলাইয়া যায়।”

আমি। মহাশয়, আমার যথার্থই বিপদ, ভেক নহে।

মহাশয়। নাহে বাপু, বকো কেন; তোমার চেহারাতেই মালুম পাওয়া যাইতেছে।

আ। ভাল, জায়গা না দেন, তবে কিঞ্চিৎ ভিক্ষাই দেন যে, কোন দোকানে গিয়া আশ্রয় লই।

ভিক্ষা চাওয়ার কারণ, আমার কাছে যে কিছু মুদ্রা ছিল, তাহা এদেশে চলিবে কি না জানিতাম না। যাহা হউক, ভিক্ষার কথায় মহাশয় রাগে লাল হইয়া উঠিলেন; বলিলেন,— ‘তোমাকে আবার ভিক্ষা কিহে বাপু?’

আ। আজ্ঞা, সময়কালে ভিক্ষা সকলেরই আবশ্যক হওয়ার সম্ভব।

ম। তোমার মত সবলকায় মানুষ, তাহাকে আবার ভিক্ষা কি? খাটিয়া খাওগে না, ভিক্ষার অপেক্ষা অনেক পয়সা পাইবে।

আ। মহাশয়, খাটিয়া খাইতে রাজি আছি, কিন্তু রাত্র আসিতেছে, এ রাত্রে আমাকে কে খাটাইয়া পয়সা দিবে?

ম। তুমি দেখিতেছি, বড়ই নির্ব্বোধ হ্যা! মালথস, মিল, স্পেন্সর পড়েছ?

এই অবসরে আর একটি যুবা আমার প্রতি বলিয়া উঠিলেন, “তুমি ত বড় বেকুব হে, এত বড় পণ্ডিতের সঙ্গে কথা কাটা কাটি করিতেছ।” তাঁহার মতে আমার খাইট কর্ম্ম যথেষ্টই হইয়াছে।

আ। না আমি ও সকল পড়ি নাই, তবে হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াছি, তাহাতে জানি যে দয়াগুণ পরলোকে শ্রেয়ঃ লাভের একটি প্রধান উপায়।

এই কথায় মহাশয়দের মধ্যে বিষম হাঁসির তোলপাড় পড়িয়া গেল, কেহবা হাসিতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আবার পরলোক!" কেহবা "আবার হিন্দু শাস্ত্র!" আমি বুঝিলাম, পরলোক ও হিন্দুশাস্ত্র দুইই ইহাদিগের কাছে তুচ্ছ ও বিদ্রূপের বিষয়। আমি তখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, যে সকল ইংরাজী কেতাবের নাম করিলেন, তাহাতে তবে কি আছে শুনিতে পাই না কি?"

ম। বেকন আছে, সেক্সপিয়র আছে।

আ। তাহাই বা কাকে বলে?

ম। তুমিত বড় বেল্লিক হে, তোমাকে এখন সাত পুরুষের খবর দিব নাকি? চাপরাসী! হারামজাদ, বজ্জাত—

আ। ও গুলি কি মহাশয়ের সাত পুরুষের নাম? তা যাউক, কিঞ্চিৎ ভিক্ষা?

মহাশয় বড়ই রাগত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"আবার! কোই হ্যায়? ইস্কো নিকাল দেও!"

আমার বিষম বিপদ উপস্থিত! এমন সময়ে দেখি, অদূরে উন্নতমস্তকা চস্‌মাধারিণী আপদলম্বিত গৌণবেষ্টিতা, গম্ভীরবদনা, দুইটি রমণী হন্‌ হন্‌ করিয়া আমার দিকে চলিয়া আসিতেছে,। রমণী দুইটি দৃষ্টে কিন্তু বাবুর 'উস্কো নিকাল' হাতেই রহিল, বাড়ার ভাগ যুবকের দল যেন পলাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গোলমালে আমার লাভ হইল এই যে, আমি অর্দ্ধচন্দ্র হইতে রক্ষা পাইলাম।

তখন প্রধানা রমণী বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতা বড় একটা শুনিতে পাইলাম না। এই মাত্র জানিতে পারিলাম, ইহাঁরা ব্রাহ্মিকা প্রচারক পতিতউদ্ধার ব্রতে ইঁহারা ব্রতী। আমি আর এক ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ়তর হইয়া আসিল। অন্ধকারও গাঢ়তর হইয়া আসিল। তখন সহসা দেখি লেপের খোল ঢাকা দিয়া

সুবেশা ভগ্নীগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশ হইতে নবেম্বরের নক্ষত্র-পাতের ন্যায় পল্লি মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সুবেশ ভ্রাতাগণ তখন যে যাহাকে পাইতেছে, তাহারই অঞ্চল ধরিয়া 'আমার বাড়ী এসো' বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের সঙ্গে গেল, কেহবা চেনাবাড়ীতে প্রবেশ করিল। এইরূপে একে একে তাহারা দিবালোক প্রাপ্তে জোনাকীর ন্যায় অদর্শন হইয়া, যে যে ঘর পাইল, তথায় গাঢাকা হইয়া গেল। ভগ্নীগণের মধ্যে দেখিলাম, অনেকেই সুরুচির পক্ষপাতিনী পার্লেমেণ্টের মেম্বরী।

আমি এই সব অভূতপূর্ব্ব ও অভাবনীয় কাণ্ড সকল দেখিয়া নাকে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, এ কাণ্ডখানা কি? এমন সময় হটাৎ কোথা হইতে চারিটি ভগ্নী আসিয়া তোলা তোলা করিয়া আমাকে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহা আজি পর্য্যন্ত আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। আজি পর্য্যন্ত আমার স্মরণে আসিতেছে না। যে সকল কাণ্ড দেখিলাম, তাহা আরব্য উপাখ্যান অপেক্ষাও চমৎকার।

সকালে ছুটি পাইলাম। তখন শুনিলাম, এটা বচনাবন্ধের বেশ্যা পল্লি। দুর্গা, দুর্গা! ভ্রাতাগণের এতাদৃক পতন দেখিয়া আমার শোক ও দুঃখ বেগ যেন উথলিয়া উঠিল। ভাবিলাম, দেশে পৌঁছিয়াই আমার পহেলা কাজ, ব্রাহ্ম সমাজে এ পতিত সংবাদ দেওয়া!

ইতি প্রথম খণ্ড